বরেন বসু

নতুন ফৌজ

রঙরুট উপন্যাসের নাট্যরূপ

সাধারণ পাবলিশার্স

৭, ওয়েষ্ট রো :: কলিকাতা—১৭

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬১

দাম দেড় টাকা

প্রকাশক
নরেন মল্লিক
সাধারণ পাবলিশার্স
৭, ওয়েষ্ট রো : : কলিকাতা—১৭

মুদ্রাকর
প্রবোধ কুমার সিংহ
মহানন্দ প্রিন্টিং হাউস
৭, স্বক্ ষ্ট্রিট : : কলিকাতা—৫

বহু প্রতিক্ষীত রঙরুট উপন্যাসের নাট্যরূপ নতুন ফৌজ প্রকাশিত হল। রঙরুট প্রকাশের অব্যবহিত পর থেকেই উপন্যাসটীর একটী নাট্যরূপের চাহিদা আমরা অনুভব করেছি। বিভিন্ন মহল থেকে বারম্বার অনুরোধও এসেছে। অনন্যোপায় হয়ে লেখককে আমরা অনুরোধ করি উপন্যাসটীকে নাট্যরূপে রূপান্তরিত করার জন্য। আজ নতুন ফৌজ: প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত অনুভব করছি। পরিশেষে নিবেদন, যাঁরা নাটকটী অভিনয় করবেন পূর্বাহ্নে আমাদের জানালে বিশেষ বাধিত হব।

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৪ প্রকাশক

লেখকের অন্যান্য বই

রক্তরুট
জঙ্গী ভিয়েৎনাম
মহানায়ক

ভূমিকা

নতুন ফৌজ নাটকটী রঙরুট উপন্যাসের নাট্যরূপ। রঙরুট-এর ব্যাপক পটভূমিকা অভিনয়যোগ্য একটী নাটকের কলেবরে ধরানো সম্ভব হয়নি। তাই প্রচুর অংশ বাদ দিয়ে, উপন্যাসের চুম্বক অবলম্বনে নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

নাট্যরূপ দেওয়ার সময়ে অভিনয়যোগ্যতার দিকে সবচেয়ে বেশী নজর দিয়েছি। রঙরুট উপন্যাস পাঠক সাধারণ যে গভীর ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, নতুন ফৌজ নাটক তার কিঞ্চিৎ পেলেও নিজেকে ধন্য মনে করব।

বর্তমান কালে পৃথিবীজোড়া যে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চলেছে, রঙরুটকে তারই বলিষ্ঠ একটী প্রতিবাদ হিসাবে দেশবিদেশের পাঠক সমাজ গ্রহণ করেছেন। রঙরুট উপন্যাসের সার্থকতা সেইখানেই।

নতুন ফৌজ নাটকে যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও যুদ্ধ ব্যবস্থার দিকটাকেই বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

নতুন ফৌজ নাটকটী অভিনয়ের সময় সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখতে হবে মিলিটারী আদবকায়দা সম্বন্ধে। এ বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে মিলিটারী ব্যাপারে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন কোন অফিসারের সামনে একজন সৈনিককে 'এ্যাটেন ান' হয়ে কাষ্ঠবৎ দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে—এর কোন ব্যতিক্রম চলবে না। ক্যাম্পের মধ্যে সৈনিকরা যখন কোন কর্মরত নয়, এমন অবস্থায় পোষাকের কিছুটা স্বাধীনতা থাকলেও, সেটা কোন পর্যায়েই নাগরিক পোষাকের স্তরে যাবে না। রাস্তা বা ক্যাম্পের বাইরের দৃশ্যে সৈনিকদের পুরা ইউনিফর্মে থাকতেই হবে। প্রতিটী খুঁটিনাটি ছোট্ট একটী ভূমিকার মধ্যে বলা সম্ভব নয়। তবে, যাঁরা অভিনয় করবেন, তাঁদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করব, যেন তাঁরা কোন একজন মিলিটারী বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ সর্বদাই নেন।

নতুন ফৌজ নাটকটীতে কোন একজন বিশেষ 'হিরো' নেই। ঘটনা ও যৌথ ক্রিয়াকলাপই নাটকটীর বিশেষত্ব। সে ক্ষেত্রে কোন চরিত্রকে খর্ব করে, কোন চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করলে মূলতঃ নাটকটীকেই খর্ব করা হবে। প্রতিটী চরিত্রকে তার যথাযথ ভূমিকা দিতে হবে তবেই নতুন ফৌজ তার প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে দর্শকের কাছে প্রতিভাত হবে।

অতি সাধারণভাবেও এই নাটকটীর অভিনয় সম্ভব। ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটী কালো বা ঘননীল পর্দা, ফুট লাইট ও মাথার ওপর কিছুটা উজ্জ্বল আলো হলেই যথেষ্ট। প্রথম অঙ্কের মঞ্চসজ্জা সামর্থানুযায়ী সরল করাও চলতে পারে। বিশেষভাবে আমি নজর দিয়েছি যাতে এই নাটকটা গ্রামাঞ্চলেও অভিনীত হতে পারে। কারণ গ্রাম্য জনসংখ্যাই সেনাবাহিনীকে 'কামানের খোরাক' জুগিয়ে থাকে।

যাঁদের পক্ষে সম্ভব, তাঁর উচ্চাঙ্গের রূপায়নের জন্য প্যানোরামা, রিভল্‌ভিং স্টেজে দৃশ্য, বা ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছায়ার (hadow) দ্বারা 'এফেক্ট' আরও হৃদয়গ্রাহী করতে পারেন।

আজ আমরা গভীর এক সমস্যার সম্মুখিন। একদিকে চলেছে আর একটী সর্বধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ বাঁধানোর চক্রান্ত, অপরদিকে সারা বিশ্বের সৎ ও সাধারণ মানুষের সংগ্রাম সেই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে তোলার। সাধারণ মানুষের শান্তির এই আকাঙ্খা ও তার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামকে যদি নতুন ফৌজ এক কণাও সাহায্য করতে পারে, তবেই আমার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করব।

অবশেষে নাটকটিকে প্রকাশ করা গেল। এমন সময় তাঁদের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে যাঁরা একাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আর বিশেষ করে মনে পড়ছে ভ্রাতৃপ্রতিম সুশীল ঘোষের কথা, যিনি আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে পারছি না বন্ধুবর অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, যিনি নাটকটীর নামকরণ করে দিয়েছেন।

৩০শে শ্রাবন ১৩৬১ —নাট্যকার

চায়ের দোকান। ব্ল্যাকআউট-সেড লাগানো আলো। সামনের দেয়ালে একটী শিশুর ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। দোকানের মালিক ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে। বাচ্চা একটি ছেলে ভেতর থেকে চা এনে দিচ্ছে—অর্ডার হাঁকছে। এক টেবিলে চারজন কেরাণী ভদ্রলোক ও অপর টেবিলে জনৈক প্রৌঢ় এবং অমল। নেপথ্যে হকারদের চিৎকার "মস্কো হো গয়া—হিটলার মস্কো লে লিয়া।" একজন হকারের সবেগে প্রবেশ।

হকার—মস্কো হো গয়া—হিটলার মস্কো লে লিয়া।

১ম ভদ্র—এই টেলিগ্রাফ—ইধর।

হকার—জোর খবর—মস্কো খতম। হিটলার ইণ্ডিয়া আ রহা। (কাগজ বিক্রী করে) চাই নাকি বাবু, এ্যাডভান্স—দু'পয়সা। মস্কো হো গয়া—হিটলার মস্কো লে লিয়া— (প্রস্থান)

১ম ভদ্র—এ্যাডভান্সের খবর তো—সব বাজে।

২য় ভদ্র—তা ছাড়া আর কি। এঁরা যে এখন মিত্রশক্তি হয়েছেন। খবর কি আর দেয় কিছু। মস্কো খতম মানে যে ইণ্ডিয়ায় আসার পথ পরিষ্কার।

১ম ভদ্র—এলেই তো বাঁচি দাদা, এই কলুর ঘানি যে আর টানতে পারি না। আসুক একবার হিটলার, তখন এ শালাদের দিয়ে রিক্সা টানাবো।

৩য় ভদ্র—ঠিক বলেছেন দাদা। বেটাদের মুরোদ তো কত! নিজেদেরই সামলাতে পারে না আবার শঙ্করাকে ডাকে। স্লিটট্রেঞ্চ কেটে আর ব্ল্যাকআউট করে বসে থাকলেই যেন আর কেউ দেখতে পাবে না। জানেন, লণ্ডন তো গড়ের মাঠ হয়ে গেছে।

৪র্থ ভদ্র—আরেঃ,তাও বুঝি জানেন না—আমাদের বড় সাহেব প্যাসেজ বুক করেছিল—সে আজ প্রায় মাস তিনেক আগে। আজ আমি গিয়ে টাকা ফেরৎ নিয়ে এলাম। বুঝলেন না, বাছাধনদের আর হোমে ফিরতে হচ্ছে না।

প্রৌঃ ভদ্র—হ্যাঁ মশাই, মস্কো কি সত্যিই ফল করল নাকি!

২য় ভদ্র—তাতে আপনার পাকা ধানে কি মইটা যাচ্ছে শুনি?

প্রৌঃ ভদ্র—তা একটু যাচ্ছে বৈকি। রাশিয়া হেরে গেলে আর হিটলার ভারতে এলেই যদি স্বাধীন হয়ে যেতাম, তাহলে মোটেই আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে কেন ভাই, হিটলার বৃটিশেরই মাসতুতো ভাই, আমাদের কেউই নয়।

১ম ভদ্র—চল হে, যাওয়া যাক—রাত হলে আবার গিন্নি খ্যাচ খ্যাচ করবে।···কত হল মশাই আমাদের?

চারজনে উঠে দোকানীর কাছে যায়।

দোকানী—কত আর হবে। খেলেন তো শুধু চা। খাবারদাবার তো রোজই ফেলা যাচ্ছে। এ শালার যুদ্ধ লেগে মানুষে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে!···তা আপনারা তো চারজন - চার কাপ চা—তিন আনা।

২য় ভদ্র—তিন আনা কেন? এই তো সেদিন খেয়ে গেছি দু'পয়সা করে কাপ।

দোকানী—মস্কো যায় যায়, তাইতেই হয়েছে তিনপয়সা। মস্কো ফল করলে তো চার পয়সা হয়ে যাবে। দেখছেন না, দিন দিন বাজার কি রকম চড়ছে!

দাম দিয়ে চারজনের প্রস্থান। সমীরণের প্রবেশ।

অমল—আরে সমীরণ যে, আয়, এদিকে আয়। (সমীরণ অমলের পাশে বসে) তাহলে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা করলি তুই।

সমীরণ—আর বিয়ে। বাবার ইচ্ছে হ'ল আমার বিয়ে দিয়ে মোটা দাঁও পেটার। সুতরাং আমার বিয়ে হ'ল।

অমল—সে আবার কি!

সমীরণ—হ্যাঁরে হ্যাঁ, তাই-ই হয়। শ্বশুরমশাই ব্ল্যাকমার্কেট করে প্রচুর পয়সা করছেন। বাবা তার ওপর বেশ বড় একটা কামড় বসালেন—দুজনে বাল্যবন্ধু কিনা। জানিস, নগদই পেয়েছি দশ হাজার—

অমল—বলিস কিরে!

সমীরণ—তদুপরি অন্য সবকিছু তো আছেই। এইবার আমাকে শিখণ্ডি খাড়া করে বাবা মিলিটারী কনট্রাক্ট ধরছেন।

দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ।

প্রথম—(টেবিলে বসে) কই দাদা, দুকাপ চা দিতে বলবেন তো। (দ্বিতীয় জনকে) আরে মশাই, মস্কো কবে খতম হয়ে গেছে। এরা খবর দিচ্ছে না। সঠিক খবর দিলে যে এখানে বিদ্রোহ সুরু হয়ে যাবে।

প্রৌঢ় উঠে দোকানীকে পয়সা দিয়ে অপেক্ষা করেন।

দোকানী—(পয়সা গুণতে গুণতে) ঠিক বলেছেন দাদা, মুখের মাপে জবাব দিয়েছেন। দু'পয়সার জায়গায় তিন পয়সা দিতে বুক ফেটে যায়, আর ওঁরা করেন হিটলার হিটলার।

পয়সা নিয়ে সস্মিত মুখে প্রৌঢ়ের প্রস্থান।

প্রথম—(দ্বিতীয়কে) আমি যা বলছি শুনুন। বাজার এখন আগুন। এই বেলা ধরে ফেলুন ব্লেড—

দ্বিতীয়—ব্লেড কি আর এখনও মার্কেটে আছে—সে সব কবে উধাও হয়ে গেছে।

প্রথম—তবে সিমেন্ট, দেশলাই, অন্তত শুকনো লঙ্কাই খানিকটা ধরে ফেলুন। বুঝলেন না, এখন ধুলোমুঠো সোনা হবার দিন।

ছোকরা ভদ্রলোকদ্বয়কে চা দিয়ে ভেংচে চলে যায়।

সমীরণ—(অমলের দিকে ঝুঁকে) তারপর, কাজকর্ম কিছু জোগাড় করতে পারলি নাকি ?

অমল—কই আর পারলাম। কেবল ফ্যা ফ্যা করে ঘোরাই সার হচ্ছে। তা তোরা যে কোথাও গেলি না ?

সমীরণ—ক্ষেপেছিস নাকি ! এমন সময়ে বাবা কলকাতা ছেড়ে যাবেন —মাথার ওপর বোমা পড়লেও না !

অমল—আর আমার বরাৎটা দেখ, তিনটে টিউশনীর মধ্যে দু'দুটো চলে গেল এই ইভ্যাকুয়েশনের হিড়িকে।

সমীরণ—তাহলে এই যুদ্ধের বাজারে চালাবি কি করে ?

অমল ও সমীরণ চিন্তিত মুখে বসে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় উঠে চায়ের দাম দিয়ে দোকানের বাইরে দাঁড়ায়। প্রথম সিগারেট ধরাতে যায়।

দোকানী—করছেন কি মশাই ? ব্ল্যাক-আউটের সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন ! এক্ষুনি এ, আর, পি এসে ধরবে যে !

প্রথম—(সিগারেটটা নামিয়ে) ওঃ, ধরলেই হ'ল, মামার বাড়ী আর কি !

দু'জনের প্রস্থান।

সমীরণ—এক কাজ কর অমল। যুদ্ধের কোন একটা কাজে ঢুকে পড়।

অমল—যুদ্ধের কাজ মানে, এ, আর, পি ?

সমীরণ—দূর পাগল, ওতে কেবল জাতই যাবে—পেট ভরবে না।

অমল—তবে তোদের মত গভমেণ্ট কন্ট্রাক্ট !

সমীরণ রসিকতা করছিস।

অমল—না ভাই, যুদ্ধের কোন ব্যাপারে গভমেণ্টকে আমি সাহায্য করতে চাই না।

সমীরণ—ওসব নীতিবাগিশের কথা রেখে দে। তোর ওই মতবাদ নিয়ে তুই আজ বাঁচতে পারবি ?

অমল—বাঁচতে যে পারবই এমন জোর মনের মধ্যে পাচ্ছি না। কিন্তু অবস্থা যে ঘোরালো হয়ে আসছে, তা বেশ টের পাচ্ছি। আর চাকরী বলতে তো ওই একটি মাত্র রাস্তাই খোলা।

সমীরণ—কোন রাস্তার কথা বলছিস ?

অমল - তুই যা বললি, ওই মিলিটিরীতে ঢুকে পড়া। জানি, এক্ষুনি চোখ কান বুজে ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু বিবেকে বাধছে, মনকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।

সমীরণ সবই তো বুঝলাম কিন্তু উপায়টা কি ?

অমল সেই উপায়ের কথা ভাবি আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ···যাক চা খাবি নাকি ?

সমীরণ - না থাক্।

অমল কেন, পাছে আমার পয়সা খরচ হয় ?

সমীরণ – অভাবে তোর স্বভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অমল খুব সাবধান।

অমল—এই-ই তো দুনিয়ার নিয়ম। (ছোকরাকে ডেকে) দু'কাপ চা দাও তো ভাই।

ছোকরা দু' কাপ ডবল হাফ কড়া গরম।

কাপ তুলে ছোকরার প্রস্থান। দু'জন এ-আর-পি'র প্রবেশ।

১ম এ-আর-পি—এ দোকানের মালিক কে ?

দোকানী—কেন বলুন তো ?

১ম এ-আর-পি—আমরা এই পোষ্টারগুলো লাগাবো।

দোকানী—কিসের পোষ্টার! আর দোকানের মধ্যেই বা কেন ?

২য় এ-আর-পি—(একখানা খুলে) এই দেখুন না, মিলিটারী পোষ্টার।

দোকানী—তা মিলিটারী হোক আর যাই হোক, দোকানের মধ্যে কেন? এমন কথা তো মশাই কখনও শুনিনি।

১ম এ-আর-পি—আহা-হা,অযথা হৈ চৈ করছেন কেন। দোকানের মধ্যে লাগাতে দিলে আর যত্ন করে রাখলে (কানের কাছে মুখ আনে।

দোকানী—বেশ, তাহলে লাগান। ক'খানা লাগাবেন?

২য় এ-আর-পি তিনখানা—একখানা সামনে আর দু'খানা দু'পাশে।

১ম এ-আর-পি—(মনি ব্যাগ বার করে) নে রে চট পট লাগিয়ে দে।

২য় এ-আর-পি দুপাশে লাগিয়ে, মাঝখানে ছবিটার উপর লাগাতে যায়।

অমল—(উঠে দাঁড়িয়ে) আহা, ওই ছবিটার ওপর লাগাচ্ছেন কেন না হয় একটু পাশে লাগান।

২য় এ-আর-পি - ক্যালেণ্ডারটা তো বহু পুরানো, ও আর কি হবে।

অমল—আমি ক্যালেণ্ডারের কথা বলিনি। বলেছি সুন্দর ওই ছবিটার কথা।

দোকানী—যেতে দিন দাদা—এখন তো এঁদেরই যুগ।

২য় এ-আর-পি পোষ্টার লাগিয়ে ১ম এ-আর-পির কাছে ফিরে আসে।

১ম এ-আর-পি—(দোকানীকে) দেখবেন, পোষ্টারগুলো যেন ঠিক থাকে। সপ্তাহে একবার করে অবশ্য আমরা দেখে যাব।

উভয়ের প্রস্থান। অমল পোষ্টারগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। ছোকরা অমল আর সমীরণের সামনে চা দিয়ে পোষ্টারের সামনে থমকে দাঁড়ায়।

দোকানী—(ছোকরাকে) এই হাঁ করে দেখছিস কি? যা, আমার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আয়—গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

ছোকরা হন্‌হন্‌ করে চলে যায়। তিন জন যুবকের প্রবেশ। সকলের মুখে সিগারেট। ফাঁকা টেবিলে এসে বসে।

দোকানী—আপনারা কি রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলেন?

প্রথম—তবে না তো কি আকাশ থেকে পড়লাম?

দোকানী—না, না, আমি সে কথা বলিনি! এই এখনই দু'জন এ-আর পি এখান থেকে গেল কিনা—তারা কিছু বলল না!

প্রথম—এ্যাঃ, আরসোল্লাও কি লড়াইয়ের দৌলতে পাখি হয়ে গেল

নাকি! ওরা ধরবে আমাদের! আপনি হাসালেন দাদা, আপনি হাসালেন। যত্তো সব বিড়ি-ওলা আর বকাটের দল।

দ্বিতীয়—যা বলেছিস মাইরী। আমি তো মাইরী ঠিক করেছি মিলিটারীতে ঢুকে পড়বো। এ-আর-পি! আরে ছোঃ। মিলিটারীতে মাইরী কেবল ফুর্তি। (পোষ্টারের দিকে দেখিয়ে) ওই দেখনা, কেমন শাঁষে জলে চেহারা মাইরী।

ছোকরা এক কাপ চা এনে দোকানীকে দেয়।

দোকানী—তোকে দিয়ে আর চলবেনা দেখছি। তোর আক্কেলটা কি? দোকানে খদ্দের এসে বসে রয়েছে আর তুই আমাকে চা দিচ্ছিস। (যুবকদের) আপনাদের কি দেবে? ভাল চপ আছে, এই বিকেলেই করিয়েছি।

তৃতীয়-(প্রথমকে) এই চপ খাওয়া মাইরী। বেড়ে তো ফোকটসে কিছু রোজগার করে ফেললি।

দোকানী—যা, বাবুদের তু'খানা করে চপ দে (ছোকরা হাঁটতে সুরু করে) আর, ভেজিটেবিল আর রাই বেশী করে দিবি।

ছোকরার প্রস্থান।

দ্বিতীয়-এক গ্রোস ব্লেড তো ঝেড়ে দিলি, কত দিলে?

প্রথম—পাঁচ টাকা।

দ্বিতীয়—পাঁচ টাকা! (লাফিয়ে উঠে) তোকে ঠকিয়েছে, ডাহা ঠকিয়েছে মাইরী। (বসে পড়ে) সাড়ে সাত টাকা তো বেকসুর, এমন কি দশ টাকাও দিচ্ছে কেউ কেউ। জানিস, এক একখানা ব্লেডই বিক্রী করছে চার আনায়!

তৃতীয়—আরে ব্যাপারটা বুঝলি না, চোরাই মাল কিনা তাই আর দরাদরি কল্লেনি। (প্রথমকে) কিরে তাই না?

প্রথম—তাছাড়া আবার কি? থাকি মামার হোটেলে, ওসব আর

পাব কোথায়। মামা দেখি রোজ থলে বোঝাই করে ব্লেড এনে জড় করছে। মৌকা বুঝে, আমিও ঝেড়ে দিলাম এক প্যাকেট।

খাবার দিয়ে ছে করার প্রস্থান।

দ্বিতীয়—(দোকানীকে) হ্যাঁ দাদা, মাংস পাঁটার তো।

দোকানী—আজ পর্যন্ত তো পাঁটার মাংসই দিয়েছি। কিন্তু আর কতদিন যে দিতে পারব বলতে পারছি না। শুনছি তো পাঁটারাও লড়াইয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয়—বেড়ে বলেছেন দাদা, বড় জব্বর বলেছেন। কিরে, তুই মিলিটারীতে যাবি বলছিলি না?

সকলে হেসে ওঠে।

সমীরণ—নেঃ, চল, রাত তো ঢের হ'ল।

অমল—বস না আর একটু—

সমীরণ—না ভাই, আমাকে আবার শ্বশুরমশাইয়ের কাছে হাজিরা দিতে হবে। বাবার আদেশ, শ্বশুরমশাইয়ের কাছে চটপট ফেভারিট হয়ে উঠতে হবে। মিলিটারী মহলে তাঁর নাকি খুব দহরম মহরম।

অমল—তাহলে তুই যা।

সমীরণ—না, তুইও চল, এভাবে মনমরা হয়ে বাড়ীর বাইরে বাইরে কিছুতেই ঘুরতে পাবি না।

অমল উঠতে যায়। বাইরে সাইরণের শব্দ হয়। যুবক তিনজন উঠে পড়ে টেবিলের তলায় ঢুকে পড়ে। সমীরণ ইতস্তত করে অমলের কাছে বসে। দোকানী দৌড়ে গিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়। ছোকরা দৌড়ে এসে বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

দোকানী—এই ছোঁড়া, আকাশের দিকে হাঁ করে কি দেখছিস?

ছোকরা—ওরা নাকি এরোপ্লেন থেকে ময়দার বস্তা আর ঘিয়ের টিন ফেলবে?

দোকানী—আর তোর জন্যে হজমি-গুলিও ফেলবে। চলে আয়।

ছোকরার প্রস্থান। অল ক্লিয়ার বেজে ওঠে। দোকানী সামনের আলোটা জ্বেলে দেয়। যুবক তিনজন টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে আসে।

সমীরণ—চল অমল।

অমল—চল।

সমীরণ—দামটা আমিই দিই ?

অমল—না, আমি দিচ্ছি। এর পর তো আর দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না।

দোকানীকে পয়সা দিয়ে সমীরণ ও অমলের প্রস্থান। যুবক তিনজন জামা ঝেড়ে টেবিলে বসে।

প্রথম—আমি তো ভাবলুম বোমা বুঝি পড়ল।

দ্বিতীয়—আর আমি! ভাবলুম, আমি শালা মরেই গেছি।

তৃতীয়—কিন্তু, সত্যিই যদি বোমা পড়ে—

প্রথম ও দ্বিতীয় তৃতীয়ের দিকে আঙ্গুল তুলে হো হো করে হেসে ওঠে।

—পর্দা—

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

অমলের বাড়ী। ঘরের একদিকে কতকগুলো বাক্স প্যাঁটরা। কাঠের একটা আলনা, তাতে কিছু জামা কাপড়। ওপর দেয়ালে আয়না চিরুণী। মেঝের ওপর একটী মোড়া। ঠাকুমা বসে মালা জপ করছেন, বিমল একটু তফাতে ভাত খেতে বসেছে। মিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে, পরণে ভাল একটা শান্তিপুরী শাড়ী।

মিনি—আর দুটী ভাত দেব বড়দা ?

বিমল—আর ভাত দিয়ে কাজ নেই, এমনিতেই তো বেলা হয়ে গেছে আবার তোয়াক্কা কার খাওয়া।

ঠাকুমা—রোজ বলি, সকালে বই মুখে নিয়ে বসিসনি, আগে রান্নাটা সেরে ফেল—তা না—

বিমল—তার দরকার কি। উনি বিদুষী হয়ে সংসারের দুঃখ ঘোচাবেন। মেজবাবু তো গ্রাজুয়েট হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। দুনিয়াটা যেন ওদের ইচ্ছের ওপর চলে! সেই আটত্রিশ সালে চাকরীতে ঢুকেছি আর আজ একচল্লিশ সাল শেষ হতে চলল, যে তিরিশে ঢুকেছিলাম সেই তিরিশই রয়ে গেল।

ঠাকুমা—হ্যাঁরা, শুনছিস বিমল, মিনিটার জন্যে আজ একজোড়া শাড়ী এনে দিস। ভাল কাপড়গুলো পরে পরে সবই তো ঘুচালো।

বিমল—(উঠতে উঠতে) তোমার মেজ নাতিকে বল। বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিদুষী করছেন আর তার জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারেন না? (মিনির সামনে গিয়ে) এই সেদিন তো কাপড় এনে দিলাম সেগুলো কি হল?

মিনি - সে তো একখানা, ধোপার বাড়ী দিয়েছি?

বিমল—ধোপার বাড়ী দিয়েছ কেন? বাড়ীতে কেচে পরতে পার না? নবাবিয়ানা বড় বেড়ে গেছে।

সবেগে প্রস্থান।

মিনি—(ঠাকুমাকে) তুমি কেন এসব কথা বল, বলতো! সকলে মিলে কেবল আমার ওপর ঝাল ঝাড়বে।

সবেগে প্রস্থান। বিমলের প্রবেশ।

বিমল—(জামা পরতে পরতে) দেখ ঠাকুমা, তোমাদের মেজ নাতিকে বল, বোনগুলোর মাথা চিবোনোর আগে তিনি যেন রোজগারের ব্যবস্থা করেন। সামনের বছর যে মিনি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে তার ফী র টাকা জোগাবে কে?

ছোট বোন স্নিগ্ধর প্রবেশ, হাতে পান।

রিণি—(বিমলের হাতে পান দিয়ে) অফিস থেকে ফেরার সময় পান এনো, আর পান নেই।

বিমল—(যেতে যেতে) নেই, নেই, আর নেই, কেবল শোন নেই। সব যেন রাঘব বোয়ালের পেটে যাচ্ছে।

জুতোয় পা গলিয়ে সবেগে প্রস্থান।

ঠাকুমা—(মালা মাথায় ঠেকিয়ে) হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? মিনিকে বল সগ্‌ড়িটা পরিষ্কার করে ফেলতে।

রিণি এগিয়ে যায়। মিনির প্রবেশ।

রিণি (ঠাকুমাকে) এই যে দিদি এসেছে।

ঠাকুমা—তা মুখখানা অমন তোলো হাঁড়ি করে আছিস কেন? (মিনি নীরবে থালা বাসন তুলতে থাকে) তোদের এমন বরাৎ, এমন অখদ্যে কালে সব জন্মেছিস! এই আমি নিজে হাতে কত মানুষকে কত কাপড় দিয়েছি। তোদের ঠাকুদ্দা রোজ দুটো চারটে করে লোক ডেকে আনত খাওয়ানোর জন্যে। কতলোক যে আমাদের বাড়ীতে থেকে, খেয়ে পরে মানুষ হল!

রিণি - ঠাকুদ্দা বুঝি খুব বড় লোক ছিল, আমরা গরীব কেন ঠাকুমা?

বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ। রিণি দৌড়ে বেরিয়ে যায়। মিনি থালাবাসন নিয়ে চলে যায়।

ঠাকুমা—(ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে) সবই তাঁর লীলাখেলা। তা না হলে অমিটা তিন তিনটে পাশ করে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে কেন।

ননীবাবুর প্রবেশ, পেছনে রিণি। জুতো জামা খুলে ননীবাবু মোড়ার ওপর বসেন, রিণি তাদের পাখা দিয়ে হাওয়া করে।

ঠাকুমা—বলি হ্যাঁরা ননী, মেয়েটা কি শেষ পর্যন্ত ন্যাংটো হয়ে থাকবে নাকি। সেই কবে থেকে বলছি, মিনিটার জন্যে একজোড়া কাপড় এনে দে। তা সে কথা তো তোরা বাপ বেটায় কানেই তুলছিস না।

ননী - ওই, সুরু করলে তো। তুমি কি আমাকে পাগল করে দেবে, না বিবাগী হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব।

ঠাকুমা—কি করি বলতো, আমার যে মরণও হয় না। তাহলে তো আর এসব চোখে দেখতে হয় না। বলি, বৌমার ভালো কাপড়-গুলো যে সবই গেল। মেয়েটার বিয়ে তো দিতে হবে, তখন যে ওগুলো কাজে লাগত। খবর রাখিস, মিনিটার এই অঘ্রাণে পনেরো পূর্ণ হবে।

ননী—সবই তো বুঝছি, কিন্তু কি করব বল। এই তো হুটুবিহারীর ওখান থেকে ঘুরে আসছি—ও দশটা টাকাও বন্ধ হল।

ঠাকুমা – কেন হুটুর আবার কি হল! অমন রাজার হালে আছে, তার এই দশটা টাকায় এমন কি টান পড়ল।

ননী—বোমার ভয়ে ওরা কলকাতা ছেড়ে পাটনায় চলে গেছে, সেখানে নাকি অনেক খরচ।

চা নিয়ে মিনির প্রবেশ, ননীবাবুর হাতে দেয়।

ননী—আর এই মেয়েগুলো হয়েছে লক্ষীছাড়ি। এত কাপড় ছিঁড়িস কেন, একটু সাবধান হতে পারিস না।

চোখে আঁচল দিয়ে মিনির সবেগে প্রস্থান।

ঠাকুমা আহা, ওরা মা-মরা মেয়ে, ওদের এমন করে দাঁত খিঁচোসনি।

রণির পাখা রেখে প্রস্থান।

ননী—নাঃ মাথায় করে নাচাবে! বুড়ো বয়সে ছেলে-মেয়ে যদি বাপকে না দেখল—তবে অমন ছেলেমেয়ে থাকার চেয়ে আঁটকুড়ো থাকাই ভাল।

ঠাকুমা—বালাই যাট্, অমন কথা বলতে নেই, ননী। ছেলেমেয়ের অকল্যাণ হয়। অমিটা তো দিন নেই দুপুর নেই, চাকরী চাকরী করে হন্যের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাকরী না পেলে কি করবে বল্।

ননী—চাকরী না পেলে কি করবে? গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। তা বলে এই সব ছেলেকে ঘরে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্যে ভিক্ষে করে লেখাপড়া শেখাইনি। রোজগার যদি করতে না পারে দূর হয়ে যাক—আমার ভার লাঘব হ'ক। (কয়েক ধাপ গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে) তোমার মেজনাতিকে জানিযে দিও, আর এক মাসের মধ্যে যদি চাকরী জোগাড় করতে না পারে তাহলে যেন নিজের পথ দেখে নেয়।

সবেগে প্রস্থান।

ঠাকুমা—(উঠে দাড়িয়ে) জানি না বাবা! তুনিয়ার গতি দিন দিন যে কি হচ্ছে তিনিই জানেন।

সবেগে মিনির প্রবেশ। পরণে শতছিন্ন একখানা কাপড।

মিনি—সকল কথায় তোমার কি দরকার বল তো। সেই সকাল থেকে সুরু করেছ। তোমার সত্যিই ভিমরতি ধরেছে।

ঠাকুমা—তা আমায অমন করছিস কেনর‍্যা। জোয়ান সোমত্ত মেয়ে এই রকম কাপড় পরে পুরুষ মানুষের চোখের ওপর ঘুরে বেড়াবি—এও আমাকে চোখে দেখতে হবে। (চলে যেতে যেতে) আমার মরণও হয় না।

প্রস্থান।

মিনি রিণি, রিণি—

দৌড়ে রিণির প্রবেশ।

মিনি - দেখতো, বোধহয় মেজদা এসেছে!

দৌড়ে রিণি বাইরে যায়, তখনি অমল ও রিণির প্রবেশ।

অমল— আবার ওই কাপড়টা পরেছিস?

মিনি - দোহাই মেজদা, তুমি আর এ নিয়ে কোন কথা বল না।

রিণি—বড়দা দিদিকে বকেছে—দিদি কাঁদছিল।

অমল—জানিস, এক এক সময় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়।

মিনি—মেজদা!

অমল—কি করব বল। একটা চাকরী জোগাড়ের জন্যে কি না করছি। কিন্তু পারছি না। খোসামোদ করছি। ঘুষ দিতে পর্যন্ত রাজি হয়েছি—তবুও না। (পায়চারী করে)

মিনি—জামা জুতো ছাড়।

রিণি তোমায় হাওয়া করব?

অমল—না রে, আমায় হাওয়া করতে হবে না। বেকার ছেলেদের হাওয়া করতে নেই। (মিনিকে) ঝটপট আমায় ভাত বেড়ে দে তো, এক্ষুনি আমাকে বেরোতে হবে। ততক্ষণে আমি মাথাটা ধুয়ে আসি।

মিনির প্রস্থান। অমল জুতো ছেড়ে ভেতরে যায়। রিণি আসন পাতে। অমল ফিরে এসে চুল আঁচড়ায়। মিনি জল নিয়ে আসে। ঠাকুমা আসনের সামনে ভাত রেখে পাশে বসেন। অমল খেতে বসে।

ঠাকুমা—হ্যাঁরা অমি, এই সাত সকালে খেয়েদেয়ে কোথায় যাচ্ছিস তুই? এত তাড়া কিসের?

অমল—যাব এক বন্ধুর বাড়ী। একটা—

ঠাকুমা—(কথা শেষ করতে না দিয়েই) বন্ধুর বাড়ী আড্ডা মারতে যাওয়ার জন্যে এত তাড়া! চাকরীবাকরী তুই করবি না, নাকি? তিন তিনটে পাশ করেছিস, তুই তো আর নির্বোধ নস।

অসহায় ভঙ্গি করে মিনির প্রস্থান।

অমল—তিনটে পাশ কি বলছ ঠাকুমা, কত ডজনখানেক পাশওয়ালা-রাই ফ্যা—ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। চাকরীর দরকার থাকলেই তো আর চাকরী পাওয়া যায় না। চেষ্টা করছি প্রাণপণে, যে দিন জুটবে সে দিন থেকেই করব।

বেগে ননীবাবুর প্রবেশ।

ননী—চেষ্টা করছ না ছাই করছ। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে কি আর চাকরী পাওয়া যায়! আছ তো মজায়, দিব্যি দুবেলা পায়ের ওপর পা দিয়ে অন্ন ধ্বংসাচ্ছ। লজ্জা করে না? আর আমি লোকের দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছি। বলে দিচ্ছি, এমন নবাবী আর বেশীদিন চলবে না। এবার থেকে ভাতের বদলে ছাই বেড়ে দেওয়া হবে।

সবেগে ননীবাবুর প্রস্থান। অমল ঝপ করে উঠে পড়তে যায়।

ঠাকুমা—(অমলের হাত চেপে ধরে) আমার মাথা খা অমি, বাড়া ভাত ফেলে যাসনি, মালক্ষ্মী বিরূপ হবেন। বাপের কথায় কি রাগ করতে আছে?

সুপারি হাতে মিনি এসে দাঁড়ায়। গোগ্রাসে কয়েক গ্রাস খেয়ে অমল উঠে ভেতরে চলে যায়। ঠাকুমা থালা গ্লাস তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ান।

ঠাকুমা—আমার মরণও হয় না।

মিনি—মরণ হবে কি, তাহলে এমন করে সানাইয়ের পোঁ ধরবে কে!

ঠাকুমার প্রস্থান।

মিনি—(রিণিকে) শোন্, মেজদাকে এই সুপারিগুলো দিবি আর আব্দার করবি লজেন্স আনার জন্যে, আর বলবি, সন্ধের মধ্যে ফিরে আসা চাইই। বুঝলি, কিছুতেই ছাড়বি না।

মিনির প্রস্থান। অমলের প্রবেশ, রিণি অমলের পেছন পেছন ঘোরে।

অমল (জুতো পরতে পরতে) মিনি কোথায় রে?

রিণি দিদি রান্নাঘরে গেল। এই নাও সুপুরী।

অমল—আমার কাছে আয় রিণি।

মোড়ায় বসে রিণিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে।

রিণি (অমলের মুখটা দুহাতের মধ্যে ধরে) সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে এসো

অমল—না, না, আমি পারব না রিণি! (উঠে) তোদের জন্যে কিছুই আমি করতে পারিনি, আর পারবও না কোন দিন। তোরাও বল, আমাকে দূর হয়ে যেতে বল।

সবেগে প্রস্থান। রিণি অমলের পেছনে ছুটে যায়—নেপথ্যে "মেজদা" তখনই ফিরে এসে ছুটে যায় ভেতর দিকে।

রিণি—দিদি, ও দিদি—

সবেগে মিনির প্রবেশ।

মিনি—কি হল রে?

রিণি—তুই কেন বললি আমাকে ও কথা বলতে? মেজদা রাগ করে চলে গেল।

মিনি—তুই বলেছিস তো ফিরে আসতে?

রিণি—হ্যাঁ।

মিনি—তাহলে আসবে বোধহয়, চল।

রিণির কাঁধে হাত রেখে মিনির প্রস্থান।

—পর্দা—

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

রিক্রুটীং অফিস। দেয়ালে 'ভারতীয় সৈনিকদলে যোগ দিন' পোষ্টার। এক পাশে একটি টেবিল ও চেয়ার, কেরাণীবাবু বসে। অপর পাশে দু'খানি বেঞ্চ। দুটী বেঞ্চে আটজন; অমল, জনৈক প্রৌঢ়, সুটপরা একজন যুবক, ধুতি সার্ট পরা একজন ছাত্র, ধুতি পাঞ্জাবী পরা একজন মধ্যবয়সী, লুঙ্গি গেঞ্জি পরা একজন গাড়োওয়ালা, ছোট কাপড় ফতুয়া পরা একজন গ্রাম্য, হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরা একজন ছোকরা বসে আছে। কেউ বিড়ি, কেউ সিগারেট খাচ্ছে।

যুবক—(কেরাণীবাবুকে) শুনছেন, ও দাদা, বলি আর কতক্ষণ আপনার খোস মেজাজের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে।

কেরাণী—তা একটু বসতে হবে বৈকি। দায়টা আপনাদের, আমার তো আর নয়।

যুবক—শালারা যেন আমাদের কাঙালী মনে করেছে। ওঃ, অত পরোয়া করি না। এই আমি চললুম।

সবেগে প্রস্থান।

মধ্যবয়সী - আরে, যাবে আর ও কোন চুলোয়। কালই আবার বাছাধন সুড়সুড় করে এসে হাজির হবে। দেখগে যা বাছার হাঁড়িতে এতক্ষণে ইঁদুরে ডন্ মারছে।

জনকয়েক হেসে ওঠে।

গ্রাম্য · বেশ তো, আমরা না হয় পেটের দায়ে এসেছি। কিন্তু এদেরও তো রাজত্বি রক্ষের দায় আছে। তবে বাবা এত ল্যাজে খেলানর দরকারটা কি। (অমলকে) দেখুন না মশাই, ব্যাটাদের বায়নাক্কা কত? একদিন গেল নাম লেখাতে, একদিন ডাক্তারী করতে, আজ আবার কি হয় তাই দেখেন। ইদিকে আমি· ষ্টেশনে পড়ে থেকে রোজ হোটেলে খেয়ে পয়সাগুলো গুণোগারি দিচ্ছি।

অমল—ষ্টেশনে কেন, আপনার বাড়ী কোথায়?

গ্রাম্য—বাড়ী কি আর এই শহরে মনে করেছেন, সেই ডায়মণ্ডহারবারে!

কেরাণী—(উঠে এসে) এই যে, আপনারা সকলে এদিকে আসুন। মেডিক্যাল একজামিন যাদের হয়ে গেছে তারা এই দিকে (গ্রাম্য ও গাড়ীওয়ালা ডান পাশে দাঁড়ায়)। মেডিক্যাল একজামিন যাদের হবে, তারা এইদিকে (প্রৌঢ় ও ছাত্র বাঁপাশে দাঁড়ায়)। আজ যারা নতুন এসেছেন, তাঁরা এইখানে (বাকী সকলে সামনে দাঁড়ায়)। বেশ, নতুন যাঁরা ভর্তি হবেন তাঁরা একজন একজন করে আমার টেবিলে আসুন। মেডিক্যাল একজামিন যাদের হবে তারা এইদিক

দিয়ে এম-আই রুমে চলে যান (প্রৌঢ় চলে যায়)। আর বাকী যারা তারা একটু অপেক্ষা করুন ক্যাপ্টেন সাহেব এখনই আসবেন।

কেরাণীবাবু স্বস্থানে বসেন—অমল সামনে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে ঘাড় তুলে কেরাণীবাবু প্রশ্ন করেন, কর্ম ভর্তি করেন। বাকী বেঞ্চে বসে।

ছোকরা—(গাড়ীওয়ালাকে) আপনার মাইনে কত হল ?

গাড়ীওয়ালা—এখন দেবে একুশ টাকা। শিখব ফায়ারম্যানের কাজ, পাশ করলে আরও পাঁচ টাকা বাড়বে।

গ্রাম্য—বলেনি ? তারপর মাইনে কেবল বাড়তেই থাকবে একশো, দুশো' যেন ঠাকুরমার ঝুলির গল্পরে! অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্তে দেবার জন্যে বসে আছে। জানেন, শালাদের সব ধাপ্পাবাজি।

ছোকরা—ধাপ্পাবাজি জেনেও ভর্তি হলেন ?

অমল ফিরে আসে। মধ্যবয়সী কেরাণীবাবুর টেবিলে যায়।

গ্রাম্য—করব কি বলুন মশাই, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। কোন চুলোয়ই বা আর যাব ? তবু তো এরা দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবে। কিন্তু দেশে গ্রামে থেকে চাষবাস করে তাও যে জুটছে না। জিনিষের দাম যেভাবে চড়ছে, তাতে তো মশাই আর দুদিন বাদে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

গাড়ীওয়ালা—এ শালারা ইচ্ছে করে জিনিষের দাম বাড়াচ্ছে। আমার একটা ঘোড়ার গাড়ী ছিল, তাই দিয়ে এত দিন গুজরাণ করেছি। কিন্তু এখন, ঘোড়ার দানা কিনতেই সব রোজগার ফুরিয়ে যাচ্ছে। কি আর করি বাবু, সে সব বেচে দিয়ে মিলিটারীতে ঢুকে পড়লুম।

প্রৌঢ় জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে প্রবেশ করে। ছাত্র বেরিয়ে যায়।

ছোকরা—কি দাদা, পাশ হয়ে গেছেন তো ?

প্রৌঢ়—পাশ না হয়ে আর উপায় কি ভাই। তাই কিছু দক্ষিণা দিতে হল।

অমল—কেন!

প্রৌঢ় —আর কেন, দায় যে আমার ভাই। ডাক্তার তো বলে দিলে চোখ খারাপ, আনফিট ফর্ ষ্টেশন মাষ্টার। এখন আমি যাই কোথায়! চাকরী থেকে রিটায়ার করে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা তো দেনা শুধতেই ফাঁক হয়ে গেছে। এই বুড়ো বয়সে একপাল ছেলেপিলে নিয়ে কি পথে দাঁড়াব!

অমল তা দক্ষিণা কত দিতে হল?

প্রৌঢ়—নাঃ, ডাক্তার সাহেব সেদিক দিয়ে লোক ভাল। এক টাকাতেই কার্যসিদ্ধি হল।

ছোকরা -ওরেঃ শালা, যে যার মৌকা নিচ্ছে। আমরা এসেছি পেটের দায়ে আর এরা সেই সুযোগ টু-পাইস করে নিচ্ছে।

মধ্যবয়সী ফিরে আসে, ছোকরা কেরাণীবাবুর টেবিলে যায়।

মধ্যবয়সী—(অমলকে) আপনি তো দেখলাম বি, এ, পাশ করেছেন—আপনি কেন এখানে এলেন বলুন তো?

অমল এছাড়া আর যে কোন রাস্তা খুঁজে পাইনি।

মধ্যবয়সী -বলেন কি মশাই? বি, এ, পাশ করেছেন, তবুও রাস্তা খুঁজে পেলেন না? তাহলে তো আমার কথাই ওঠে না। চাকরী একটা করছিলাম বটে মার্চেন্ট অফিসে। চার বছর ধরে চাকরী করছি, এক পয়সাও ইনক্রিমেণ্ট পাইনি। যে কুড়িতে সুরু—সেই কুড়িতেই বুড়িয়ে গেলাম।

ক্যাপটেনের প্রবেশ। টেবিলের সামনে দাঁড়ান। কেরাণীবাবু শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান। ছোকরা স্বস্থানে ফিরে আসে।

ক্যাপটেন - (চেয়ারে বসে) আজ ক'জন?

কেরাণী—সাতজন, স্যার।

ছাত্র জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে প্রবেশ করে।

ক্যাপটেন—ওন্‌লি সেভেন! বড্ড কম। ভাল করে পাবলিসিটির ব্যবস্থা করুন। আমাদের সেণ্টারের কথা হয়তো লোকে জানতেই পারেনি। অল রাইট, ব্রিং দেম।

কেরাণী—আপনারা আমার পেছন পেছন আসুন।

সকলে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। কেরাণীবাবু কাগজপত্র এগিয়ে দিয়ে ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থেকে প্রস্থান।

ক্যাপটেন—এইবার এনরোলমেণ্ট ফর্মে একটা করে সই দিলেই আপনাদের ভর্তি হওয়ার কাজ শেষ।

ছোকরা—কিন্তু কিসে আমরা সই দিচ্ছি, সেটা তো আমাদের জানা দরকার।

ক্যাপটেন—অফ্‌ কোর্স! নিশ্চয়ই। সই করার আগে শর্তগুলো আপনাদের জানা দরকার এবং ভালভাবে বোঝাও দরকার। সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং খোলা মনেই আপনাদের সই দিতে হবে।

ছেলেরা নড়েচড়ে দাঁড়ায়।

ক্যাপটেন—আপনারা ভর্তি হবেন ইণ্ডিয়ান আর্মি এ্যাক্ট অনুসারে। মনে রাখবেন, জলপথ, স্থলপথ বা আকাশপথ, যে কোন পথে, যে কোন দেশে যখনই যাওয়ার হুকুম হবে, তখনই সেই পথে, সেই দেশে, বিনা ওজর আপত্তিতে আপনাদের যেতে হবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আপনাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। ওপরওয়ালা অফিসারদের আইনসঙ্গত হুকুম বিনা বাক্যব্যয়ে মানতে হবে। চাকরীর মেয়াদ - যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন, তারপর আরও বারো মাস, যদি তখনও রাখা প্রয়োজন হয়।

ছেলেরা নীরবে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ক্যাপটেন—আর কিছু আপনাদের জানবার আছে।

অমল—যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমরা মারা পড়ি, তাহলে আমাদের বাড়ীর কি হবে।

ক্যাপটেন—সেক্ষেত্রে গভ্‌মেণ্ট আপনার উত্তরাধিকারীকে আজীবন পেন্সন দেবে?

মধ্যবয়সী—বাড়ীতে আমরা চিঠি লিখতে পারব?

ক্যাপটেন—নিশ্চয়ই এবং গভমেণ্টই সে খরচ বহন করবে।

প্রৌঢ় আমরা ছুটি পাবতো?

ক্যাপটেন—আলবৎ, এবং গভমেণ্টই যাতায়াতের খরচ বহন করবে।

সকলে নীরবে মাথা নীচু করে থাকে।

ক্যাপটেন—তাহলে আসুন, একে একে সইগুলি দিয়ে দিন।

একজন একজন করে সই, টিপসই দিয়ে স্বস্থানে এসে দাঁড়ায়। ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ান। ছেলেরা ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ক্যাপটেন—আশা করি আর কিছু বোধহয় আপনাদের বলবার নেই। (ছেলেরা নীরব) কিন্তু আমার কয়েকটা কথা বলবার আছে। আহা, আপনারা বসে পড়ুন না—অনেকক্ষণ যে দাঁড়িয়ে আছেন।

সকলে বেঞ্চের ওপর বসে।

ক্যাপটেন - আপনারা হয়ত মনে করছেন, আপনাদের জীবনটাই শেষ হয়ে গেল, মৃত্যু তো অবধারিত। কিন্তু বলতে পারেন, শুধু যুদ্ধের জন্যেই কি মানুষ মরে? তা না হলে মানুষ কি অমর? মৃত্যুর প্রশ্নটা নিতান্তই একটা বাজে প্রশ্ন। মৃত্যুর ওপর মানুষের কোন হাত নেই। আসল প্রশ্ন হল একটা চাকরী! সে দিক দিয়ে যে মাইনেতে আপনারা সুরু করছেন, সে মাইনে অন্য কোথাও পেতেন না। মনে রাখবেন, মাইনে হিসেবে যে টাকাটা হাতে পাবেন, ইচ্ছে করলে তার একটা পয়সা খরচ না-ও করতে পারেন।

কারণ, মাইনে ছাড়াও গভমেণ্ট আপনাদের খাওয়া, পরা, চিকিৎসা, সমস্ত খরচই দেবে।···শুধু কি তাই! গভমেণ্ট আপনাদের ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করেছে। লড়াই আর কতদিন! বড় জোর আর বছর দুয়েক। তারপর যখন ফিরে আসবেন, তখন গভমেণ্ট আপনাদের জন্যে চাকরী রিজার্ভ করে রেখেছে। এই যেমন আপনারা রেলের কাজে ঢুকেছেন, রেলওয়েতেই আপনাদের জন্যে চাকরী রিজার্ভ রাখা হবে।

সকলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে ক্যাপটেনের দিকে চেয়ে থাকে।

ক্যাপটেন—(টেবিলের ওপর ঘণ্টি বাজিয়ে) আপনারা সকলেই কি বাড়ীতে জানিয়েছেন ?

বেয়ারার প্রবেশ।

ক্যাপটেন—(বেয়ারাকে) য়েক গ্লাস বরফ পানি। (বেয়ারা চলে যায়) বেশ, যাঁরা বাড়ীতে জানিয়েছেন তারা আসুন।

অমল ও মধ্যবয়সী ছাড়া সকলে উঠে আসে। বেয়ারা জল নিয়ে আসে।

ক্যাপটেন—(বেয়ারাকে) এহি বাবুলোগোঁকো ট্রেনিং ক্যাম্পমে লে যাও। তাহলে আপনারা যান ওর সঙ্গে।

ছেলেরা বেয়ারার সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

ক্যাপটেন—(বরফ জল পান করে) তাহলে তো আপনাদের একদিন ছুটি দিতে হয়। বাড়ীতে জানাতে হবে, তা ছাড়া, অন্য কোথাও মান-ভঞ্জনের পালা তো আছেই, কি বলেন ?

ভ্রূ কুঁচকে অমল ক্যাপটেনের দিকে তাকায়।

ক্যাপটেন—তা দাওয়াই হিসেব মন্দ হবে না। বাংলাদেশের মেয়ে তো, মিলিটারীর নাম শুনলে একেবারে মূর্চ্ছা যাবে, হা, হা, হা—(টেবিলের ওপর ঝুঁকে দু'টুকরো কাগজে লিখে) এই নিন, কালকের দিনটা আপনাদের ছুটী। পরশু সকালেই কিন্তু ট্রেনিং ক্যাম্পে রিপোর্ট করবেন।

অমল ও মধ্যবয়সী উঠে আসে।

ক্যাপটেন—(অমলের পিঠ চাপড়ে) সে আমরা বুঝতে পারি। বহু ছেলেকেই তো এখান দিয়ে পার করে দিলাম। সকলেই কি আর পেটের দায়ে মিলিটারীতে ঢোকে। প্রেমের দায়েও বড় কম আসে না। (কাগজ দুটী দুজনের হাতে দিয়ে) হাউয়েভার, আই উইস ইউ সাকসেস্।

কাগজ নিয়ে অমল আর মধ্যবয়সী নমস্কার করে।

ক্যাপটেন—ত্যাটস নট দা ওয়ে—হাউয়েভার, শেষবারের মত করে নিন। এর পর থেকে কিন্তু স্যালিউট। নাউ ইউ আর এ সোলজার।

অমল ও মধ্যবয়সী থতমত খেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়

ক্যাপটেন – (কেরাণীকে) মোর পাবলিসিটী অতুল বাবু -

সবেগে প্রস্থান।

—পর্দা—

প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

অমলের বাড়ী। মঞ্চ সজ্জা দ্বিতীয় দৃশ্যের মত। মোড়ায় বসে মিনি শান্তিপুরী শাড়ীখানা প'রে শতছিন্ন কাপড়খানা সেলাই করছে। থেকে থেকে বাইরের দিকে শুনছে। মেঝের ওপর বসে রিণি লুডো খেলেছে।

রিণি—(হঠাৎ উঠে) দিদি, মেজদা বুঝি আর আসবে না।

মিনি—কেন, কে বললে তোকে একথা ?

রিণি—তখন ঠাকমা বলছিল বাবাকে।

মিনি—না, কিছু বলেনি, তুই যা, খেলা করগে যা।

রিণি লুডোর সামনে বসে। হরিনামের ঝুলি হাতে ঠাকুমার প্রবেশ।

ঠাকুমা—হ্যাঁরা, অমি আসেনি ?

মিনি—দেখতেই তো পাচ্ছ, এসে কি লুকিয়ে আছে নাকি ?

ঠাকুমা—জানি না বাবা ! আমার মরণও হয় না—আর কতকাল যে এই সংসার-নরকে পড়ে থাকব তিনিই জানেন। (ধীরে ধীরে অপর দিকে যান)

মিনি—(উঠে পড়ে) মেজদা এলে আমায় ডাকিস রিণি।

মিনির প্রস্থান।

রিণি—মেজদা বুঝি রাগ করেছে ঠাকুমা— আর আসবে না বাড়ীতে ?

ঠাকুমা—কি জানি বাবা সবই তাঁর ইচ্ছে।

ননীবাবুর র‍্যাশন থলি নিয়ে প্রবেশ।

ঠাকুমা—হ্যাঁরা, কোথায় চললি ? ছেলেটার একটু খোঁজখবর কর।

ননীবাবু– কোন দরকার নেই আমার। ইচ্ছে হয় আসবে না হয় দূর হয়ে যাবে। (জুতো পরতে পরতে) এসব আমাকে জব্দ করার মতলব। জানে, ওর মা নেই, আমিই ছটফটিয়ে মরব। নিজেতো ড্যাঙডেঙিয়ে চলে গেল, কিন্তু আমাকে এ কি বাঁধনে বেঁধে গেল !

সবেগে প্রস্থান। ঠাকুমা মোড়ার ওপর বসেন।

রিণি—তোমরা সকলে মেজদাকে বকো কেন, ঠাকুমা ? মেজদা তো খুব ভাল।

ঠাকুমা—এই হল সংসার দিদি, এই হল সংসার। তুই যা, মিনিকে বল, অমির জন্যে যেন দুখানা রুটি বেশী ক'রে করে।

রিণি দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। ঠাকুমা উঠে বাইরের দিকে উঁকিঝুঁকি দেন। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ।

ঠাকুমা—ওই এসেছে। নারায়ণ ! নারায়ণ ! মুখ তুলে চাও প্রভু।

প্রস্থান। অমল ও ঠাকুমার প্রবেশ।

ঠাকুমা—অ রে, অ রিণি, পাখাটা নিয়ে আয় রে।

অমল—(জুতো খুলতে খুলতে) পাখা কি হবে ঠাকুমা ? ব্যাপার কি ?

ঠাকুমা - বাপের ওপর কি রাগ করতে আছে দাদা ! তোরা মা মরা ছেলেমেয়ে, তোদের বুকে করেই ওর জীবন।

অমল—তোমাদের কথাই রাখলাম ঠাকুমা। চাকরী জোগাড় করে তবে বাড়ীতে ঢুকেছি।

ঠাকুমা - তাই নাকি, তবে বুঝি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন এতদিনে।

অমল—এবার তাহলে কিছু দেবে তো ? বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

ঠাকুমা—অমন কথা মুখে আনতে নেই দাদা, তোরাই হলি অন্ধের যষ্ঠি। অরে অ মিনি, রিণি, বলি তোরা গেলি কোথা ? ছেলেটা তেতে পুড়ে এলো, তাকে খেতে দেতে দিবি না কি ? বলি ও মেয়েগুণো তোরা মরেছিস নাকি ?

সবেগে মিনির প্রবেশ।

মিনি—বাবারে বাবা, এমন চেঁচাও তুমি, কানের পোকা বেরিয়ে যায়। কি, হল কি ?

ঠাকুমা—দেখলি তো, আমাকে গেরাহ্যিই করে না, আমি যেন বাড়ীর দাসী-বাঁদী কি একটা। এত যে চেঁচিয়ে মলুম, তা কথাটা কানেও তুলল না !

মিনি – বুড়ি কি বলছিল মেজদা ?

অমল—আমাকে খেতে দিতে।

মিনি –ব্যাপার কি ! তোমার ওপর যে দরদ উথলে উঠল !

অমল—আমায় কিছু খেতে দে, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

মিনি বেরিয়ে যায়।

ঠাকুমা – শুনেছিস র‍্যা, অমির চাকরী হয়েছে। তা কবে থেকে কাজে যাবি ?

অমল—পরশু থেকে।

খাবার নিয়ে মিনির প্রবেশ, পেছনে পেছনে আসে রিণি।

ঠাকুমা—হ্যাঁরা অমি, তা মাইনে কত হল, পাকা চাকরী তো ?

অমল—উপস্থিত গোটা পঞ্চাশ, তা এক রকম পাকা বৈকি।

ঠাকুমা—হ্যাঁরা, রুটি আর একখানা দেবে নাকি, আর একটু পাটালী ?

মিনি–নাতির চাকরী হয়েছে শুনে খুব যে খাতির করছ। আর এতদিন কি করতে একটু ভেবে দেখতো! ওঃ তোমরা কি সাংঘাতিক মানুষ।

ঠাকুমা—তা ছুঁড়ি আমায় বলছিস কেন র‍্যা, তোর বাপকে বলতে পারিস না ? এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। যে গরু দুধ দেয়, তার চাঁট লোকে সহ্য করে। আমার মরণও হয় না।

প্রস্থান।

মিনি—এর মধ্যে মরবে কি, দাঁড়াও, এবার মেজদাও তো দুধ দেবে।

অমল – আঃ মিনি, কি হচ্ছে!

মিনি—তুমি জান না মেজদা, দিনরাত বাড়ীতে কি হয়!

সবেগে প্রস্থান।

অমল—(খাওয়া শেষ করে রিণিকে) তুই মুখখানা অমন করে রয়েছিস কেন ? আয়, আমার কাছে আয়। কি হয়েছে রে ?

রিণি—কিছু হয়নি তো।

অমল—তোর জন্যে লজেন্স আনিনি। জানিস, ইচ্ছে করেই আনিনি।

রিণি – আমার চাইনা লজেন্স।

অমল—যে চাকরী পেলাম, তাতে আর তোর জন্যে লজেন্স আনার প্রবৃত্তি হল না।

রিণি – সত্যি মেজদা তোমার চাকরী হয়েছে ?

অমল – হ্যাঁরে হ্যাঁ।

রিণি – (হাততালি দিয়ে) খুব ভাল হয়েছে। এবার আর কেউ তোমায় বকবে না, না ?

অমল—বোধহয় তাইরে রিণি,. আমি মিছেই ভয় পাচ্ছি। ভাবছিলাম সকলে ব্যথিত হবে। সে তো কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে। তারপর, টাকা যখন হাতে পড়বে, সব ব্যথার উপশম হয়ে যাবে।

রিণি—(ভয়ে কম্পিত স্বরে) মেজদা।

মিনির প্রবেশ।

মিনি—কোথায় তোমার চাকরী হল মেজদা?

অমল—(হাল্কা সুরে) মিলিটারীতে।

মিনি—কক্ষণো না। তুমি মিলিটারী? হতেই পারে না। মাগোঃ মিলিটারীতে তো যত সব ছোটলোক ভর্তি হয়।

অমল—শুধু ছোটলোক? বিশ্বাসঘাতকও (উঠে পড়ে) কিন্তু এরই মধ্যে হাজারেহাজারে লাখেলাখে ঢুকে পড়েছে মিলিটারীতে।

মিনি—কেন মেজদা।

অমল—অন্ন জুটছে না—তাদের কারও অন্ন জুটছে না। তাই তারা মিলিটারীতে ঢুকছে, তাই তারা বিশ্বাসঘাতক। আর যারা ব্ল্যাক-মার্কেট করছে, মিলিটারী কন্‌ট্রাক্ট নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে, বড়লাটের বাড়ী ধর্ণা দিয়ে ভিখিরীপনা করছে স্বরাজের নামে, তারা কিন্তু মহামানবই রয়ে গেল।

কড়া নাড়ার শব্দ। রিণি দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

মিনি—যাই বাবার জন্যে চায়ের জল চড়াই গে।

মিনির প্রস্থান। বাইরের দিকে চেয়ে অমলের সবেগে প্রস্থান। ননীবাবুর প্রবেশ। রিণি পাখা হাতে নেয়। ননীবাবু জামাজুতো ছেড়ে মোড়ার ওপর বসেন।

ননী—হ্যাঁরে, অমি ফিরেছে?

রিণি—হ্যাঁ বাবা অনেকক্ষণ।

ঠাকুমার প্রবেশ।

ঠাকুমা - ওরে ননী, অমির চাকরী হয়েছে রে।

ননী—না হবার তো কিছুই নেই, চেষ্টা করলেই হবে। ও তো আর আমার মুখ্যু ছেলে নয়।

ঠাকুমা - (রিণিকে) কই ডাক না অমিকে।

রিণি দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

ঠাকুমা—ওরে ননী, পাঁচ পয়সার বাতাসা যে আনতে হবে বাবা, হরি-লুটটা দিয়ে দিই।

ননী—তার অত তাড়া কিসের? অমির চাকরী তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

অমল ও রিণির প্রবেশ।

ননী—কবে জয়েন করতে হবে?

অমল—পরশু সকালে।

ননী—সকাল না তো সন্ধ্যেয় আবার কোন অফিস খোলে নাকি? কোথায় হল, এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়েছিস? মাইনে কত?

মিনি চা এনে ননীবাবুকে দিয়ে পাশে দাঁড়ায়।

অমল—মাইনে উপস্থিত ছাপ্পান্ন, পরে আরও বাড়বে।

ননী—একজন গ্রাজুয়েট হয়ে ছাপ্পান্ন টাকার চাকরী নিতে লজ্জা করল না? আর ওই টাকাতে সংসারেরই বা কতটুকু সুরাহা হবে?

অমল—আমার জন্যে সংসারের এক পয়সাও খরচ হবে না।

ননী - এ আবার কোন ধরনের চাকরী।

অমল—মিলিটারী চাকরী।

ননী - তার মানে!

অমল—আমি মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি।

ননী এঁ্যা, কি বললে, মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছ? তার মানে, তুমি সোলজার!

অমল – হ্যাঁ।

সকলে ননীবাবুর দিকে চেয়ে থাকে।

ননী—সত্যিই আমায় জব্দ করেছ। তোমার মার কাছে আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছ। (চায়ের কাপ ফেলে দিয়ে, অমলের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে) নাম কাটিয়ে দিয়ে আয় বাবা, আমি তোর বাপ – তোর হাতে ধরে বলছি, নাম কাটিয়ে দিয়ে আয়।

অমল – আমি বণ্ডে সই করেছি বাবা, আর কোন উপায় নেই!

ননী—কোন উপায় নেই, নিজেকে তুমি বিকিয়ে দিয়ে এসেছ! বাঃ বাঃ, চমৎকার, আমার ছেলে সেপাই, আমার গ্রাজুয়েট ছেলে ছাপান্ন টাকার সেপাই, বন্দুক ঘাড়ে করে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াবে রাস্তায় ঘাটে গুণ্ডামো, মাতলামো করে বেড়াবে। বেশ করেছ বাবা; বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ, আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ, তোমার নিজেরও মুখ উজ্জ্বল করেছ। (বেরিয়ে যেতে যেতে) বাঃ, বেশ করেছ বাবা, চমৎকার।

প্রস্থান।

ঠাকুমা—(অমলের ওপর আছড়ে পড়ে) একি করলি দাদা, একি সর্বনাশ করলি।

মিনি অমলের একটা হাত দু'হাতে চেপে ধরে; দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে। রিণি দৌড়ে গিয়ে মিনিকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে।

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক   প্রথম দৃশ্য

ট্রেনিং ক্যাম্প সংলগ্ন প্রাঙ্গণ। চারজন সৈনিক বসে ঘাস ছিঁড়ছে। পরণে তাদের ছাই রঙের হাফ্‌প্যাণ্ট, হাফ সার্ট, পায়ে বাদামী ক্যান্‌ভাস্‌ সু। (ট্রেনিং ক্যাম্পের সাধারণত এই পোষাক) ছোট সুটকেশ হাতে অমলের প্রবেশ। অমলকে দেখে প্রথম সৈনিক কাজ থামায়।

প্রঃ সৈনিক - ত্যাখ ত্যাখ, আরও একটা ভেড়া এসে জুটল রে! (উঠে দাঁড়ায়)

বাকী সকলে ঘুরে বসে হেসে ওঠে। অমল দাঁড়িয়ে পড়ে।

দ্বিঃ সৈনিক—(উঠে দাঁড়িয়ে) শুনছেন, ও দাদা, বলি যাবেন কোথায়?

অমল—মিলিটারী ট্রেনিং ক্যাম্পে।

বাকী দুজন উঠে দাঁড়ায়। সকলে সমস্বরে হেসে ওঠে।

দ্বিঃ সৈনিক—এইটাই, দাদা এইটাই।

অমল—তা এমন কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা কেন!

তৃঃ সৈনিক—কাঁটা তারের বেড়া দেখেই ঘাবড়ে গেলেন—এখনও তো ভেতরে ঢোকেননি।

বাইরে থেকে পদধ্বনি আসে। নেপথ্যে 'লেফ্‌ট্‌—রাইট্‌—লেফ্‌ট্‌।'

চঃ সৈনিক—ওইরে, শালা হাবিলদারটা আসছে। চলরে কেটে পড়ি।

চারজনের প্রস্থান। বেল্‌চা কাঁধে ছ'জন সৈনিক ও হাবিলদারের প্রবেশ।

হাবিলদার—স্কোয়াড হল্ট। পাঁচমিনিটকে লিয়ে বিরেক্‌ অফফ।

দাঁড়িয়ে, ডাইনে ঘুরে ছেলেরা ছড়িয়ে পড়ে। মাটীর ওপর বেলচা রেখে কেউ কেউ বিড়ি ধরায়, দুজন মাটিতে বসে। দুজন এগিয়ে যায় অমলের দিকে।

১নং—এ যে নতুন দেখছি।

২নং—(অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে) আসুন, আসুন, দাদা আসুন।

হাবিলদার—ও কৌন হ্যায় ? উসকো ইধর্ লাও। এই বাবু, ইধর্ আ।

অমল বিরক্তিভরে তাকায়।

২নং—চটে লাভ নেই দাদা, উনি হচ্ছেন হাবিলদার সাহেব, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা।

অমল, ১নং ও ২নং হাবিলদারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

হাবিলদার—ক্যা, রঙরুট হো ?

অসহায় ভাবে ২নং-এর দিকে তাকায়।

২নং—এসব হচ্ছে মিলিটারী ইংরেজী দাদা—রিক্রুট হয়ে দাঁড়িয়েছে রঙরুট।

অমল—জী সাব (ভাঁজ করা একটা কাগজ হাবিদারের হাতে দেয়)।

মাটিতে বসে থাকা ৩নং বেগে উঠে আসে।

৩নং—এই রে! ভাল বিপদ বাধিয়েছেন দেখছি! কাগজটা হয়তো উল্টো করে ধরবে! ওসব চাষআবাদ আছে নাকি বাছাধনদের! (মাটীতে বসে থাকা রজতকে) ওরে রজত, যা না বাপু, কাগজটা একটু ভিজিয়ে দে।

হাবিলদার—(উল্টেপাল্টে দেখে) ঠিক্ হ্যায়, রাহধারী দপ্তরমে দে দেও ঔর্ তুম্ আজ আপনা সামান্‌বগেরা ঠিক্ কর্ লেও (রজতকে) মুখার্জি, তুম্ ইধর আও, (রজত উঠে আসে) তুম্ ইস বাবুকো য়েক্ সীট্ ঠিক কর্ দেও, ঔর সব কাম সমঝা দেও।

রজত—ঠিক হ্যায় সাব

২নং—সাব বাস, এলেম আছে তোর রজত।

১নং—(উর্ধ্বমুখে জোড়হাত করে) জয় মা ধান্যেশ্বরীর জয়।

হাবিলদার—এইঃ, তুমলোগ ফল্ ইন্। (৩নংকে) তুম্ মুখার্জিকো বেলচা লে লেও।

রজত ও অমল বাদে সকলে বেলচা কাঁধে ফল্‌ইন্ করে।

হাবিলদার—স্কোয়াড, এ্যাটেন্‌শান্‌, রাইট্‌ টার্ণ, কুইক মার্চ

স্কোয়াড ও হাবিলদারের প্রস্থান।

রজত—(সুটকেশটা তুলে নিয়ে) আসুন আমার সঙ্গে।

অমল—আহা, তা আপনি কেন ওটা নিচ্ছেন ! ওটা আমায় দিন।

রজত - কেবল তো এই প্রথম দিনটার জন্যে। এরপর যখন এই খোলস (নিজের পোষাক দেখিয়ে) চড়াবেন, তখন মরে গেলেও কেউ আপনার দিকে ফিরে চাইবে না।

অমল—কেন !

রজত –ফৌজীশাস্ত্রের এই হল নিয়ম। যাক্‌, চলুন তো।

অমল—চলুন। (দুধাপ গিয়ে দাঁড়িয়ে) আপনাকে বুঝি এখনই ফিরে যেতে হবে।

রজত - ক্ষেপেছেন নাকি। সারাদিনের মধ্যে আর ওমুখো হচ্ছি না। সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি মশাই।

অমল—কিসের ব্যবস্থা ?

রজত—বুঝতে একটু সময় লাগবে বৈকি। আমিও মশাই পাক্কা একটি মাস জালে পানি পাইনি। তারপর না ঘাঁত-ঘোঁত সব বার করলাম। ওই হাবিলদারটা হচ্ছে আমাদের ব্যারাক কমাণ্ডার, ওকে খুশী রাখতে পারলেই আমার পোয়াবারো। মাঝে মাঝে এক আধ পাঁট খাওয়াই—দিনকাল আমার ভালই কাটছে। যাক্‌, চলুন, কাজগুলোতো আগে সেরে ফেলা যাক্‌।

উভয়ের প্রস্থান। দিবাকর ও সমরের প্রবেশ।

সমর—হ্যাঁরে দিবাকর, আমাদের এই ট্রেণিঙের কোর্স কতদিন রে ?

দিবাকর—কোর্স তো তিনমাসের। কিন্তু আসল ব্যাপার হল তদ্বির। তেমন তদ্বির যদি করতে পারিস, পরীক্ষা না দিয়েও তুই পাস হয়ে যাবি।

সমর—তা, তোর তো ছ'মাসের ওপর হয়ে গেল, তুই কেন পড়ে আছিস ?

দিবাকর—পাশ হয়ে লাভটা কি শুনি।

সমর—কেন ! পাশ করলেইতো সেকেণ্ড গ্রেড পাবি।

দিবাকর—তোকে বলেছে ! ওই শালা রিক্রুটীং অফিসার বলেছিল তো ? ও তো ছেলে ভুলোনো ছড়া বলে যায়। ওর আর কি, একটা ছেলেকে ভর্তি করতে পারলেই ওর পকেটে কর্‌করে তিনটা টাকা বকশিস্। দেখিসনি, কেমন দয়ার অবতারটী সেজে বসে আছেন।

অমল ও রজতের প্রবেশ। অমলের কাঁধে কম্বলের বোঝা।

রজত—ওরে দিবাকর, এই নে রে আর একজন নতুন আসামী।

সমর ও দিবাকর সস্মিত মুখে অমলের দিকে তাকায়।

রজত—ভদ্দরলোক এখানকার আইন কানুন জানতে চাইছেন—একটু বলে দেতো। (উত্তরের অপেক্ষা না করে) বুঝলেন দাদা, একটী কথা সব সময়ে মনে রাখবেন, আপনি হচ্ছেন একটী ভেড়া, ভীড় দেখলেই চোখ কান বুজে তার মধ্যে ভিড়ে পড়বেন। ব্যাস্, আপনাকে আর কোন মিয়াঁ ধরে ছুঁয়ে পবে না।

সমর—সত্যিই তোর মাথা আছে রজত।

রজত—আরে, মাথা আছে বলেই না কোন রকমে ম্যানেজ করে চলেছি। (অমলকে) আহা-হা, আপনি ওই মড়ার চ্যাগড়াগুলো ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ! নামান ওগুলো।

অমল বোঝাটা মাটীর ওপর ফেলে। একরাশ ধুলো ওড়ে।

দিবাকর—(মুখে হাত চাপা দিয়ে পেছিয়ে গিয়ে) আচ্ছা লোকতো মশাই, একটু কমনসেন্সও নেই।

রজত—ভারি আমার কমনসেন্সওয়ালারে। উনি একজন নতুন লোক,

কেমন করে জানবেন, তোমাদের ওই কম্বলগুলো দেড়মণ ধুলোয় ভর্তি !

দিবাকর—কিছু মনে করবেন না মশাই। রাগ কি আর সাধে হয়। শালারা মনে করে কি ! ইণ্ডিয়ানরা কি পরিষ্কার বিছানায়ও শুতে জানে না। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওই কম্বলটায় এর আগে অন্তত দুশো জন শুয়ে গেছে। কার কি ব্যামো ছিল কে জানে।

অমল চমকে হাত ঝাড়তে থাকে।

সমর—হাত ঝেড়ে আর কি করবেন বলুন, ওতেই তো শুতে হবে।

রজত - এক কাজ করুন, রোদ্দুরে কম্বলগুলো মেলে দিন—ডিসইন্‌ফেক্‌-টেড হয়ে যাবে।

কম্বল তুলতে গিয়ে অমল থমকে যায়, অসহায়ভাবে তাকায়।

দিবাকর - কি আর করবেন ভাই, ভেবে কোন লাভ নেই। এই-ই হল এখানকার ব্যবস্থা, আর এ ব্যবস্থা মানতে আমরা বাধ্য।

অমল মানতে বাধ্য, এমন হতেই পারে না। এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার সম্বন্ধে অফিসারদের জানালে নিশ্চয়ই একটা বিহিত হবে।

রজত—(জোরে হেসে) নতুন নতুন এইরকম মনে হবে অমলবাবু। আর কিছুদিন যাক্‌, তখন দেখবেন বিহিত করার কথা মনের ধারে কাছেও আসবে না।···যাক্‌, আপনি যেন আবার এদের সঙ্গে খেতে ছুটবে না। আপনার জন্যে ক্যান্‌টীন্‌ থেকে রাইসএ্যাণ্ড কারি নিয়ে এখনই আসছি। প্রথম বেলাটা এদের অল্‌ইণ্ডিয়া কারি আর ঘুঁটে ব্র্যাণ্ড রুটী নাইবা খেলেন। কি বল্‌ দিবাকর।

দিবাকর মুচকে হাসে। রজতের প্রস্থান।

সমর - ওই রজতটা আপনার সঙ্গে ভিড়ল কি করে।

অমল—কেন !

দিবাকর—হাবিলদার শালা ভিড়িয়ে দিয়েছে তো ?

অমল—কেন বলুন তো !

দিবাকর কি দরকার মশাই আমাদের কারও পেছনে চুকলি খেয়ে। কি বল্ সমর ?

সমর—সে তো বটেই। একটু সাবধান থাকবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন ! ·কি রে দিবাকর, তোর যে দেখছি খেয়ালই নেই ক'টা বাজল ?

দিবাকর—খুব আছে। কলুর বলদের খেয়াল না থেকে উপায় আছে, অমনি যে চাবুক পড়বে। আচ্ছা অমলবাবু, আবার বিকেলে দেখা হবে।

দিবাকর ও সমরের প্রস্থান। ক্ষণেক ইতস্তত করে কম্বল নিয়ে অমলের প্রস্থান। দু'হাতে দু'প্লেট ভাত নিয়ে রজতের প্রবেশ।

রজত—(এদিক ওদিক চেয়ে) গেল কোথায় আবার !

অমলের প্রবেশ।

রজত—আসুন অমলবাবু, খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক্। তাইতো, কোথায় বসে খাওয়া যায়। (প্লেট দুটো অমলের দিকে এগিয়ে ধরে) ধরুন তো—(অমলের হাতে দিয়ে সবেগে প্রস্থান ও তখনই দুখানি ইট নিয়ে প্রবেশ) আসুন, একটু আরাম করে বসে খাওয়া যাক্।

রজত ও অমল প্লেট সামনে নিয়ে ইটের ওপর বসে।

রজত—জানেন অমলবাবু, শুধু এই ক্যানটীনটার কারবার ফলাও করার জন্যে আমাদের লঙ্গরের রান্না এত খারাপ।

অমল—কেন !

রজত—কেন ? কারণ অতীব সরল। যাকে বলে ত্রিশক্তি অনাক্রমণ চুক্তি। ক্যান্টিন্ওয়ালা টাকা খাওয়ায় ক্যাম্প কমাণ্ডারকে খদ্দের পাওয়ার জন্যে। কিন্তু লঙ্গরের রান্না যদি ভাল হয়, তাহলে ছেলেরাই

বা ক্যানটীনে গিয়ে পকেট উজাড় করবে কেন! মৌকা বুঝে শালা কণ্ট্রাক্টর লঙ্গরে রদ্দি খানা দিয়ে মোটা লাভ করছে, আর ভাগ দিচ্ছে ক্যাম্প কমাণ্ডারকে। আর ক্যাম্প কমাণ্ডার দুদিক থেকে টাকা খেয়ে ছেলেদের ডাণ্ডার ডগায় ঠাণ্ডা রেখেছে। কেমন চমৎকার ব্যবস্থাটা বলুন তো?

অমল—কি সাংঘাতিক।

রজত—এই-ই হল এখানকার ব্যবস্থা অমলবাবু—এর কোন বিহিত নেই।...যাক্, খেতে সুরু করুন।

নীরবে দুজনে খায়। রজত অমলের দিকে আড় চোখে তাকায়।

রজত - আপনার ওসব চলে-টলে নাকি অমলবাবু।

অমল—কি সব!

রজত—এই ডব্লিউ স্কোয়ার আর কি।

অমল—না, আমার ওসব চলে না।

রজত—মিলিটারীতে ঢোকার আগে আমারই কি ওসব চলত নাকি! আরে মশাই, বিড়ি খাওয়ার পয়সা জুটত না, তা আবার মদ। কিন্তু এখানে ঢুকেই ধরে নিয়েছি। বেড়ে আছি মশাই। মাঝে মাঝে ওই শালা হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে যাই! ফাঁকি-ফুকি দিয়ে দিনকাল আমার ভালই কাটছে। কিন্তু আপনাদের মত ভাল ছেলেদের গতি কি হবে, তা জানেন?

অমল—কি হবে!

রজত—কি হবে! মরে যাবেন। পারবেন এখানকার এই কয়েদীর জীবন কাটাতে? পারবেন কুকুর বেড়ালের মত এদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ল্যাজ নাড়তে?...পারবেন না। কোন সহজ মানুষই পারে না। তখন ছুটবেন তো বিহিত করতে? ব্যাস্, কন্স্-

পিরেসি ফর্ মিউটিনি। একেবারে ফাঁসিতে লটকিয়ে দেবে—পাগলা কুকুরের মত গুলি করে মারবে।

অমল ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

রজত—তার চেয়ে চলুন, হাবিলদারের সঙ্গে কথা কইয়ে দিই। তারপর ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। (অমলের হাত ধরে) চলুন মাইরী, কথাটা কয়েই রওনা হয়ে পড়ি। মাল যা আছে একেবারে ফ্রেস্। কোন রোগ যে হবে না, আমি তার গ্যারান্টি। টাকা আপনাকে এখনই দিতে হবে না।

অমল—(ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে) ওঃ, এই জন্যেই বুঝি নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছেন! ছোটলোক কোথাকার!

সবেগে প্রস্থান।

রজত—(উঠে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে) ইডিয়ট—

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

ট্রেনিং ক্যাম্পের ব্যারাক। কয়েকটা খাটিয়া সার দিয়ে রাখা, তার ওপর কম্বল, মশারী ভাঁজ করে রাখা, তার ওপর মগ আর প্লেট। নেপথ্যে কলরব। উত্তেজিত দিবাকর, তার পেছনে সমর আর অরুণের প্রবেশ।

দিবাকর—দেখলি তো, রজত শালা কত বড় হারামী। (খাটিয়ায় বসে)।

অরুণ—হারামীর কি হ'ল! বল, কেমন ওস্তাদ, নিজের কাজটী কেমন গুছিয়ে নিলে।

অমলের প্রবেশ। খাটিয়ার পেছন দিকে বসে।

সমর শুধু রজতের দোষ দিলে চলবে কেন দিবাকর দোষ হচ্ছে আমাদের এই মধ্যবিত্ত জাতটার। আমরা যে কুত্তার জাত।

অরুণ – কুত্তার জাত মানে !

সমর—আলবৎ, আমাদের এই জাতটারই দোষ। বলুন তো বুকে হাত দিয়ে, রজতের রাস্তা ধরতে আপনার ইচ্ছে করছে কিনা ?

অরুণ কক্ষণো না, আপনার মত ইতর আমি নই।

কয়েকজনের নানান পোষাকে প্রবেশ।

সমর—এই তো মশাই, সত্যি কথাটাও স্বীকার করতে সাহস হল না।

সবেগে রজতের প্রবেশ—তার জামার বাঁহাতে 'ভি' আকারের সাদা ষ্ট্রাইপ।

রজত—আমি বারণ করে দিচ্ছি সমর, এসব আলোচনা যেন আর কথনো আমার কানে না আসে।

অমল দিবাকরের পেছনে এসে বসে।

দিবাকর—(রজতের জামার ষ্ট্রাইপটা ধরে) তুই থাম্ রজত, ষ্ট্রাইপ তো একটা লাগিয়ে নিয়েছিস। আর কি, তোর তো কেল্লা ফতে।

রজত—(সমরকে) আমার সম্বন্ধে কেউ কোন আলোচনা করতে পারবে না। আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি।

সমর—চোখ রাঙ্গিয়ে মুখ বন্ধ করবে নাকি ?

রজত – আলবৎ।

অমল—এতখানি ক্ষমতা একজন ল্যান্স-নায়েককে দেওয়া হয়নি।

দিবাকর—ছাথ রজত, তোর কেরামতি জানতে আর আমাদের বাকী নেই। যে উপায়ে তুই ল্যান্স-নায়েক হয়েছিস, সেই উপায়ে তুই হাবিলদারও হবি। এদিকে মাথা না ঘামিয়ে সেই ব্যবস্থাই করগে যা।

রজত—দিবাকর, খুব বেশী বাড়াবাড়ি করছ। মনে থাকে যেন, এটা মিলিটারী ব্যারাক্, তোমার বৈঠকখানা নয়।

থতমত খেয়ে দিবাকর পেছিয়ে যায়।

রজত—(অমলের মুখোমুখি হয়ে) এখানে একজন গ্রাজুয়েটের কদর একটা ঝাড়ুদার বা লাঙ্গরীর চেয়ে এক কাণাকড়িও বেশী নয়। এখানে কদর হচ্ছে এই ফিতের (ষ্ট্রাইপ দেখায়) বুঝলেন মশাই।

কয়েকজন হেসে ওঠে।

অমল—একজন গ্রাজুয়েটের কদর হয় মানুষের কাছে। মদের বোতল আর বেশ্যাবাড়ীতে নয়।

ছেলেদের মধ্যে অট্টহাসি। একজন বলে ওঠে, 'বড় জব্বর বলেছেন দাদা'।

রজত—(ক্রূর দৃষ্টিতে চেয়ে) আচ্ছা, সে মীমাংসা এখনই হয়ে যাবে।

সবেগে প্রস্থান।

দিবাকর—তাইতো, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে হয়ে গেল।

অমল, দিবাকর ও সমর ছাড়া সকলের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

দিবাকর—(অমলের হাত ধরে) আপনি কেন কথা কইতে গেলেন বলুন তো !

অমল—অন্য সকলের মত আমিও কথা বলেছি, তাতে হঠাৎ আমার ওপর ক্ষেপে ওঠার কারণ !

দিবাকর - সে আপনি বুঝবেন না অমলবাবু। গ্রাজুয়েট হয়ে কেন যে মিলিটারীতে ঢুকলেন ! কি করা যায় বলতো সমর ?

সমর—দ্যাখ দিবাকর, যা করলে অমলবাবু শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারেন, সে কাজ করতে আমি ওঁকে কিছুতেই বলতে পারব না।

দিবাকর—আমিই যত নষ্টের গোড়া···

নেপথ্যে মোটরে ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দ। দিবাকর বেগে বেরিয়ে যায় ও তখনি প্রবেশ করে।

দিবাকর—যাক্, এ যাত্রা বোধহয় আপনার ফাঁড়া কাটল অমলবাবু। ও, সি'তো চলে গেল।

সমর—(আড়ামোড়া ভেঙে) ও দিকে খানার সময়ও তো হয়ে এল। চলুন অমলবাবু, স্নান সেরে আসা যাক্।

অমল – আমি আজ আর স্নান করব না। আপনারা সেরে নিন।

দিবাকর—তাই চলরে সমর। ওঁকে একটু একলা থাকতে দে।

সমর ও দিবাকরের প্রস্থান। অমল পায়চারী করে। হাবিলদার মিত্তিরের প্রবেশ।

হাঃ মিত্তির—অমল কার নাম?

অমল – (চমকে) আমার নাম।

হাঃ মিত্তির—মনে করেছেন কি আপনারা ?…এরকম ছেলেমান্ষি করেন কেন !—আপনি না একজন গ্রাজুয়েট।

অমল—ছেলেমান্ষি মানে !

হাঃ মিত্তির—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেই বলে ছেলেমান্ষি। এখানে ওসব চলে না।

অমল - কিন্তু আমিতো কোন অন্যায় করিনি। কথায় কথায় কথা কাটাকাটি হয়েছে, এতো আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

হাঃ মিত্তির—ব্যক্তি-ফ্যক্তি এখানে কিছু নেই মশাই। এখানে একদল হুকুম করবে আর অন্যদল মুখ বুজে হুকুম তামিল করবে। …যাক, অল্পের ওপর দিয়ে আপনার ফাঁড়া কেটেছে। অনেক বলে কয়ে শেষপর্যন্ত শুধু ট্রান্সফারে রাজি করিয়েছি। হুকুম হয়েছে, আপনি এখনই, এই মুহূর্তে ট্রেনিংক্যাম্প ছেড়ে কোম্পানিতে চলে যাবেন।

অমল—আমার বিচার হয়ে গেছে !

হাঃ মিত্তির হ্যাঁ অমলবাবু, এখানকার রীতিই এই।…এই নিন আপনার মুভমেণ্ট অর্ডার।

এক টুকরো কাগজ দিয়ে সবেগে প্রস্থান। অমল পায়চারী করে। দিবাকর ও সমরের পুরো পোষাক, হাতে খাতা নিয়ে প্রবেশ।

দিবাকর—এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্লাসে যাবেন না ?

অমল—আমার ওপর হুকুম হয়েছে, এখনই, এই মুহূর্তে কোম্পানিতে চলে যেতে হবে।

সমর—আপনার বিচার হয়ে গেছে !

দিবাকর—আপনাকে তো একবার ডেকেও পাঠাল না '

অমল তার দরকারটাই বা কি। রজত যে ল্যান্স-নায়েক, তার কথার আবার যাচাই কি।

সমর—তা হলে রজতেরই জয় হল !

দিবাকর—তাইতো দেখছি। (হঠাৎ অমলের দু'হাত ধরে) আপনার জন্যে আমরা কিছুই করতে পারলাম না অমলবাবু।

খন্ খন্ করে ঘণ্টা বেজে ওঠে।

দিবাকর—(অমলের হাত ছেড়ে দিয়ে) চলরে সমর, ঘণ্টা যে পড়ে গেল।···আচ্ছা অমলবাবু—

দিবাকর এগিয়ে যায়।

সমর—(হঠাৎ অমলের দু'কাঁধ ধরে) যদি কোন উপায় থাকত অমল-বাবু, আপনার এ শাস্তির ভাগ আমি নিতাম।

অমল সমরকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

পর্দা

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

কোম্পানি ক্যাম্পঃ ল্যান্স নায়েক দত্তর প্রবেশ, হাতে একটা খাতা।

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—অমলবাবু, অমলবাবু—

অমলের প্রবেশ। পরণে খাকি হাফ্‌প্যান্ট—পায়ে বুট, হোস্‌ টপ্‌, পট্টী, মাথায় শোলার হ্যাট্‌। কোম্পানির সকলেরই এই পোষাক।

অমল—আমায় ডাকছেন নায়েক সাহেব।

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—(অমলের টুপি সোজা করে বসিয়ে দিয়ে) এখানে কোন রকম ঢিলেমি চলবে না অমলবাবু। সব সময়ে আপনাকে টিপ্‌টপ্‌ থাকতে হবে।

অমল—সে তো থাকতেই হবে। কিন্তু এখানকার নিয়ম কানুন তো আমি জানিনা।

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—সেই জন্যেই তো ডাকছি। শুনুন। আজ থেকে আপনার রীতিমত সৈনিক জীবন সুরু হল। প্রথমে শুনুন প্রোগ্রাম। (খাতা খুলে চোখ রেখে) সকাল পাঁচটায় রিভেলি। ছ'টা থেকে সাতটা পি, টি। সাড়ে সাতটা থেকে এগারোটা প্যারেড। সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটা খানা। বারোটা থেকে একটা রেষ্ট। একটা থেকে তিনটে টেকনিক্যাল ক্লাস। সাড়ে তিনটে থেকে চারটে বৈকালিক চা। চারটে থেকে পাঁচটা গেম্‌স্‌। ছ'টা থেকে সাতটা রাতের খাওয়া। ন'টায় রোল কল্‌। দশটা পনেরো মিনিটে লাইট্‌-আউট্‌।

অমল—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তারপর ?

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—প্রোগ্রাম শুনেই হাঁপিয়ে উঠলেন। এখনও তো হুকুম শোনেন নি। প্রথম দফা হচ্ছে, আউট্‌ অফ বাউণ্ডস্‌, ক্যাম্পের আশেপাশে যত বস্তি, সহরের সমস্ত বেশ্যালয় আর সিভিলিয়ান কোয়ার্টার, সর্বত্র গতিবিধি নিষিদ্ধ।

অমল—সমস্ত সিভিলিয়ান কোয়ার্টার! আমার নিজের বাড়ীতেও যেতে পারব না।

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—আমি ল্যান্স নায়েক, হুকুম শোনান আমার কাজ, তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা আমার কাজ নয়! দ্বিতীয় দফা হচ্ছে ক্যাম্প ডিসিপ্লিন্‌; সর্বদা ইউনিফর্ম পরে থাকতে হবে, মাথায়

সব সময় টুপি রাখতে হবে, সকল অফিসারকে সকল সময়েই সেলাম করতে হবে।

অমল—একই অফিসারকে একই দিনে যতবার দেখব, ততবারই সেলাম করব!

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—এই তো, একটু একটু বুঝতে পারছেন দেখছি। তার-পর তৃতীয় দফা—ক্যাম্পের মধ্যে মাদকদ্রব্য আনা বা রাখা নিষিদ্ধ। মদ খাওয়া মঞ্জুর, কিন্তু মাতাল হওয়া দণ্ডণীয়।

অমল—মদ খেতে পারবে, অথচ মাতাল হতে পারবে না—এ আবার কি রকম হুকুম!

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—একে বলে মিলিটারী হুকুম। আর এ হুকুম মানার কায়দা জানেন তো? আঁখ খুলো, কান খুলো, মুহ মত্ খুলো। মানে হচ্ছে, চোখ দিয়ে কাজ দেখে নিন, কান দিয়ে শুনে নিন, কিন্তু মুখ দিয়ে রা'কাটা নৈব নৈবচ।

রসিদের প্রবেশ।

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—কি রসিদ, প্যারেড শেষ হয়ে গেল?

রসিদ—হ্যাঁ নায়েক সাহেব।

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—তোমাদের তাঁবুতে ইনি থাকবেন। সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিও—বুঝলে?

প্রস্থান।

রসিদ—আজ এলেন বুঝি?

অমল—হ্যাঁ।

রসিদ—চলুন, খানা সেরে আসা যাক!...আপনি মোটে ঘাবড়া-বেন না—সব আমি বাত্‌লে দেব।

দু'জনের প্রস্থান। বাঁড়ুয্যেদা, সুরেশ ও নবীনের প্রবেশ।

সুরেশ—ও দাদা, আবার এই মাঠের মাঝে কেন!

বাঁড়ুয্যে—তা না তো কি এই দুপুর রোদ্দুরে ওই তাঁবুর মধ্যে সেদ্ধ হয়ে যাব। আয়, গাছতলায় বসা যাক, তবু একটু হাওয়া লাগবে, তবে না নেশা জমবে।

নবীন—কিন্তু দাদা, কেউ যদি দেখে ফেলে ;

বাঁড়ুয্যে–(ভঙ্গি করে) অমনি কল্কেটা তার দিকে এগিয়ে ধরবি। ওরে, এই ছোট কল্কেতে দেবাদিদেব মহাদেবও তুষ্ট, আর এরা তো ছার এন্-সি-ও।

তিনজনে বসে।

বাঁড়ুয্যে–(বুক পকেট থেকে গাঁজার কল্কে বার করে মুখে ধরে) নেরে, দেশলাইটা ঠুকে দে।

সুরেশ দেশালাই জ্বালে—বাঁড়ুয্যে টান দিতে থাকে।

নবীন–(টান চরমে ওঠার মুখোমুখি) আর না দাদা, ফেটে যাবে।

বাঁড়ুয্যে—নে রে নবনে, তোর কথায় এবারকার মত ছেড়ে দিলাম।

নবীন—এই সুরেশ, তুই আগে নে, এখনো তো তুই পোক্ত হলি না।

অমলের প্রবেশ—থমকে দাঁড়ায়।

সুরেশ—না ভাই, আমি খাব না। বড় কাশি হয় আর গা বমি করে।

বাঁড়ুয্যে—খাবি না মানে! তাহলে লড়াই করবি কি করে। আর দুদিন বাদে যে লড়াইয়ের মাঠে যেতে হবে, সে খেয়াল আছে। (অমলকে দেখে) কি ভাই নতুন এলে বুঝি। বেশ, বেশ। তা চলে নাকি ?

অমল—আজ্ঞে না।

বাঁড়ুয্যে—কি জানি ভাই। নতুন এসেছ, জিজ্ঞেস করা আমার কর্তব্য। এটা না চলে, অন্য রকম যদি চলে, ব’ল ভাই, সব রকম ব্যবস্থাই আমার কাছে আছে।

রসিদের প্রবেশ—অমলের পাশে দাঁড়ায়।

রসিদ—মানুষ দেখেও বোঝেন্ না দাদা। নিন, এবার শুয়ে পড়ুন।

বাঁড়ুয্যে—ঠিক বলেছিস ভাই। ফাঁক যখন পেয়েছি, তখন বসেই বা থাকি কেন। একেবারে শুয়ে পড়ি। নে রে শুয়ে পড়।

তিনজনে শুয়ে পড়ে।

রসিদ চলুন, আমরা ওই ধারটায় গিয়ে বসি।

রসিদ ও অমল খানিকটা এগিয়ে বসে।

রসিদ - এই যে ওরা শুলো, এখন মড়ার মত ঘুমোবে। হুইসিল পড়লে আবার ওদের ডেকে নিয়ে যেতে হবে।

অমল অন্যমনস্কভাবে অন্যদিকে চেয়ে থাকে।

রসিদ—বাড়ীর জন্যে মন খ.রাপ লাগছে? কতদিন ভর্তি হয়েছেন।

অমল—নাঃ, এই তো বড় জোর দিন দশেক।

রসিদ—আর আমি, দেখতে দেখতে তিনটী মাস কেটে গেল। কত ঝামেলা যে আমার ওপর দিয়ে গেল।

অমল - কি রকম?

রসিদ—এই তো মাত্র তিন দিন হল কয়েদ থেকে খালাস পেয়েছি। শুধুমুধু আমারে আঠাশ দিন কয়েদ খাটালো!

অমল—কেন! তুমি কি করেছিলে?

রসিদ—এদের এই জুলুমের রাজত্বে আমার মত মানুষ আর কি করতে পারে! শুধু আমার হক্ তলব চেয়েছিলাম।

অমল—শুধু এই জন্যে!

নেপথ্যে হুইসিল্। রসিদ বাড়ুয্যেদাদের ঠেলাঠেলি করে ডাকে। সকলের প্রস্থান। খগেন, পাঁচকড়ি ও স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ—যাক্ বাবা খুব কেটে পড়া গেছে। কে বাবা ওই আনাড়ি-দের সঙ্গে ফুটবল খেলে হাত পা ভাঙ্গবে!

পাঁচকড়ি—এ শালাদের সব তাতেই জুলুম। ওই তো একটা ফুটবল, ওই নিয়ে কি কোম্পানির পাঁচশো লোকই খেলবে নাকি!

খগেন—সকলের তো খেলার দরকার নেই। যারা খেলবে না তারা গালে হাত দিয়ে বসে থাক।

বেগে সুনীলের প্রবেশ।

সুনীল—ওরে খগেন, শুনেছিস, কোম্পানি নাকি কালই মুভ করছে।

খগেন—এ্যাঁ, কালই!

পাঁচকড়ি—কেন বাবা গুল্ ঝাড়ছ।

স্বরাজ—নারে পাঁচকড়ি, গুল নয়—কোম্পানি সত্যিই মুভ করছে।

সুনীল—কোথায় যাচ্ছে, জানিস নাকি?

স্বরাজ—জানলেও বলা উচিত নয়।

খগেন—কেন!

স্বরাজ—কেন কিরে! এই হচ্ছে সিকিউরিটি—মিলিটারির সবচেয়ে বড় অস্ত্র। জান্ যাবে তবু মুখ খুলবে না।

সুনীল—আমরা তো আর বাইরের লোক নই, আমরাও জানতে পারব না!

স্বরাজ—না। জানিস তো দেয়ালেরও কান আছে। বলতে পারিস, জি, পি, ও'র রং বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনই টোকিও রেডিও থেকে সে খবর দেয় কি করে?

থতমত খেয়ে সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

পাচকড়ি—যা যা, তোকে আর বলতে হবে না। গুল্‌বাজি করার আর জায়গা পায় না!

সবেগে প্রস্থান। খগেন যাওয়ার উদ্যোগ করে।

স্বরাজ—আরে শোন, শোন। আয়, আরও কাছে আয়। আর দ্বিতীয় কাকেও বলিস নি কিন্তু। আমরা যাচ্ছি নর্থ আফ্রিকায়। এখান থেকে রওনা হয়ে বম্বে—বম্বে থেকে সোজা বেনগাজি।

স্তব্ধভাবে খগেন ও সুনীল চেয়ে থাকে।

স্বরাজ—মন খারাপ করে আর লাভ কি বল্। চল্, গেমস্ তো হয়ে গেছে।

সকলের প্রস্থান। বাঁড়ুযোকে ধরে নবীন ও সুরেশের প্রবেশ।

সুরেশ—হ্যাঁ দাদা, বেনগাজি গেলে তোমার কি উপায় হবে ?

বাঁড়ুয্যে—উপায় একটা হবেইরে। বুঝলি না ; যে খায় চিনি যোগান চিন্তামনি।

নবীন—সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু বৌদির কি বন্দোবস্ত করছ ?

বাঁড়ুয্যে—কেন ভাই, তোমার বৌদিকে তো বলে দিয়েছি, যে কদিন আমি মিলিটারিতে আছি, সে কদিনের জন্যে যেন কাউকে জোগাড় করে নেয়।

সুরেশ বল কি দাদা, তুমি যে দেখছি একেবারে মহারাজ পাণ্ডু !

বাঁড়ুয্যে—কেন, তোমার বৌদি বুঝি মানুষ নয় ! তার বুঝি আর রক্তমাংসের শরীর নয় ! আর আমরাই বা কোন সতিটী আছি।

নবীন—তা, তোমার কথা শুনে বৌদি কি বললে ?

বাঁড়ুয্যে—ওই তো দোষ, বলে না তো কিছুই, কেবল কাঁদে।

নেপথ্যে হুইসিল, সঙ্গে সঙ্গে হাঁক 'রোল্ কলকে লিয়ে ফল্ ইন্।' অমল, রসিদ ও আরও অনেকের প্রবেশ। তিনজনের সারি দিয়ে ছেলেরা দাঁড়ায়। বাঁড়ুয্যে মাঝামাঝি দাঁড়ায়। হাবিলদার মুখার্জির প্রবেশ।

হাঃ মুখার্জি—রোল্ কল্, এ্যাটেন্-শান্—

বাঁড়ুয্যে আড়ষ্ট হয়ে বেঁকে দাঁড়ায়।

হাঃ মুখার্জি—(বাড়ুয্যের সামনে গিয়ে) মদ গিলেছো তো ?

বাঁড়ুয্যে – কিন্তু মাতাল হইনি স্যার্

অনেকে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

হাঃ মুখার্জি—এইঃ, খামুশ—

সকলে চুপ করে।

হাঃ মুখার্জি—শুনো জওয়ান্, আমাদের কোম্পানি কাল এখান থেকে মুভ করছে। তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, কোথায় আমরা যাচ্ছি। কিন্তু, খোদ্ মেজর সাহেবও সে কথা জানেন না। মিলিটারীতে সৈন্য চলাচল সবচেয়ে গোপনীয় ব্যাপার।...কাল পি, টি হবে না। একেবারে সাতটায় ফেটীগ ড্রেসে ফল্ ইন করবে।...রোল্ কল্—ডিস্ মিস্।

সবেগে প্রস্থান। ছেলেরা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে গুঞ্জন পরে কলরব। অমল ও রসিদ ছাড়া সকলের প্রস্থান। হঠাৎ রসিদ অমলের হাত ধরে এক পাশে নিয়ে যায়।

রসিদ—বেনগাজি কোথায় অমলবাবু ?

অমল—কেন।

রসিদ—আমরা তো সেখানেই যাচ্ছি। সত্যি নাকি অমলবাবু ?

অমল—তা, আমি কেমন করে জানব বল!

রসিদ—আপনি কিছু শোনেন নি ?

অমল—শুনছি তো অনেক কিছুই। তা মিলিটারীতে যখন ঢুকেছি, তখন যেখানেই এদের দরকার সেখানেই নিয়ে যাবে।

রসিদ—আপনার বাপ-মা এ খবর শুনলে কি করবেন, একবার ভাবুন তো।

অমল—কিন্তু, সে কথা শুনছে কে—আমরা যে বণ্ডে সই দিয়েছি।

রসিদ—আপনি তাহলে যাবেন ?

অমল—না গিয়ে উপায় নেই রসিদ।

রসিদ—(অমলের মুখের দিকে ক্ষণেক চেয়ে থকে) আমি কিন্তু—

সবেগে প্রস্থান।

অমল—(রসিদের পেছন পেছন যেতে যেতে) রসিদ—রসিদ—

পর্দা

রেলওয়ে ষ্টেশন সংলগ্ন মাঠ। স্ক্রীনের গায়ে একপাশে অনেকগুলো বিছানার বোঁচকা স্তূপাকার করা। ফুল্ ইউনিফর্ম—পিঠে প্যাক্, দুই কোমরে হ্যাভার স্যাক্ আর ওয়াটার বটল্ ঝুলিয়ে বিছানার বোঁচকার ওপর বসে আছে অমল, অনন্ত, খগেন ও পাঁচকড়ি। (এই দৃশ্যে সব সৈনিকেরই এই একই পোষাক।)

পাঁচকড়ি—ক্যাম্প থেকে টেনে এনে হঠাৎ এই মাঠের মাঝখানে বসিয়ে রাখলে কেন বলতো !

খগেন—আর কেন, পাছে ওখানে এসে বাড়ীর লোক দেখা করে।

অনন্ত—দুনিয়ার কারও সঙ্গে কি কোন সম্পর্কই রাখতে দেবে না !

অমল কাঁধ কোঁচকায়। সকলে চুপ করে যায়। স্বরাজ, শিবেন ও সুনীলের প্রবেশ।

স্বরাজ - শুনেছিস—আরও পাঁচজন !

খগেন—আরও পাঁচজন কি !

শিবেন—কি আবার, পাখি হয়ে উড়ে গেছে।

খগেন—পালিয়েছে ?···সাব্বাস্—রসিদ কি পথটাই বাতলিয়েছে।

পাঁচকড়ি—অত বাড়াবাড়ি করিস নি খগেন। জয়ন্তর ব্যাপারটা এরই মধ্যে ভুলে গেলি !

সুনীল—তা বাপু, জয়ন্তরই বা কি দরকার পড়েছিল ওই সব কুত্তা-টুত্তা বলার।

খগেন—জয়ন্ত মেজর সাহেব সম্বন্ধে একটা কথাও বলেনি। বরং কুত্তা সে বলেছিল আমাকে আর পাঁচকড়িকে। এতে মেজর সাহেবের এত ক্ষেপে যাওয়ার কি হল !

অমল—তা একটু হল বৈকি। জয়ন্ত যে রসিদের ওপর জুলুমের কথাও বলেছিল।

খগেন—সেই জন্যে একটা মানুষকে মারবে! আর ওই ভাবে!

পাঁচকড়ি—মারলেই বা করছ কি তুমি? এই তো, ওদেরই হেপাজতে চলেছি যে কোন্ চুলোয় কে জানে!

অনন্ত—কোথায় আবার, যমের দক্ষিণ দোরে!

স্বরাজ বাইরের দিকে খানিকটা এগিয়ে লক্ষ্য করে।

স্বরাজ—ওরে শিবে, ওই দেখরে।

সুনীল—(কাছে গিয়ে) কিরে, কি মাইরী।

শিবেন—আরেঃ, এই দিকেই যে আসছে।

খগেন ও পাঁচকড়ি উঠে যায়।

শিবেন—এইঃ, ওরকম ভীড় করে তাকাস নি, কি মনে করবে!

দুজন যুবতী সামনে দিয়ে হেঁটে যায়।

সুনীল—খাসা মাল মাইরী!

স্বরাজ—ডেকে জিজ্ঞেস করলে হত, কাকে খুঁজছে।

খগেন—তাতে আর লাভটা কি! দেখ, হয়তো মেজর সাহেবের ইয়ে—

পাঁচকড়ি—দূর, এ যে অনেক ছেলেমানুষ, ওই শালা বুড়োর সঙ্গে পট্ খাবে কেন!

সুনীল—মেয়েদের আবার পট খাওয়া! পয়সা থাকলে আশি বছরের বুড়োর গলায়ও লটকে পড়ে।

পাঁচকড়ি—কক্ষণো না, তারা লটকে পড়ে না, তাদের লটকিয়ে দেওয়া হয়! এই যেমন আমরা মিলিটারীতে ঢুকেছি। লোকে মনে করছে, মজা লুটবার জন্যে আমরা সোল্‌জার হয়েছি। কিন্তু আমাদের জ্বালা আমরাই জানি।

নেপথ্যে হুইসিল্। হাঁক, 'চা'কে লিয়ে ফল ইন্।' অমল ও অনন্ত বাদে সকলের প্রস্থান।

অনন্ত—আচ্ছা, এতটা পথ যে আমরা হেঁটে এলাম, তা কেউ তো একটু আহা-উহু করল না! আমরা চলেছি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে, সে তো এদেরই বাঁচাতে।

অমল—সে ভরসা এরা আমাদের ওপর রাখে না অনন্তবাবু। এরা মনে করে, বৃটীশের রাজত্ব বাঁচাতেই আমরা সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছি।

চায়ের মগ হাতে খগেন পাঁচকড়ি, স্বরাজ, শিবেনের প্রবেশ।

পাঁচকড়ি - নাও, ওসব বেনগাজি-টেনগাজি বাজে কথা। আসলে আমরা যাচ্ছি আসামে।

অনন্ত—তাতে আর তফাৎটা কি হল পাঁচকড়ি। মরতে যখন হবেই, তখন জাপানী আর জার্মান দুই-ই সমান।

নেপথ্যে কোলাহল। জমাদার একজনের শার্টের কলার ধরে টানতে টানতে প্রবেশ।

জমাদার—মিলিটারীতে ঢোকার সময় মনে ছিল না! এখন ব্লাডি চোরকা মাফিক্ ভাগতা হ্যায়? ঘরমে ক্যা বহৎ রূপেয়া জমা হো গয়া?

ছেলেটী—(ঝুলে পড়ে জমাদারের পা ধরবার চেষ্টা করে) আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব। তোমার বহুত ভাল হবে। আমার বড় ডর্ লাগছে।

জমাদার কলার ছেড়ে দেয়। ছেলেটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

জমাদার—আটাশ দিন কয়েদ খাটলে সমস্ত ভয়ডর কেটে যাবে। (অমলদের দিকে চেয়ে) এইঃ, দো আদমী।

স্বরাজ ও শিবেন উঠে আসে।

জমাদার গার্ড কমাণ্ডারের কাছে একে হ্যাণ্ড-ওভার্ করে দাও।

প্রস্থান। ছেলেটী ফুঁপিয়ে কাঁদে। স্বরাজ বসে তার পিঠে হাত রাখে।

স্বরাজ—ওঠরে, চল্—

ছেলেটী—(উঠে) আমার বড় ভয় করছে ভাই।

স্বরাজ—ভয় করলে কি আর যমে ছাড়ে! চল্—

স্বরাজ, শিবেন ও ছেলেটীর প্রস্থান।

খগেন—তবুও শালারা আশা করে, জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা ওদের জেতাব!

পাঁচকড়ি—লড়াই করবে না ছাই! আমি তো বেঁটে মামাদের দেখলেই হাত তুলে দাঁড়াব।

ম্রিয়মান মুখে সকলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ বিছানার ওপর কাৎ হয়।

অনন্ত কি ভাবছেন অমলবাবু?

অমল—কি আর ভাবব অনন্তবাবু। কি মনে করেছিলাম, আর কি হয়ে গেল! কত সাধ, কত আশা ছিল, আর আজ শুধু মরণের দিন গুণছি। কিছুই হল না অনন্তবাবু, এ জীবনে কিচ্ছু হল না।

আবার চুপচাপ। মেজরের প্রবেশ। ছেলেরা চমকে উঠে দাঁড়ায়।

মেজর—কি, মন খারাপ লাগছে?

পাঁচকড়ি—না স্যার্, না স্যার্—

মেজর—না কেন, খারাপ তো লাগবারই কথা। এই যে চললাম, আবার কবে ফিরব কে জানে!...এক কজ কর, তোমরা একটা গান গাও—মনটা ভাল লাগবে।

পাঁচকড়ি—গান তো জানি না স্যার্—

মেজর—তোমাদের সেই মার্চিং সঙটা গাওনা—

ছেলেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে

পাঁচকড়ি—(গান ধরে) বুইড়া কালে নূপুর দিছি পায়—

বেসুরো হয়ে যায়, থেমে পড়ে।

মেজর—বেশ তো, তোমরা সকলে মিলে ধর।

সকলে— বুইড়া কালে নূপুর দিছি পায়,
মাগো মা, ঝিগো ঝি,

কই গেলি গো বোন দিদি,
দ্যাখতে আমায় ক্যামন্ দ্যাহা যায়।

আরও সৈনিক প্রবেশ করে। মেজর সকলকে গান গাইতে ইশারা করে। গান ক্রমশঃ জমে ওঠে। মেজর ডুজন বরে তিন সারি ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারা গানের তালে তালে মার্চ করে। মেজর হেঁকে চলে, 'লেফট-রাইট-লেফট—এ্যাবাউট টার্ণ।

সকলে— হোগল কুসুম ফুইট্যা রইছে,
যমুনার জল উজান বইছে,
এমন চাঁদিনি রাতে পরাণড়া মোর কিডা চায়,
দ্যাখতে আমায় ক্যামন দ্যাহা যায়।

তিনজনের সারিতে বিছানা কাঁধে সৈন্যদল ট্রেঞ্চের সামনে দিয়ে প্রবেশ করে মার্চ করে বেরিয়ে যেতে থাকে। গান চলে। ট্রেঞ্চের ছেলেরা বিছানা কাঁধে তোলে। পর্দা পড়ে। গান ও পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আমিনগাঁও ষ্টীমার ঘাট। একজন প্রৌঢ়া বিধবা ও একজন সধবার কোলে সাত আট বছরের একটী মেয়ে। বছর চল্লিশ বয়সের এক ভদ্রলোক অস্থির ভাবে পায়চারী করেন—চুল রুক্ষ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। জামা কাপড় সকলেরই ছেঁড়া আর ভীষণ ময়লা। থেকে থেকে নেপথ্যে ট্রেণ সান্টিঙের শব্দ।

ভদ্রলোক—(থেমে পড়ে) শেষে কি পাড়ে এসে নৌকো ডুববে। (পায়চারী)
প্রৌঢ়া—হ্যাঁ বৌমা, এখানেও বোমা পড়ছে নাকি?
সধবা—না মা, এখানে কোন ভয় নেই। এবার কলকাতায় যাব।
ভদ্রলোক—কলকাতায়ই যাবে বটে! এখনও আশা···দেখছো তো আজ

তিনদিন ধরে কি ভাবে চেষ্টা করছি! ···কিন্তু তোমাদের সকলকে নিয়ে যে কেমন করে ট্রেণে উঠব!···ভেবেছিলাম, আমিন গাঁয়ে যখন পৌছান গেল, তখন সুবন্দোবস্ত একটা হবেই।··কিন্তু তোমাদের জন্যে কি আমিও মরব! এই মড়ার গাদায় ডাগা পচে মরব!·না, না, কিছুতেই না। মা, বোন, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ফেলে সকলেই তো পালাচ্ছে। তবে আমি কেন মরতে যাই!

সধবা—আবার তুমি পাগলের মত বকতে শুরু করেছ। সেই কখন থেকে বলছি, দেখনা একটু চেষ্টা করে। এমন একটা শহর, এখানে কি এক ফোঁটা দুধও পাওয়া যাবে না!

প্রৌঢ়া—অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন বৌ, বাড়ীতে গিয়ে না হয় খাবেখন।

ভদ্রলোক—ঠিক বলেছ মা. বাড়ীতে গিয়েই খাবে, একেবারে যমের বাড়ী গিয়ে সাধ মিটিয়ে খাবে।

অমলের প্রবেশ। ধীরে ধীরে হেঁটে যায় সামনে দিয়ে।

সধবা—কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে তো। ভগবান যখন ওকে আমাদের কোলে দিয়েছেন, তখন যে কোন উপায়েই হোক ওকে বাঁচাতেই হবে—না হলে মিনু আমার স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না। (অমলকে দেখে) ওগো শুনছ, দেখনা ওই সেপাইটাকে বলে—

অমল বারেক থমকে বেগে প্রস্থান।

সধবা - চলে গেল যে—

ভদ্রলোক—(এগিয়ে গিয়ে) ও সেপাইজী, থোড়া শুনিয়ে তো।

অমলের প্রবেশ।

অমল—(মাথা থেকে টুপি নামিয়ে) বলুন।

ভদ্রলোক—আপনি! তুমি বাঙ্গালি?···একটু দুধ দিতে পার ভাই—না হলে মেয়েটা যে মরে যাবে।

অমল—একটু যদি অপেক্ষা করেন, চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ভদ্রলোক—চেষ্টা করবে তো? তুমি চেষ্টা করলেই হবে। সবই তো এখন তোমাদের হাতে। কিন্তু টাকাতো আর বিশেষ নেই।

অমল—টাকা লাগবে না। আপনি না হয় আসুন আমার সঙ্গে।

ভদ্রলোক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল। (সধবাকে) ওগো শুনছ, তোমরা এক কাজ কর। ওয়েটিং রুমের চালাটার তলায় গিয়ে বস—আমি এখনই আসছি। (অমলকে) তেমন দেরী হবে নাতো ভাই।

অমল—না না, মোটেই না।

সধবা, প্রৌঢ়া ও মেয়েটীর প্রস্থান।

অমল—ওটি তাহলে আপনার মেয়ে নয়! ওকে কোথায় কুড়িয়ে পেলেন?

ভদ্রলোক—না, না, কুড়িয়ে পাইনি, ভগবান দিয়েছেন। ওঃ, সে এক বিরাট কাহিনী। কার কাছেই বা বলব আর কেইবা শুনবে।

অমল—বেশ তো, বলুন না, আমি শুনছি।

ভদ্রলোক—আমরা আসছি রেঙ্গুণ থেকে। ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুণে বোমা পড়ল। শুধু বোমা নয়, তার সঙ্গে মেশিন গানও। আমার ছোটভাই কাজ করত একটা ব্যাঙ্কে। হতভাগা বোমার আওয়াজে বাইরে বেরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে। মেসিন গানের গুলিতে প্রাণ হারাল।·· ও বোধহয় আমারই খোঁজে বেরিয়েছিল—বড় ভাল বাসতো আমায়।···ওর লাস আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু ছেলে-দুটো সেই যে স্কুলে গেল, আর ফিরল না। দশ আর বারো বছরের দুটি ছেলে স্কুল বিল্ডিং চাপা পড়ে মরল।···একটু বসব ভাই?

অমল—(ধরে বসিয়ে দিয়ে) আহা, বসেই বলুন না। (একটা হাঁটু গেড়ে বসে) তারপর?

ভদ্রলোক—তারপর আর কি। যথা সর্বস্ব ফেলে রওনা দিলাম। তখন আমরা চারজন—আমি, মা, আমার স্ত্রী আর মিনু—আমাদের ওই শেষ সম্বল ছ'বছরের মেয়ে। হাঁটছি তো হাঁটছিই। রাস্তার দু'-ধারে কেবল মড়া আর দুর্গন্ধ। মাঝে মাঝে জাপানী প্লেনের ঝাঁক উড়ে আসে, খুব নীচে নেমে মেসিন গান চালায়। যাদের গায়ে গুলি লাগে, তারা কেউ মরে আর কেউ পরিত্রাহি চেঁচায়, আর যারা অক্ষত থাকে, তারা আবার হাঁটতে শুরু করে। মাঝে মাঝে কাঁচা চাল চিবিয়েছি, নালা নর্দমা থেকে জল খেয়েছি, আর ঘুম! সে যে কি জিনিষ, তা প্রায় ভুলে গেছি। কিন্তু…মিনুর এসব সহ্য হল না… নিঝুম হয়ে পড়ল। ছ'বছরের মেয়ে, তাকে কোলে করে বইবার মত ক্ষমতা আমাদেরও নেই। পথের ধারে তাকে শুইয়ে দিলাম। চোখ তার বন্ধ, নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বোঝাই যায় না। কিন্তু…সঙ্গীর দল অনেকখানি এগিয়ে গেছে। (শূন্য দৃষ্টিতে উঠে দাঁড়িয়ে) আমি উঠে দাঁড়ালাম, মিনুর মা-ও—আবার যাত্রী দলে মিশে গেলাম। (অমল উঠে দাঁড়ায়) বারবার মনটা খোঁচা দিয়ে উঠেছে, নাড়িটা একবার টিপে দেখলে হত! কিন্তু দেখিনি ইচ্ছে করেই, পাছে নাড়িটা তখনও টিপ্ টিপ্ করে!

অমল—এ্যাঁ, মিনু তখনও বেঁচে ছিল!

ভদ্রলোক—(হঠাৎ হাত পেতে) কই, দুধ দাও—

অমল—ওঃ, আচ্ছা আপনি ওই ধাঙড় বস্তিটার পাশে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই নিয়ে আসছি।

ভদ্রলোকের প্রস্থান। একটু ইতস্তত করে ভেতর দিকে উঁকি ঝুঁকি দেয়।

অমল—কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার সাহেব—কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার সাহেব

হাবিলদার ভটচাযের প্রবেশ।

হাঃ ভটচায—কে হে? কি খবর?...এখন আর কোন জিনিষ ইস্যু হবে না – ষ্টোর বন্ধ হয়ে গেছে।

অমল—ঠিক ইস্যু নয়, আমি এসেছিলাম একজন বাঙ্গালী ইভ্যাকুয়ীর জন্যে কিছু দুধ, পাঁউরুটী আর চিনি চাইতে। অন্তত কিছু জিনিষ আপনাকে দিতেই হবে। নাহলে ভদ্রলোকের মেয়েটী মারা যাবে।

হাঃ ভটচায—তাই বলুন, তা নইলে ইভ্যাকুয়ীর ওপর এত দরদ কেন! জিনিষ দিতে পারি একটি সর্তে আমাকেও ভাগ দিতে হবে। ...কই হে নাদু মিয়াঁ একটা টুল দাওতো।

অমল—ভাগ! কিসের ভাগ?

ক্যাম্প টুল এনে নাদু মিয়া পেতে দেয়।

হাঃ ভটচায—দুটো কমলালেবু রস করতে কতক্ষণ লাগে নাদু! যাও ঝট্‌পট্‌ নিয়ে এস।

নাদু মিয়ার প্রস্থান।

হাঃ ভটচায—ভাগ কিসের তা ও বোঝেন না! একেবারে যে আকাশ থেকে পড়লেন মশাই। যে মেয়েটীকে দুধরুটী খাওয়াতে চলেছেন, সেই মেয়েটীর ভাগ।...ভাবছিলেন বুঝি সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার, আর শিবের বাবাও টের পাবে না। আরে মশাই, এরকম দুধ চিনি আমি হামেশাই দিচ্ছি...যাক্, তা কোথায় জায়গা ঠিক করেছেন?

অমল—এসব আপনি কি বলছেন!

হাঃ ভটচায—কেন মশাই, গালে মাছি ঢুকে গেল বুঝি! এ কারবারে এই হাতে-খড়ি বুঝি। বেশ তো, ঘাবড়াবার কি আছে। আমাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।

নাদুমিয়া কমলালেবুর রস হাঃ ভটচাযের হাতে দেয়। হাঃ ভটচায চুমুক দেয়।

হাঃ ভটচায—আঃ, এসব না খেলে কি শরীর ভাল থাকে।···দাও তো হে নাদু এই বাবুকে একটা রুটী, একটিন দুধ আর খানিকটা চিনি। একটা কাগজে মুড়ে দিও —

নাদু মিয়ার প্রস্থান।

হাঃ ভটচায—সাবধানে নিয়ে যাবেন মশাই। ওই শালা জমাদার বা সুবেদার যেন না দেখে।

নাদু মিয়ার কাগজের মোড়ক নিয়ে প্রবেশ, অমলের হাতে দিয়ে প্রস্থান।

হাঃ ভটচায—নিয়ে যান, আর সময়মত আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন।

অমল—আমি যে মেয়েটীর কথা বলেছি, তার বয়েস সাত-আট বছর।

হাঃ ভটচায—ওঃ, তাহলে বুঝি অন্য রফা হয়েছে? তা কত টাকায় হলো?

অমল—না, কোন রফাই আমি করিনি। দেখলাম মেয়েটীর অবস্থা খারাপ, তাই ভদ্রলোককে সঙ্গে করে এনেছিলাম।

হাঃ ভটচায—অবস্থা ভাল ওই ইভ্যাকুয়ীদের মধ্যে কারই বা। তা বলে আপনি ষ্টেশনশুদ্ধ লোককে ডেকে নিয়ে আসবেন। আরে মশাই, এটা আপনার কলকাতা সহর নয়—এটা লড়াইয়ের মাঠ, আর একশো মাইল দূরে লড়াই চলেছে। এখানে ওসব দরদ দেখানো চলেনা। আপনি যা জিনিষ দিচ্ছেন, তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা ওই ভদ্রলোক হাসিমুখে দেবে। আমাকে অন্তত পঁচিশটা টাকা দিতে হবে।

অমল—(মোড়কটা এগিয়ে ধরে) নাঃ, থাকগে। জিনিষ আমার চাইনা ওভাবে আমি টাকা চাইতে পারব না।

হাঃ ভটচায—কিন্তু সে ভদ্রলোক তো ক্যাম্পের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

অমল—তা আর কি করব! আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে না হয় চলে যাবেন।

হাঃ ভটচায—ওই তো মশাই আপনাদের বোকামী। আরে মশাই, চোখ মেলে চলতে শিখুন। এমন একখানা টিপস্ দিয়ে দিলাম, অনায়াসে টু-পাইস্ করতে পারতেন।...যান, যা ইচ্ছে করুন। কিন্তু ভবিষ্যতে আর এসব নাকে-কান্না নিয়ে আমার কাছে আসবেন না। যান—

অমলের প্রস্থান।

হাঃ ভটচায—যত্তো সব বোকা হাবার দল—

সবেগে প্রস্থান।

পর্দা

তৃতীয় অঙ্ক — দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্যাম্প। অমল, অনন্ত, শিবেন, সুনীল চায়ের মগ হাতে কথা কইছে। পরণে তাদের ট্রাউজারের ওপর গেঞ্জি, পায়ে চপ্পল, মাথা খালি।

অমল—ওই পাঁচকড়ি ফিরেছে। ওকে ডাকা যাক্, শোনা যাবে মনিপুরের হালচাল কি রকম।

সুনীল—ওরে পেঁচো, আয়রে, এদিকে আয়।

পাঁচকড়ির প্রবেশ। গলায় হাভার স্যাক্ ঝোলান, হাতে লাল আর সবুজ গার্ডের ঝাণ্ডা পাকানো। পেছনে পেছনে জয়ন্তর প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—ওঃ, এ শালার নরক আর সহ্য হয়না।

সুনীল—কেন রে, কি হল আবার।

পাঁচকড়ি—বুঝলে জয়ন্ত, এই ইভ্যাকুয়ীদের অবস্থা আর চোখে দেখা যায় না।

জয়ন্ত—ওদের অবস্থাটা কেবল দেখবার জিনিষ নয়, ওটা বোঝবারও জিনিষ পাঁচকড়ি।

সুনীল—কিন্তু আমি তো বুঝিনা; বর্মা থেকে পালিয়ে এসে রাস্তায় ঘাটে এভাবে কুকুর বেড়ালের মত মরবার কি দরকার ছিল।

অনন্ত—ঠিকই তো; বৃটীশের তরফে থেকে মরছে কুকুরের মত গুলি খেয়ে, আর জাপানী তরফে থাকলে মরত ইঁদুরের মত বেয়নেটের খোঁচায়। মরতে যখন হতই, তখন আরে পালিয়ে এসে এত কষ্টভোগ করা কেন!

শিবেন—মোটেই না, জাপানীরা কিচ্ছু বলত না। হাজার হোক তারা এশিয়ার লোক।

অমল—জাপানীরা কিছু বলত না, এ গল্প বলে আর লাভ নেই শিবেন। কাল ইভ্যাকুয়ী এক ভদ্রলোক বললেন, জাপানীরা শুধু সহরে বোমা ফেলে না; রাস্তা দিয়ে যারা হেঁটে আসছে, তাদের ওপর মেসিন-গানও চালায়।

সুনীল—সে তো চালাবেই, আর চালানোই উচিত। তারা এল এদের বৃটীশের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতে, আর এ শালারা কিনা কুকুরের মত বৃটীশপ্রভুর পেছন পেছন পালিয়ে আসছে।

জয়ন্ত—তুমি কেবল এদের পালিয়ে আসতেই দেখলে সুনীল! কিন্তু বুঝলে না, কেন এরা পালিয়ে আসছে। নিজের জীবন ছাড়া আর কোন পুঁজি যে এদের নেই, নিজেকে বাঁচাবার মত কোন ব্যবস্থাও নেই এদের হাতে। আর এত কূট রাজনৈতিক জ্ঞানও এদের নেই যে বিদেশী আক্রমণকারীকে শত্রু না ভেবে বন্ধু মনে করবে।

সুনীল—ওই তো তোমার দোষ জয়ন্ত। তোমার কেবল বড় বড় কথা। সাধে কি আর মেজর সাহেবের কাছে মার খেয়েছিলে।

জয়ন্ত—তুমি ভুল করলে সুনীল, বড় কথা আমি একটাও বলিনি। আমি বলেছি অতি সাধারণ কথা। আর ওই যে বললে, মেজর সাহেবের হাতে মার খেয়েছি—ওতে আমার অপমান হয়নি সুনীল, আমার গৌরব বেড়েছে। অত্যাচারীকে অত্যাচারী বলার মত সৎসাহস আমার আছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত শক্তিও আমার আছে।

চলে যাওয়ার জন্তে পা বাড়ায়।

পাঁচকড়ি - আরেঃ, তা তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

জয়ন্ত—না ভাই, এর পরও থাকলে তোমাদের আড্ডাটাই মাটি হয়ে যাবে।

প্রস্থান।

অনন্ত—না, সত্যিই আড্ডাটা মাটি হয়ে গেল। আর তুমিই বা কেমন সুনীল, হঠাৎ পার্সোন্যাল্ এ্যাটাক্ করে বসলে। এইরকম খেয়োখেয়ি আমার ভাল লাগেনা। চল্‌রে শিবেন ··

অনন্ত ও শিবেনের প্রস্থান।

অমল—তুমি কোন ট্রেণ নিয়ে এলে পাঁচকড়ি।

পাঁচকড়ি—আর কোন ট্রেণ—সেই ইভ্যাকুয়ীজ স্পেশ্যাল।

অমল—তাহলে আজ দুপুরে একবার ষ্টেশনের দিকে যেতে হবে।

সুনীল—কেন, মালের সন্ধানে ?

অমল—ছিঃ সুনীল, মনটা এত নেঙরা কর না। চল হে পাঁচকড়ি।

অমল, পাঁচকড়ি ও পেছনে পেছনে সুনীলের প্রস্থান। একজন বৃদ্ধ ও একজন প্রৌঢ় ইভ্যাকুয়ী একজন··আহতকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দেয়। আহত লোকটি একটানা গোঙাতে থাকে।

প্রৌঢ় ইঃ—এযে মরেও মরে না, আর কতক্ষণ জ্বালাবে।

বৃদ্ধ ইঃ—না, আর বেশিক্ষণ নয়। দেখছ না মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠছে।

আহত আর্তনাদ করে ওঠে। অন্য দুজন মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে।

বৃদ্ধ ইঃ—চেঁচিয়ে আর কি করবে বাবা! সে শালা ভগবানের কানে পৌঁছবে না, বোমা মেরে তার কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছে।

অমলের প্রবেশ। থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে। রুমাল বার করে আহতের ক্ষতস্থানে চাপা দেয়। আহত আর্তনাদ করে ওঠে।

অমল—ঘায়ের ওপর একটা কিছুতো চাপা দেওয়া উচিত। দেখছেন তো মাছি বসছে, ধুলো পড়ছে।

টুপি খুলে আহতকে হাওয়া করে। আহতের আর্তনাদ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

বৃদ্ধ ইঃ—ওসবের কিচ্ছু দরকার হবে না সেপাইজী—এখনই সাবাড় হয়ে যাবে। সেইটুকুর জন্তেই তো অপেক্ষা করে আছি।

আহত—জল, একটু জল, আমায় একটু জল দাও গো—

অমল—একটু জল আমুন তো।

প্রৌঢ় ইঃ—আর টস্ দেখাতে হবে না, সমস্ত দেশটাকে তো তোমরাই ছারখারে দিলে বাপু

আহত প্রচণ্ড আর্তনাদ করে বেঁকে গিয়ে থেমে যায়। অমল টুপি দিয়ে হাওয়া করে।

বৃদ্ধ ইঃ—করবার আর কিছু নেই সেপাইজী, বিলকুল সাবাড়। দেখছ না ধনুষ্টঙ্কার।·· যাক্ বাঁচা গেল, আপদ চুকলো। ভগবানের কাছে তবুতো কৈফিয়ৎ দিতে পারব, মরার আগে ফেলে যাইনি। চল্‌রে চল্।

দুই ইভ্যাকুয়ীর প্রস্থান। অমল মৃতের দিকে চেয়ে বসে থাকে। জয়ন্তর সন্তর্পনে প্রবেশ।

জয়ন্ত—(অমলের কাঁধে হাত রেখে) আর বসে থেকে লাভ কি, চলুন—

অমল— উঠে দাঁড়িয়ে) লোকটা মরে গেল, কিছুই করা গেল না।

জয়ন্ত—কেন যাবে না! আপনি এতো সেবা করলেন, সেইটাই তো বড় কথা।

অমল—কিন্তু কিছুই তো করতে পারলাম না। আমাদের উচিত এখানে এসে এদের সেবা করা।

জয়ন্ত—কিন্তু কি সেবা আপনি করবেন। ওই লোকটার পায়ে জাপানী বোমার স্প্লিণ্টার লেগে গ্যাংগ্রীণ হয়ে গেল, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে যে লোকটি মারা গেল, আপনি ওর মাথায় হাওয়া করে কি করতে পারলেন! ও লোকটা ঠিকই মরে গেল। মাঝখান থেকে আপনি হয়ে গেলেন মহাপুরুষ। এবার সেবাধর্ম সম্বন্ধে গাল-ভরা বক্তৃতা করবেন।

বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে অমল মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে যায়। জয়ন্ত অমলের হাত ধরে।

জয়ন্ত—রাগ বা অভিমান করার কথা আমি বলিনি অমলবাবু। শুনুন, সেবা আপনাকে করতে হবে না। ইভ্যাকুয়ীদের দৌলতে কারবার বেশ ফলাও হয়ে উঠেছে। এইবার ছুটে আসবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটী পর্যন্ত, লাখে লাখে টাকা নিয়ে আর হাজারে হাজারে ভাড়াটে সেবক নিয়ে। যুদ্ধ বাধিয়ে যে অপরাধ করেছে এই সাম্রাজ্যবাদীর দল, তাদের অনুচরেরা সেবাব্রতের প্রলেপ দিয়ে সে জঘন্য অপরাধকে ঢাকা দেওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে। নিছক সেবা করা আপনার কাজ নয় অমলবাবু—

অমল—তা হলে কি আমাদের কিছুই করবার নেই!

রেলের কোর্তা পরা দুজন ধাঙ্গড়ের বাঁশের স্ট্রেচার নিয়ে প্রবেশ।

১ম ধাঙ্গড় -আরেঃ, হিঁয়াভি একঠো মুর্দা পড়া হ্যায়!

২য় ধাঙড় –(ষ্ট্রেচার নামিয়ে) ওহি তো বাত্‌ ভাইয়া। ইয়ে লড়াইকা জমানামে আদমীকো মরণা বহুৎ সুবিস্তা হো গয়া। লেও ভাই, উঠা লেও

মৃতদেহ ষ্ট্রেচারে তুলে নিয়ে দুজনের প্রস্থান।

জয়ন্ত – কি বলছিলেন! আমাদের কি কিছুই করার নেই! আছে বৈকি, পরের উপকার করতে যাওয়ার আগে নিজের অবস্থাটা বিচার করা। এখানে এভাবে পরের উপকার করতে আসার অধিকার আপনার আছে? ··নেই। সেই অধিকারটা অর্জনের ব্যবস্থা আগে করুন।

বাইরে কোলাহল। মেয়ে পুরুষের কণ্ঠস্বর। সবেগে জনৈক মাড়োয়ারী ও তাকে ঘিরে ধরে জনৈক প্রৌঢ়া মহিলা ও চারজন ইভ্যাকুয়ীর প্রবেশ।

মহিলা—ও বাবা শুনছ, আমায় পঞ্চাশটা টাকা দিও বাবা, দু'গাছা চুড়িতে কয়্‌করে দু'ভরি সোনা আছে।

মাড়োয়ারী—(চুড়ি জামার তলায় ফতুয়ার পকেটে পুরে) বিশ রূপেয়া (দুখানি নোট এগিয়ে ধরে)

মহিলা—না বাবা, কুড়ি টাকায় দিতে পারব না, তুমি আমার চুড়ি ফেরত দাও—

মাড়োয়ারী—(মহিলাকে পাশে ঠেলে দিয়ে) এইঃ, ঝামেলা হঠাও। দুস্‌রী আদমীকো আনে দেও—

প্রথম ইঃ – শেঠজী, আমার কাছে বর্মা নোট আছে।

মাড়োয়ারী—ঠিক হ্যায়, দো রূপেয়া—

দ্বিতীয় ইঃ—সেকি শেঠজি, দশ টাকায় দু'টাকা!

মাড়োয়ারী—হাঁ বাবুজী।

মহিলা—(হঠাৎ মাড়োয়ারীর হাত চেপে ধরে) আমার চুড়ি দাও বলছি

—নইলে আমি কুরুক্ষেত্তর বাঁধাব বলে দিচ্ছি। জান, আমার ছেলে পেগুর দারোগা। সে এলে তোমাকে ফাঁসিতে লট্‌কাব।

মাড়োয়ারী—বাহাদুর।

বন্দুকধারী নেপালী দারোয়ানের প্রবেশ।

বাহাদুর - (বন্দুকের বাট্‌ দিয়ে মহিলাকে ঠেলতে ঠেলতে) হঠো হিঁয়াসে, টুম্‌ ডাকা মারনে মাঙটা! চলো - ভাগো—

মহিলা—ও বাবা! এ যে আস্ত ডাকাতরে বাবা! আসুক আমার ছেলে, তোমায় ফাঁসিতে লটকাব। ওরে অনিলরে—তুই কোথায় গেলিরে।

মহিলা ও দারোয়ানের প্রস্থান। অন্য ইভ্যাকুয়ীরা নোট দিয়ে টাকা নিয়ে সবেগে প্রস্থান।

মাড়োয়ারী—(নোটগুলো পকেটে রেখে অমল আর জয়ন্তকে) সেলাম্‌ হাবিলদার সাব—

হেসে মাথা নুইয়ে প্রস্থান। অমল তেড়ে যায় মাড়োয়ারীর দিকে। জয়ন্ত ধরে ফেলে।

জয়ন্ত—যাচ্ছেন কোথায়!

অমল—ওই মাড়োয়ারাটার কাছে।

জয়ন্ত—(অমলের কাঁধে হাত রেখে) কোন লাভ নেই অমলবাবু, গভর্ণমেণ্ট ওকে লাইসেন্স দিয়েছে এই কারবার করবার জন্যে, আবার ওরই নিরাপত্তার জন্যে দিয়েছে ওর দারোয়ানের হাতে বন্দুক। খবর নিয়ে দেখুন, এই লোকটি হয়তো লাখ লাখ টাকা দান করে অনাথ আশ্রমে, ধর্মশালায়, ভাইসরয় ফাণ্ডে। (চলতে সুরু করে) চলুন অমলবাবু—

পর্দা

ক্যাম্প। খাটিয়ার ওপর ছেলেরা কেউ শুয়ে কেউ বসে আছে। সুনীল উপুড় হয়ে শুয়ে চিঠি লিখছে। পাঁচকড়ি কপালে হাত রেখে শুয়ে আছে। জামা ঝাড়তে ঝাড়তে অনন্তর প্রবেশ—সুনীলের খাটিয়ার উপর বসে।

অনন্ত—ওঃ জীবনটা বিষময় করে তুলেছে! এ শালা বৃষ্টি যেন এন্-সি-ও'দের চেয়েও অসহ্য!

সুনীল—বৃষ্টি পড়ছে, তাও কি এন্-সি-ও'দের দোষ! তোদের দেখছি এ এক রোগ হয়েছে।

অনন্ত—রোগ হল আমাদের! বৃষ্টির মধ্যে গাছতলায় বসিয়ে রাইফেল ক্লাস করানোর কি দরকার বাবা। আর ওরই ফাঁকে ঝাল ঝেড়ে নেওয়া।

সুনীল—কিন্তু ওদের কথাটাই বা ভাবিস না কেন! আরে বাবা, ওরাও তো হুকুমের চাকর।

কয়েদীর পোষাকে অমলের প্রবেশ—পরণে হাফ্‌প্যাণ্টের তলায় গেঞ্জি গুঁজে দেওয়া, পায়ে শুধু মোজার ওপর বুট, মাথা খালি। কাঁধে বেলচা। পেছনে নায়েক রামজীবন, পুরো ইউনিফর্মে, হাতে ষ্টাফ্।

নাঃ রামজীবন—প্রিজনার্—মার্ক টাইম্—

অমল মার্কটাইম্ করে। ছেলেরা খাটিয়ার ওপর উঠে বসে।

নাঃ রামজীবন—প্রিজনার্—কুইক মার্চ—

অমল ও নাঃ রামজীবনের প্রস্থান।

অনন্ত—অমলটা দিন দিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে।

সুনীল—সে জানিস না বুঝি? ওর মাথাটা খাচ্ছে ওই জয়ন্তটা। ওটা যেমন টঁ্যাক্ টঁ্যাক্ করে কথা বলে, আজকাল অমলও দেখি তাই

সুরু করেছে। আরে বাবা, ব্লাডি বাষ্টার্ড তো মিলিটারীতে একটা কথার মাত্রা বিশেষ। ও নিয়ে এত চটাচটি করার কি কোন মানে হয়!

পাঁচকড়ি—(উঠে বসে) দেখ সুনীল, নিজের ভেড়ুয়াপনাকে বুদ্ধির কসরৎ দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করিসনি।

সুনীল—(অনন্তকে) আর এঁরাই হলেন অমলবাবুর চেলা। পেছন থেকে খুব বাহবা দেন। কিন্তু অমলকেই তো সাতদিন কয়েদ খাটতে হবে। (পাঁচকড়িকে) এইতো চোখের ওপর দিয়ে নিয়ে গেল, কি করতে পারলি?

অনন্ত—ব্যাপারটা হয়েছিল কি?

পাঁচকড়ি—হবে আর কি! হাবিলদার মুখার্জি রাইফেলের ক্লাস নিতে নিতে হঠাৎ দিলে গল্প জুড়ে। তাঁর আত্মচরিত। তিনি নাকি ম্যাগ্‌নোলিয়ার হর্তাকর্তা ছিলেন, যত রাজারাজড়ার সঙ্গে ছিল তাঁর কারবার। হাবিলদার সাহেবের খোস মেজাজ দেখে ফায়ারম্যান চাঁদ মিয়াঁ আর ব্ল্যাক্‌স্মিথ এন্‌, বি, দে নিজেদের মধ্যে কথা কইতে সুরু করে। আর যাবি কোথায়! হাবিলদার সাহেবের মেজাজ গরম। হঠাৎ তিনি মুখ চোখ লাল করে তেড়ে এলেন, সাট্ আপ ব্লাডি বাষ্টার্ড।

প্রথম জন—একেবারে বাষ্টার্ড বলে বসল!

পাঁচকড়ি—হঠাৎ দেখি, অমল উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, ইউ উইদড্র।

দ্বিতায় জন—সাব্‌বাস্—তারপর?

পাঁচকড়ি—ব্যাপারগতিক দেখে বাছাধনের বোধহয় ভয় ঢুকে গেল। চলে গেলেন কোম্পানি অফিসের দিকে।

অনন্ত—তাহলে অমল জব্বর লড়েছে বল্।

পাঁচকড়ি—শোন না, তারপর কি হল। হাবিলদার সাহেব ডেকে নিয়ে

এলেন জমাদার সাহেবকে, আর জমাদার সাহেব অমলকে নিয়ে গেলেন মেজর সাহেবের কাছে। অমলের বিচার সুরু হল।

প্রথম জন—এরা মনে করেছে কি! আমরা কি ভেড়ার পাল নাকি। গালাগালি দিলেও প্রতিবাদ করতে পারব না!

দ্বিতীয় জন—না, না, না,—এদের এই জঘন্য ব্যবহার বন্ধ করতেই হবে।

সুনীল বন্ধ তো করতে যাবে, কয়েদ খাটবে কে?

দ্বিতীয়জন—কেন আমরাই খাটব।

সুনীল—কি দরকার বাবা এসব ঝামেলা বাধানোর। আর কটা দিন মুখ বুজে সহে যা না বাপু। ওদিকে মনিপুর তো হয়ে গেছে।

পাঁচকড়ি—ওই আনন্দেই থাক্ সুনীল। জাপান এসে তোর মত ভেড়ুয়াদেরই স্বাধীন করে দেবে।

মন্থর গতিতে মেজর রায়ের প্রবেশ। মুখে পাইপ, হাত দুটো পকেটের মধ্যে। অনন্ত চমকে উঠে দাঁড়িয়ে খালি মাথায় সেলাম করে। আর সকলে খাটিয়া থেকে নেমে দাঁড়ায়।

মেজর—ডোণ্ট গেট্ নার্ভাস্—খালি মাথায় সেলাম কর না।

অনন্ত—ভুলে গিয়েছিলাম স্যার্।

মেজর—কি করছ সব তাঁবুর মধ্যে বসে বসে?

অনন্ত—কিছু করিনি স্যার্—

মেজর—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তাঁবুর মধ্যে বসে আছ কেন?

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

পাঁচকড়ি—বহার যানেকা ছুটি নহি মিল্‌তা সাব্

মেজর - কোঁ্য! - (বাইরের দিকে চেয়ে ডাকেন) হাবিলদার মুখার্জি—

হাঃ মুখার্জির প্রবেশ-স্যালিউট্ করে এ্যাটেনসান হয়ে দাঁড়ায়।

মেজর—মুখার্জি, আজ থেকে রোজ ত্রিশজনকে সিনেমা নিয়ে যাবে।

হাঃ মুখার্জি—ইয়েস্ স্যার (স্যালিউট করে)

মেজর রায়ের প্রস্থান।

হাঃ মুখার্জি—শুনো জওয়ান (ঘড়ি দেখে) ঔর পন্দরা মিনিটকে অন্দর সব্‌ কোই লঙ্গর কা সামনামে ফল্‌ ইন্‌।

প্রস্থান।

পাঁচকড়ি—ব্যাপারটা তো ঠিক বোঝা গেল না!

অনন্ত—ব্যাপার আর কি, ডোজ বোধহয় বেশী হয়ে গেছে।

সুনীল—চল্‌রে, দেরী হয়ে গেলে হয়তো বাদ পড়ে যাব।

প্রস্থান। জয়ন্তর প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—ব্যাপারটা কি বল তো জয়ন্ত?

জয়ন্ত—ব্যাপার আর কি? নতুন একটা ফাঁদ—ঠিক ফ্লাই ট্র্যাপের মতো। ওই যে লঙ্গরখানায় একটা কাগজের ওপর খানিকটা চিটে গুড় মাখিয়ে রেখে দেয়—ঠিক ওই রকম।…আসলে ব্যাপারটা কি জান, অমলের প্রতিবাদ দেখে কর্তারা একটু ভাবনায় পড়েছেন।

অনন্ত—তাই বল, তা না হলে আর কর্তাদের মুখে মিঠে কথা।

পাঁচকড়ি—আমরা কিন্তু সিনেমায় যাব না জয়ন্ত। অমলের কয়েদ হল, আর আমরা সিনেমায় যাব! সে হতেই পারে না।

জয়ন্ত চল, ফল্‌ ইন্‌ তো করা যাক্‌—তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

সকলের প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।

নেপথ্যে - সিনেমা স্কোয়াড্‌—রাইট্‌ ড্রেস্‌। সিনেমা স্কোয়াড—রাইট টার্ণ। বাই দি রাইট কুইক্‌ মার্চ—

ষ্টেপিংয়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যায়।

পর্দা

ক্যাম্প প্রাঙ্গন। একদল সৈন্য মার্চ করে আসার শব্দ শোনা যায়।

নেপথ্যে—সিনেমা স্কোয়াড—হল্ট—ডিস্-মিস্—

গুঞ্জণ, ধীরে ধীরে কোলাহল। উত্তেজিত কথাবার্তা ভেসে আসে। মগ, আর প্লেট হাতে দুজনের প্রবেশ। অপর উইঙ্গস্ পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

১ নং—ওটা কুকুর না!

২ নং—তাই তো মনে হচ্ছে।

চারজনের মগ ও প্লেট হাতে প্রবেশ।

৩ নং—কি রে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? চল, পিণ্ডি যা আছে দুটি গিলে নিই।

১ নং—আমি এসে দেখি, এক শালা কুকুর সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

৩ নং—তা হলে নিশ্চয়ই খাবারে মুখ দিয়েছে।

৪ নং—দূর, মুখ দেবে কেনরে, সেন্ট্রি ডিউটী দিচ্ছিল।

২ নং—(হাঁক পাড়ে) লঙ্গর কমাণ্ডার - লঙ্গর কমাণ্ডার—

৪ নং—অনর্থক চেঁচিয়ে লাভ কি! শালারা কি শুনতে পাবে।

১ নং—কোথায় আছে বলনা, শালার ঘাড় ধরে নিয়ে আসছি।

৩ নং—কোথায় আবার, হয়তো সুবেদার সাহেবের পা টিপছেন।

২ নং—তাহলে আমরা খাব কি?

৪ নং—খাবে আবার কি! বুড়ো আঙ্গুল চুষতে চুষতে শুয়ে পড়গে। মেজর সাহেব মেহেরবানি করে সিনেমা দেখালেন, আবার খাওয়া!

৫ ও ৬ নং সবেগে প্রস্থান।

৩ নং—(দু'হাত মেলে পথ রুখে) খাবার আমাদের দিতেই হবে; না

হলে সব শালা অফিসারকে টেনে এনে হাজির করব। শালারা মদ গিলে আর মাগি নিয়ে পড়ে থাকবে, আর আমরা পেটের জ্বালায় সারারাত ছটফট করব! মুখে তো দেখি সব শালাই গরীবের মা-বাপ—

২ নং—চলো শালা গরীবের মা-বাপ মেজর সাহেবের কাছে।

সবেগে প্রস্থান। নেপথ্যে বাসন পড়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দ। ২নং পুনঃ প্রবেশ। সবেগে জমাদারের প্রবেশ।

জমাদার—ব্যাপার কি! রাত দুপুরে এমন হট্টগোল করছ কেন?

১ নং—আমাদের জন্যে কোন খাবার নেই।

জমাদার—কেন! আপনারা এতক্ষণ ছিলেন কোথায়!

২ নং—আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম।

জমাদার—তবে আর কি, আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছ। কে তোমাদের কোলের মাগটী এখানে আছে যে ভাত আগলে বসে থাকবে। যাও, ওই যা আছে খেয়ে শুয়ে পড়গে—

৩ নং—ওতে কুকুরে মুখ দিয়েছে, ও খাবার খাওয়া চলেনা।

জমাদার—না চলে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়।

৪ নং—(হঠাৎ জমাদারের সামনে এসে) কেনই বা আমাদের জন্যে খাবার রাখা হয়নি।

জমাদার—কে হে ছোকরা, খুব যে লম্বা লম্বা কথা কইছ দেখছি।… কি তোমার কথার জবাব চাই নাকি?

৪নং—নিশ্চয়ই।

জমাদার ৪নং এর গালে চড় মারে। বাকী ছেলেরা আঁতকে ওঠে।

৪ নং—(হঠাৎ লাফিয়ে) তবে রে শালা—

ঝাঁপিয়ে পড়ে জমাদারকে ঠেলে উইঙ্গসের মধ্যে নিয়ে যায়। ১, ২, ও ৩ নং সবেগে সেইদিকে যায়। ধ্বস্তাধ্বস্তি আর গোঙানির শব্দ আসে। নেপথ্যে জমাদার হাঁকেন, "গার্ড কমাণ্ডার—গার্ড কমাণ্ডার," অনেক ছেলে রাতের পোষাকে হন্তদন্ত হয়ে ষ্টেজের মধ্যে ঢোকে। অনেকগুলো টর্চ জ্বলে ওঠে। ভয়বিহ্বল ১, ২, ৩, ও ৪নং প্রবেশ করে এক কোনে জড়সড় হয়ে দাঁড়ায়। সবেগে গার্ড কমাণ্ডারের প্রবেশ।

গার্ড কঃ—ব্যাপার কি !

জমাদার - (নেপথ্যে) ওই চারজনকে গার্ড রুমে নিয়ে যাও—

গার্ড কঃ—চলোঃ—

গার্ড কঃ ও চারজনের প্রস্থান। সমবেত ছেলেরা ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। জমাদার মুখ নিচু করে সবেগে বেরিয়ে যায়, পোষাক মুখে, কাদা।

প্রথম—কিরে ব্যাপার কি !

দ্বিতীয়—(মারামারির অঙ্গভঙ্গি করে)

তৃতীয়—(গালে হাত দিয়ে গাল ফুলোয়)

চতুর্থ—(গান গেয়ে ওঠে) এমন দিন কি হবে মা তারা—

মুখ চাওয়া চাওয়ি, হাসাহাসি করতে করতে সকলের প্রস্থান। সুবেদার ও জমাদারের প্রবেশ। জমাদারের মুখে কপালে কালসিটের দাগ।

সুবেদার—আচ্ছা—ব্যাপারটা কি বলতো ?

জমাদার—সেইটাই তো ভাবনার কথা। এগুলো তো একেবারে চাষা, সবেমাত্র লাঙ্গল ছেড়ে মিলিটারিতে ঢুকেছে। এদের এত সাহস কিছুতেই হতে পারে না। ·· আমার তো মনে হয়, এদের ··· পেছনে উস্কানি আছে।

সুবেদার—কার ওপর তোমার সন্দেহ হয় ?

জমাদার—আমার তো মনে হয়, জয়ন্ত, অমলের ওই দলটার কিছু কারসাজি আছে।

সুবেদার—হুঁঃ, ঠিক আছে। ওদের নিয়ে এস।···আর দেখ, ওদের হ্যাণ্ড-কাপ করে আনবে।

জমাদারের প্রস্থান। সুবেদার পায়চারী করে। সামনের দিকে হ্যাণ্ডকাপ অবস্থায় চারজন কয়েদি ও দু'জন রাইফেলধারী সেন্ট্রি ও জমাদারের প্রবেশ।

সুবেদার—(৪নং এর চুল ধরে) কোঁ্যা পয়সা কিয়া, বোলো ?···(চুল ছেড়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, তোমরা নিজেরা একাজ কিছুতেই করতে পার না। বল, কে তোমাদের একাজ করতে শিখিয়ে দিয়েছে।

৪নং—কেউ বলেনি স্যার, ক্ষিদেয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম স্যার -

সুবেদার—যে কাজ তোমরা করেছ, তার শাস্তি কি জান ? তোমাদের গুলি করে মারা। কিন্তু বাঁচবার পথ এখনো আছে। জয়ন্ত আর অমল যে তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, শুধু এইটুকু স্বীকার করলেই তোমরা ছাড়া পাবে।

৪নং—ওনাদের সঙ্গে কোনদিন কথা কইনি স্যার্

জমাদার – তাতে কি হয়েছে ! তোমরা চারজনে যদি বল, তাহলেই হবে।

সুবেদার—আচ্ছা, তোমাদের খানিকটা সময় দিচ্ছি, ভাল করে ভেবে দেখ।···চল দাসগুপ্ত, আমরা একটু ঘুরে আসি।

সুবেদার ও জমাদারের প্রস্থান।

১নং—যদি শুধু ওনাদের নামটা বললেই ছাড়া পাই মন্দ কি !

৩নং—আর ওনারা তো লেখাপড়া জানা মানুষ—ঠিক বেঁচে যাবেন।

২নং সেণ্ট্রী – খবরদার, জান দিবি তবু বেইমানি করবি না।

জমাদারের প্রবেশ।

জমাদার—কি হে, কি ঠিক করলে ?

২নং—স্যার্, আমারে বাঁচান।

জমাদার—আর তোমরা ?···ওঃ, ভাল কথা বললাম, তা বুঝি কানে গেল না। আর তো ভোর হয়ে এল। বেশ, মেজর সাহেবের কাছেই তোমাদের বিচার হবে। প্রস্থান।

১নং—একটু বসব ভাই, আর যে দাঁড়াতে পারছি না।

১নং সেণ্ট্রী—ঠিক হ্যায়, বৈঠ যাও

কয়েদীরা বসে। হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ২নং ফুঁপিয়ে কাঁদে। ১ আর ৩নং অপলক দৃষ্টিতে দর্শকদের দিকে চেয়ে থাকে। ৪নং হঠাৎ ডুকরে ওঠে "ওঃ মাগো—", দুপাশে দুজন সেন্ট্রী ষ্ট্যাণ্ড-এ্যাট-ইজ পজিশনে দাঁড়ায়। মেজর রায়, সুবেদার ও জমাদারের প্রবেশ।

মেজর—নন্দী, এদের বসতে দিয়েছ!

সুবেদার—(সবেগে কয়েদীদের পেছনে গিয়ে ঠোক্কর মেরে) এই উঠো, খাড়া হো—

কয়েদীরা অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ায়।

মেজর—(কয়েদীদের দিকে চেয়ে পায়চারী করে হঠাৎ রিভলভার বার করে ঘুরে দাঁড়িয়ে) ব্লাডি, আই উইল্ স্যুট্ ইউ (অস্থিরভাবে পায়চারী করে) দাশগুপ্ত -

জমাদার - (এ্যাটেনশান হয়ে) ইয়েস্ স্যার্

মেজর—এরা তোমার গায়ে হাত তুলেছে?

জমাদার—হ্যাঁ স্যার্—

মেজর—(রিভলভার দিয়ে ১নং-এর থুতনিতে গুঁতো মেরে) ব্লাডি তুম্‌লোগোঁকো ম্যায় আভ্‌ভি গোলি করেগা। বোলো, ক্যা বোলনেকা হ্যায়?

১নং—স্যার···

মেজর (বাঁ হাতে ১নং-এর থুতনিতে ঘুষি মেরে) বোলো জলদি

১নং টাল সামলাতে পারে না, ২নং বাঁধা হাতে কোনরকমে সামলে দেয়।

১নং—আমায় মেরে ফেলুন স্যার্, খুন করুন, গুলি করুন, আর পারছিনা স্যার্

মেজর—(পা ঠুকে) সাট্ আপ। (রিভলভার রেখে) তোমাদের

আমি কোর্ট মার্শাল করব···পাগলা কুকুরের মত গুলি করে মারব।···নন্দী কোম্পানি ফল্‌ইন্‌ করাও

সুবেদারের প্রস্থান। নেপথ্যে হুইসিল্‌।

৪নং—(মেজর রায়ের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে) এমন কাজ আর কখনো করব না স্যার্‌। মার খেতে খেতে মরে গেলেও একটা কথা বলব না স্যার্‌। এবারকার মত আমার প্রাণটা ভিক্ষা দিন। আমার বিধবা মাকে লুকিয়ে আমি মিলিটারীতে ভর্তি হয়েছি। আমি মরে গেলে আমার মা'র আর কেউ থাকবে না স্যার্‌···

মেজর (পাইপ ধরাতে ধরাতে) দাশগুপ্ত, মেক্‌ হিম্‌ স্ট্যাণ্ড আপ্‌।

জমাদার ৪নং-এর জামার কলার ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। অনেক ছেলে এসে তিনজনের সারি দিয়ে দাঁড়ায়। সুবেদারের প্রবেশ।

সুবেদার—কোম্পানি—এ্যাটেন-শান্‌—

মেজর—শুনো জওয়ান, এই চারজনকে আমি কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি। এরা সৈনিক হওয়ার অযোগ্য। যারা সামান্য ক্ষুধার জ্বালায় দ্বিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, তাদের স্থান মিলিটারীতে নেই। আমি চাই ইস্পাতের মত শক্ত মানুষ। কিন্তু এরা মেয়েমানুষেরও অধম। কাল রাতে এরা কতবড় অপরাধ করেছে, তা তোমরা জান। এদের শাস্তি দিতে হলে গুলি করে মারা উচিৎ। কিন্তু এদের মত নপুংসককে সে শাস্তি দিতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। তাই আমি এদের কোম্পানি থেকে তাড়িয়ে দিলাম। মিলিটারীর কোন জিনিষ এরা পাবে না। নন্দী, এদের জামা কাপড় সমস্ত খুলে নাও, এ্যাণ্ড কিক্‌ দেম্‌ আউট—

প্রস্থান।

সুবেদার—এ্যাকিউজড্‌ এ্যাণ্ড এস্‌কট—রাইট টার্ণ। টু দি গার্ডরুম্‌—কুইক্‌ মার্চ।

চারজন কয়েদী ও সামনে পেছনে দুজন সেন্ট্রী মার্চ করে বেরিয়ে যায়। ছেলেদের মধ্যে থেকে চাপা গুঞ্জণ ওঠে।

জমাদার -(সন্ত্রস্তভাবে) কোম্পানি—ডিস্-মিস্—

গালে রুমাল চাপা দিয়ে সবেগে প্রস্থান।

জনৈক – দূর শালা কুত্তা—

জন কয়েক তেড়ে যায়—জন কয়েক তাদের ধরে ফেলে।

পর্দা।

চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

মনিপুর রেলওয়ে ষ্টেশন। ফুল্ ইউনিফর্মে ছোট্ট সুটকেশ হাতে অমলের প্রবেশ। নেপথ্যে ট্রেণ ছাড়ার শব্দ। পাঁচকড়ির প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—(ছুটে অমলকে জড়িয়ে ধরে) তাহলে সত্যিই ফিরে এলে অমল !

অমল—তুমি কি মনে করেছিলে—কেটে পড়ব ?

পাঁচকড়ি—একে তো কয়েদ থেকে খালাস পেয়ে গিয়েছিলে ছুটিতে; তারওপর আবার মণিপুরে মুভ্ করার খবর। এমন অবস্থায় আমি তো কিছুতেই ফিরতাম না।

অমল—কিন্তু ওখানেও তো এই একই হাল পাঁচকড়ি। মরতে বোধহয় আমাদের সবশুদ্ধই হবে। এখানে জাপানীদের হাতে, আর ওখানে খেতে না পেয়ে।

পাঁচকড়ি—কি রকম !

অমল—এই একমাসের ছুটীর মধ্যে বাড়ীতে বোধহয় দশটা দিনও এক-বেলা ভাত খেতে পাইনি। কচুর ডাঁটা থেকে সুরু করে ছাতু,

বেসম, খুদ, যা জুটেছে তাই দিয়ে পেট ভরিয়েছি। বাড়ীতে ভাত যেদিন হয়, সেদিন সকলে খায় বেলা চারটের সময়। এক খাওয়ায় দুবেলা খাওয়ার কাজ হয়ে যায়।

পাঁচকড়ি—অনেকদিন যে বাড়ী থেকে কোন চিঠি পাচ্ছিনা অমল। সব কি শেষ হয়ে গেল।

অমল—ঘাবড়িও না পাঁচকড়ি। নিজের চোখে তো দেখে এলাম, বাঁচার জন্যে মানুষে কি লড়াইটাই না করছে।

খগেন ও অনন্তর প্রবেশ।

খগেন—আরে, অমল যে, কখন এলে ?

অনন্ত অমলের হাত চেপে ধরে।

অমল—এই তো থ্রিটোয়েন্টিনাইন আপ-এ। কি হল অনন্ত।

অনন্ত—তোমার জন্যে আজ ক'দিন ধরে বড় মন কেমন করছিল অমল। সমস্ত কোম্পানিটা যেন এই একমাসের মধ্যে ওলটপালট হয়ে গেল।

অমল—কি রকম।

খগেন—সব কথা শোনার আগে, চল ক্যান্টীন্ থেকে এক মগ করে চা নিয়ে আসি।

সকলের প্রস্থান। আমেরিকান ইয়ার্ড মাষ্টার ড্যান ও সাদেকের প্রবেশ।

ড্যান্—হেই জমাডার, লাইন ক্লিয়ার মাঙটা।

সাদেক—হোয়াই জো।

ড্যান্—রেড ক্রস্ ভ্যান্ কামিং (চোখ টিপে) হুইট গ্যাল্স্ কামিং, গ্যাল্স্ ফ্রম্ আওয়ার স্টেটস্। (হিপস্ পকেট থেকে চকোলেট নিয়ে সাদেকের হাতে দিয়ে) কাম্ অন্—কুইক্ জো।

পকেট থেকে ফ্লাস্ক বার করে ছিপি খুলতে খুলতে প্রস্থান। অমল, খগেন, অনন্ত পাঁচকড়ির প্রবেশ।

অনন্ত—কি হল সাদেক ? ড্যান্ আবার বলে কি ?

সাদেক—আর কি, ওদের রেড ক্রস্ ভ্যান্ আসছে। আমি যাই অনন্ত বাবু, পাঁচ নম্বর লাইনটা ক্লিয়ার করে দিই। ক্যাম্পে আপনার কাছে দেশের খবর শুনব অমলবাবু।

প্রস্থান।

অমল—রেড ক্রস্ ভ্যান্! কেন, কারও অসুখ করেছে নাকি!

খগেন—কারও মানে। ওদের সকলের। আর অসুখ! সে অতি মারাত্মক অসুখ। এক সপ্তাহ হয়ে গেল, একটা মেয়ের মুখ দেখেনি, আর কি মোরেল্ তাজা থাকে।

অনন্ত—এ রেড ক্রস্ হল আমেরিকান রেড ক্রস্। এই গাড়ীতে আছে ছোট্ট একটী সিনেমা আর দুটী আমেরিকান মেয়ে। সিনেমা মানে যত ন্যাংটা মেয়ের ছবি, আর ওই মেয়ে দুটী—ওদের নিয়ে যে কাণ্ড চলবে, সে কথা ভাবতে গেলেও কষ্ট হয়। আহা বেচারীরা!

অমল—তা, এরা আবার এল কবে থেকে!

অনন্ত—এই তো, এই মাসের গোড়া থেকে।

খগেন—জান অমল, বৃটীশ নাকি আমেরিকার কাছে বাংলা আর আসাম লীজ দিয়েছে।

অনন্ত–আচ্ছা, আমি এখন চলি অমল, দেখি ড্যানের মেজাজ ঠাণ্ডা হল কিনা। তুমি যাও ক্যাম্পে, পরে কথা হবেখন। এখানকার সব ব্যবস্থাই এখন নতুন।

প্রস্থান।

অমল—কি রকম শুনি?

পাঁচকড়ি—প্রথমত মেজর রায় গিয়ে এসেছেন নেল্সন্। এ শালা হচ্ছে পাকা একটি মিছরির ছুরি। মেজর রায় মারতেন হাতে আর ইনি মারছেন ভাতে। ধ্বড়াধ্বড় মাইরী মাইনে কাটছে! মাইনের দিন পাঁচ দশ টাকার বেশী আর কোন মিয়াঁকে পেতে হচ্ছে না।

অমল—তারপর ?

পাঁচকড়ি—তারপর আর কি ! চলেছে ত্যানা-না-না করে।

খগেন—ওঃ, হ্যাঁ, একটা জবর খবর। শালা জমাদার বিদেয় হয়েছ।

অমল—কোথায় গেল !

পাঁচকড়ি—কোথায় আবার ! জাহান্নমে। শালার কি একটা ব্যামো ধরেছিল, দিয়েছে ফিল্ড সার্ভিস থেকে চালান করে। মোটের ওপর ও শালা আমাদের ঘাড় থেকে নেমেছে।

খগেন—হ্যাঁ, আরও একটা খবর। তোমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড এখন হাবিলদার মেজর হয়েছে।

অমল—আমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড !

খগেন—হ্যাঁ হে হ্যাঁ, তোমারই বন্ধু, যার দৌলতে তুমি কয়েদ খাটলে সাতদিন।

অমল—ওঃ, হাবিলদার মুখার্জি।

খগেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই শালা আর এক হারামী। ওঃ, সুবেদার সাহেবকে কি খোসামোদটাই না করছে! জুতো পালিশ থেকে মাথার উকুন পর্যন্ত বেছে দিচ্ছে।

অমল—যাঃ, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ খগেন।

পাঁচকড়ি—মোটেই না, সে তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না। নেড়ি কুত্তাগুলো যেমন করে, এ শালা সুবেদারের সঙ্গে ঠিক সেই রকম করছে।

অমল—তাহলে কোম্পানির অবস্থা বেশ কাহিল বল।

পাঁচকড়ি—কাহিল মানে। রীতিমত নাজেহাল।

খগেন—তুমি আর একটু দাঁড়াও অমল। দাও, মগগুলো পৌঁছে দিয়ে আসি।

মগ্ নিয়ে প্রস্থান।

পাঁচকড়ি—ওঃ-হো ! আজেবাজে কথায় আসল কথা চাপা পড়ে গেছে। · জানো অমল, জয়ন্তকে কোম্পানি থেকে ট্রান্সফার করে দিয়েছে।

অমল—এঁ্যা !

পাঁচকড়ি—হ্যাঁ অমল। সে কি কারসাজি করে ভাগালো !

অমল—কি রকম ?

পাঁচকড়ি—একদিন হল কি, মেজর নেলসন্ আমাদের জিজ্ঞেস করলে কেন আমরা মিলিটারাতে ভর্তি হয়েছি। আমরা বললাম, পেটের দায়ে। উত্তরটা বোধহয় মনঃপুত হল না। প্রশ্ন করলে, দেন্ ইউ ওণ্ট ফাইট্ দি জ্যাপ্স্। জয়ন্ত সোজা জবাব দিলে, কারও বিরুদ্ধে লড়ে জীবন দেওয়ার জন্যে মিলিটারীতে ভর্তি হইনি। আমরা মিলিটারীতে এসেছি নিজে বেঁচে বাড়ী লোককে বাঁচাতে।

অমল—জয়ন্ত ঠিকই বলেছে - হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। ··তারপর ?

পাঁচকড়ি—তারপর আর কি। প্রথমটা তো মেজর সাহেবের মুখ লাল। ব্যাপার বুঝে আমরাও জয়ন্তর আরও একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম। বেগতিক বুঝে বাছাধন বেমালুম ঢোঁক গিলে নিলে। জয়ন্তর পিঠ চাপড়ে বললে, সাব্বাস, দ্যাট্স্ লাইক্ এ ব্রেভ বয় !

অমল—তা কারসাজিটা কি করল ?

পাঁচকড়ি—কারসাজি নয় ! তার তিনদিন বাদে জয়ন্ত হঠাৎ সারপ্লাস্ হয়ে গেল ! কোম্পানি অফিসে ডেকে, খাতির করে বসিয়ে, ঘণ্টা খানেক ধরে খোস্ গল্প করে ; শেষকালে ট্রান্সফার অর্ডারটা ধরিয়ে দিলে।···আমরা একটু ট্যাঁ-ফুঁও করতে পারিনি অমল।

অমল—একেই বলে বৃটীশ পলিসি।

খগেনের প্রবেশ।

খগেন—যা পাঁচকড়ি, নিজের কাজে যা। অনেকক্ষণতো গল্প করেছিস। কেউ দেখলেই তো জবাই হবি।

পাঁচকড়ি—ইস্, জবাই করলেই হল !

প্রস্থান।

খগেন—চল অমল, ক্যাম্পে যাওয়া যাক্। আজকাল সুখ আমাদের অনেক বেড়েছে। তাঁবুর মধ্যে মাচা হয়েছে। (কয়েক পা গিয়ে) ওই শালা হাবিলদার মেজর আসছে। বুঝলে, আমি কেটে পড়ি, না হলে সাতশো কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

প্রস্থান। হাবিলদার মেজর মুখার্জির প্রবেশ। পোষাক একই—কব্জিতে চামড়ার ব্যাণ্ডের ওপর একটী ক্রাউন।

হাঃ মেজর—আরেঃ, অমলবাবু যে, কখন এলেন।

অমল—(এ্যাটেনশান হয়ে) আমি ফিরেছি থ্রি-টোয়েন্টি-নাইন্ আপ্-এ।

হাঃ মেজর—তোমার বাড়ী কলকাতায় নাঃ? তা ওখানকার খবর কি?

অমল—(এ্যাটেনশান থেকেই) ভালই।

হাঃ মেজর—(চোখ কুঁচকে দেখে) ঠিক এই জন্যেই আমি হাবিলদার মেজর হতে চাইনি। ছেলেরা আগে তবুও আমার সঙ্গে গল্পগুজব করত, কিন্তু আজকাল দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি কি করব বলতো ভাই। আমার সঙ্গে গল্প করার হুকুম তো আর তা বলে দিতে পারিনা।...কলকাতায় আমারও বাড়ী কিনা। ভাবনা চিন্তা আমাদেরওতো হয়।

অমল—(সহজ হয়ে দাঁড়িয়ে) খবর আর তেমন বিশেষ কি। চাল বাজার থেকে একেবারে উবে গেছে। চল্লিশ টাকার কমে ব্ল্যাক্ মার্কেটে এক দানাও পাওয়া যায়না। গ্রাম-ছেড়ে-আসা লোক রোজ হাজারে হাজারে রাস্তায়, ঘাটে, ফুটপাথে মরছে।

হাঃ মেজর—অনেক লোক এসেছে বুঝি?

অমল—তা কয়েক লাখ তো বটেই।

হাঃ মেজর—তাহলে তো ওরা যখন তখন লুঠপাট করতে পারে।

অমল—কিন্তু, ওরা তো দেখলাম না খেয়ে ধড়ফড়িয়ে মরে যাচ্ছে, তবু একটা দোকান থেকে একদানা চালও লুঠ করছে না।

হাঃ মেজর—কেন বলতো!

অমল—লুট করার কথা ভেবে ওরা তো শহরে আসেনি। ওরা তো জানে না, ওদেরই গোলার ধান লুঠ করে এনে শহরে কালো-বাজার তৈরী হয়েছে! ওরা শহরে এসেছে বাঁচবার আশায়। ভেবেছে, যেখানে এত বড় বড় লোক বাস করে, সেখানে পৌঁছতে পারলে বাঁচবার একটা বন্দোবস্ত হবেই। কিন্তু, সবচেয়ে লজ্জার কথা কি জানেন, আমরা সৈনিক সেজে কালোবাজার পাহারা দিচ্ছি।

হাঃ মেজর—যাক্—এসব লেক্‌চার যেন আবার ক্যাম্পের মধ্যে ঝেড়ো না।

অমল—তার মানে!

হাঃ মেজর—মানে বুঝে আর দরকার নেই। তোমার বন্ধু জয়ন্তর কথা নিশ্চয়ই তোমার চেলাচামুণ্ডোরা এতক্ষণে জানিয়ে দিয়েছে। ...আমি এখন কোম্পানির হাবিলদার মেজর, একটা কথা তোমায় বলে রাখি, তোমারই ভালর জন্যে। তুমি একজন ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলে, বুঝেসুঝে যদি চল, তাহলে এই কোম্পানিতেই তোমার অনেক উন্নতী হতে পারে।

অমল কথা বলতে যায়।

হাঃ মেজর—আর একটা কথাও নয়। যা বললাম, ভেবে দেখো। এখন যাও—

অমলের প্রস্থান। হাঃ মেজর ক্রূর দৃষ্টিতে অমলের দিকে তাকায়।

পর্দা

ষ্টেশন। ড্যান্ আর অনন্ত দাঁড়িয়ে। ছোট একটি সুটকেশ হাতে ব্যাট-ম্যানের প্রবেশ।

ব্যাটম্যান—অনন্তবাবু, মেজর সাহেব এই গাড়ীতে লামডিং যাবে। সুটকেশটা গাড়ীতে তুলে দেবেন।

অনন্ত—আমার বয়ে গেছে। কেন, সাহেব নিজের এই ছোট সুটকেশটাও বইতে পারেন না!

ব্যাটম্যান—অত আমি জানিনা। যেমন হুকুম তেমন কাজ। এই রইল।

সুটকেশ রেখে প্রস্থান।

ড্যান্—হোয়াট্স্ দি ম্যাটার্ জো?

অনন্ত—মেজর নেলসন গোইং লামডিং। হিজ লাগেজ—

অমলের প্রবেশ।

ড্যান্—লিভ ইট্ হিয়ার—দ্যাট্ সান্ অফ এ গান্ উইল্ কাম্ হিয়ার্ এ্যাণ্ড টেক্ ইট্। হোয়াট্ ডু ইউ সে?

অমল কিছু বলতে যায়। মেজর নেলসনের প্রবেশ।

মেঃ নেলসন—(তুড়ি দিয়ে) এ, এস্, এম্, হামারা বক্স লাও (প্রস্থা-নোদ্যত)

অনন্ত ড্যান্ ও অমলের দিকে বারেক তাকিয়ে সুটকেশ তুলে নেয়।

ড্যান্—(চিৎকার করে) হেই জো, লিভ দ্যাট্ ফাকিং লাগেজ দেয়ার—

অনন্ত থমকে দাঁড়ায়, অমল চমকে ওঠে, মেজর নেলসন ঘুরে দাঁড়ায়।

মেঃ নেলসন—(আড়চোখে ড্যানের দিকে চেয়ে) লে আও—

ড্যান্—(খানিকটা এগিয়ে) হি ওণ্ট ক্যারি ইওর লাগেজ। ইউ

ব্লাডি বৃটীশার্স, ইউ ওয়াণ্ট টু উইন্ দি ওয়ার্ এ্যাট্ দেয়ার্ কস্ট্—এহ !

মেঃ নেলসন—(হাত দুটো বার কয়েক মুঠো করে আর খুলে) কাম্ অন্ এ-এস্-এম্, কুইক্ -

সবেগে প্রস্থান। অনন্তর সুটকেশ নিয়ে প্রস্থান। ড্যান্ হিপস্ পকেট থেকে মদের বোতল বার করে।

ড্যান্—(ছিপি খুলে মুখের কাছে তুলে) দ্যাট্ সান্ অফ এ গান্!

চক্ চক্ করে খানিকটা গলায় ঢেলে দেয়—প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে। প্রস্থান। অমল দাঁতে দাঁত চেপে, হাত মুঠো করে একটু ইতস্তত করে বেরিয়ে যেতে যায়। সবেগে অনন্তর প্রবেশ।

অনন্ত—(অমলের হাত ধরে) আমরা কি অমল ?

অমল—(মুখ কঠিন, দাঁতে দাঁত ঘষে, স্থিরদৃষ্টিতে দর্শকদের দিকে চেয়ে) ক্রীতদাস—আমরা ক্রীতদাস, কামানের খোরাক, লুঠের মাল—

নেপথ্যে ট্রেণ ছাড়ার শব্দ। নেপথ্যে খগেন ও পাঁচকড়ির কথা, 'নিশ্চয়ই এখানে এসেছে।' অমল ও অনন্ত সচকিত হয়ে ওঠে। অনন্ত হাত ছেড়ে দেয়। খগেন ও পাঁচকড়ির প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—এই তো অমল এখানে রয়েছে।

খগেন—আর আমি তোমায় সারা ক্যাম্পটা খুঁজে বেড়ালাম অমল।

অমল—ব্যাপার কি ?

খগেন—না, তেমন কিছু নয়। বাজারে যাব কিনা, সেই সঙ্গে একটু মুখ বদলে নেওয়া যেত।

পাঁচকড়ি-তোমার কি হল অনন্ত, মুখটা অমন গোমড়া করে রয়েছ কেন ?

অনন্ত—নাঃ, তেমন কিছু নয়। আচ্ছা, আমি তাহলে চলি।

সবেগে প্রস্থান।

খগেন—অনন্ত'র কি হয়েছে অমল ?

অমল—কি হয়েছে, হয়তো ঠিক বলে বোঝাতে পারবনা। তবে—থাক্ এখন, ওই ড্যান্ আস্ছে।

কতকগুলো বীয়ারক্যান্ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ড্যানের প্রবেশ।

ড্যান্—হেই জো, কাম্ অন্, লেট্স্ হ্যাভ সাম্ বীয়ার্ (ধপ করে মাটির ওপর বসে পড়ে) দিস্ ফ্রম্ আওয়ার্ ষ্টেট্স্—

খগেন—আই ডোণ্ট ড্রিঙ্ক।

ড্যান্—ও বিসাস্ ক্রাইষ্ট অল্‌মাইটি! দিস্ ইজ নো ব্লাডি ওয়াইন্, দিস্ ইজ বীয়ার জো। কাম্ অন্, দিস্ ইজ নো ফাকিং ইংলিশ বীয়ার মাই বয়—দিস্ ফ্রম্ আওয়ার ষ্টেট্স্ -

পাঁচকড়ি—তবে আর কি, ওর তুল্য জিনিষ আর ভূ-ভারতে নেই!

ড্যান্ ছুরি দিয়ে টিনে ফুটো করে ওদের দিতে যায়, ওরা নেয়না। ড্যান্ একটা একটা করে খায় আর ছুড়ে ফেলে, হাঃ হাঃ করে হাসে।

ড্যান্—কাম্ অন্, লেট্স্ হ্যাভ এ চ্যাট্—

পাঁচকড়ি বসতে যায়, অমল ধরে ফেলে।

অমল—চল, আর কেন। এর সঙ্গে আর কি গল্প করবে পাঁচকড়ি।

পাঁচকড়ি—চলরে খগেন।

ড্যান্—(খগেনের হাত ধরে) হেই জো, হাউ ডু ইউ লাইক্ দি ইয়াঙ্কস্?

পাঁচকড়ি—কি বাবা, এখন থেকেই পটাতে স্বরু করেছ।

ড্যান্—সিওরলি, উই ওয়াণ্ট টু বি ফ্রেণ্ডস্।

পাঁচকড়ি—নেঃ, চল। ফ্রেণ্ড তো সব শালাই!

ড্যান্—হোয়ার আর ইউ গোয়িং জো?

খগেন—মার্কেট।

ড্যান্—(লাফিয়ে উঠে) লেট্স্ গো এ্যাণ্ড ইট্ সামথিং—

পাঁচকড়ি—শালা মাতালের পাল্লায় পড়ে ভ্যালা বিপদ হল দেখছি!

ড্যান্ সকলকে জড়িয়ে ধরতে যায়। অমল সরে যায়, খগেন আর পাঁচকড়িকে ধরে।

ড্যান্—আই ডোণ্ট লাইক্ দিস্ প্লেস্—উই কাণ্ট গেট্ গ্যালস্ হিয়ার।

পাঁচকড়ি—হোয়াট্ এ্যাবাউট্ ইওর ষ্টেট্স্।

ড্যান্—ইয়াঃ, এনাফ ইন্ আওয়ার ষ্টেট্স। ইন্‌ভাইট্ এনি গ্যাল্ ফর্ এ ড্রিঙ্ক, টেক্ হার টু সিনেমা—শী ওণ্ট মাইণ্ড—(চোখ টেপে)

খগেন—আরে বাপস্, বলে কি হে! এ শালারা বর্বর নাকি!

পাঁচকড়ি—আমার তো তাই মনে হয়। সেদিন হ্যারি তার বৌয়ের ফটো দেখাচ্ছিল। আমার তো মাইরী আক্কেল গুড়ুম।

খগেন—কেন, কি রকম ফটো?

পাঁচকড়ি—সে যা ফটো, প্যারিস্ পিকচারও হার মেনে যায়।

অমল—দেন্ হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম্ হিয়ার?

ড্যান্—হোয়াট ক্যান্ উই ডু! উই আর টু সেভ ইণ্ডিয়া ফ্রম্ দি জ্যাপস্।

পাঁচকড়ি—ওঃ মার চেয়ে দেখি মাসির দরদ বেশী।

উইঙ্গসের ধারে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে।

ড্যান্—(বাইরে আঙ্গুল দেখিয়ে) লেট্স্ গো টু দ্যাট্ চাইনিজ রেস্তোরাঁ।

খগেন আর পাঁচকড়িকে অমল বাধা দেয়।

অমল—রেস্তোরাঁর দেয়ালে বোর্ডখানা পড়ে দেখ।

কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে খগেন আর পাঁচকড়ি অমলের দিকে চায়।

ড্যান্—(খগেনের হাত ধরে টেনে) হেই জো, কাম্ অন্, হোয়াট্স্ দি ম্যাটার!

খগেন—নো ড্যান্, উই কাণ্ট গো।

ড্যান্—হো-য়া ই!

খগেন বাইরের দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

ড্যান্—(বাইরে চোখ রেখে চেঁচিয়ে পড়ে) আউট অফ বাউণ্ডস্ ফর্ ইণ্ডিয়ান্ ট্রুপস্—ফর্ বৃটীশ ট্রুপস্ ওন্‌লি। (ঘুরে দাঁড়িয়ে রাগতভাবে ঘুষি পাকায়, দাঁতে দাঁত ঘষে) ফর্ বৃটীশ ট্রুপস্ ওন্‌লি হোয়াট্ এ্যাবাউট দি এ্যামেরিকান্‌স্।···আই উইল্ কিক্ দি ব্লাডি বৃটীশার্‌স্ আউট অফ ইণ্ডিয়া।

সবেগে প্রস্থান।

পাঁচকড়ি—চল হে দেখি, ড্যান্‌টা না জানি কি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসে (এক ধাপ এগিয়ে যায়)

অমল—(পাঁচকড়িকে ধরে ফেলে) কোথায় যাচ্ছ পাঁচকড়ি। ওদের লড়াইয়েয় মাঝখানে তোমার আমার কোন স্থান নেই। এ লড়াই হল দুই বীরপুরুষের লড়াই, আর আমরা তাদের বাজি।

পাঁচকড়ি—কিন্তু একসঙ্গে এসে ড্যানকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাব।

অমল—পালিয়ে তো আমরা যাচ্ছিনা। পালিয়ে যাওয়া হত যদি ড্যান্ আমাদের বন্ধু হত।···এ্যামেরিকানরা বৃটীশের ওপর ঘৃণা দেখায় বলেই আমাদের বন্ধু হতে পারে না পাঁকচড়ি। আমাদের ওপর ওদের যেটুকু দরদ, সে হচ্ছে শিকারের ওপর শিকারীর দরদ।··· চল আমরা ফিরে যাই—

অমল ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যায়। খগেন ও পাঁচকড়ি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অনুসরণ করে।

—পর্দা—

প্ল্যাটফরম্। স্তিমিত আলো। সবেগে অমল ও পেছনে পেছনে অনন্তর প্রবেশ।

অমল—কি হয়েছে অনন্ত ?

অনন্ত—এ্যামেরিকানরা মতলব করেছে আসাম মেল্ থেকে মেয়ে নামিয়ে নেবে।

অমল—কি !

অনন্ত—হ্যাঁ অমল, ট্রেন যেই ছাড়বে, অমনি ওদের মধ্যে থেকে একজন লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়ে একজন মেয়েকে নামিয়ে নেবে।

অমল—(বিস্ফারিত চোখে চেয়ে হঠাৎ কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে) তোমার সামনে যখন ওরা এইসব মতলব করছিল, তখন ওদের গলা টিপে ধরতে পারলে না ! (পায়চারী করে উইঙ্গসের কাছ থেকে ফিরে) আঃ, এখনও ওরা আসছে না কেন ! (আবার পায়চারী করে) ট্রেন আসতে আর কত দেরী।

অনন্ত—আর মিনিট পনেরো।

অমল—তা তুমি কেবল আমাকে ডাকতে পাঠালে কেন ? আর ব্যাপারটাই বা সাদেকের কাছে বলে দাওনি কেন ? তাহলে ক্যাম্পশুদ্ধ ছেলেকে জাগিয়ে তুলে আনতাম।··· ভাগ্যে ওদের ক'জনকে খবর দিয়েছিলাম !

অনন্ত—আমি বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম অমল।

অমল—লাইন ক্লিয়ার দিয়েছ ?

অনন্ত—না এখনো দিইনি।

অমল—বেশ, আমরা তৈরী হয়ে খবর না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই লাইন

ক্লিয়ার দিও না। (পায়চারী করে উইঙ্গসের কাছে গিয়ে) যাক্, ওরা এসে পড়েছে। এবার তুমি লাইন ক্লিয়ার দিতে পার।

অনন্তর প্রস্থান। পাঁচকড়ি, খগেন, স্বরাজ, সাদেক ও সুনীলের প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—ব্যাগার কি অমল ?

অমল—ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে বড় অপমানের পাঁচকড়ি। এ অপমান আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। এখনই আমাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঁচকড়ি—কিসের ব্যাবস্থা !

অমল—এ্যামেরিকানরা মতলব করেছে আসাম মেল্ থেকে মেয়ে নামিয়ে নেবে।

সাদেক—কি !

পাঁচকড়ি—মনে করেছে কি শালারা—এটা কি ওদের ষ্টেট্স্ নাকি !

সুনীল—এই শুনেই এত লাফালাফি করছিস্। আর সেদিন এই এ্যামেরিকানরা ফারকাটিঙে কি করেছে জানিস। ভর্-দুপুরে গোটা তিনেক এ্যামেরিকান্ একটা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে মেয়েদের টানাটানি সুরু করে। ভয় পেয়ে মেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে আশে পাশের সব লোক ছুটে আসে। বেগতিক দেখে তখন এ্যামেরিকান্গুলো বেপরোয়া গুলি চালাতে চালাতে পালিয়ে যায়। সেই গুলিতে তিনটে লোক মারা যায়।

স্বরাজ—এ রকম তো হামেশাই হচ্ছে। ওদের জ্বালায় কলকাতায় মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে পারে না।

খগেন—অথচ শালাদের মুখে সব সময়ে ফ্রেণ্ডশিপের বুলি !

সাদেক—এর একটা বিহিত করতেই হবে অমলবাবু।

সুনীল—বিহিত আর তুমি কি করবে সাদেক ! বাধা দিতে গেলে হয় ওদের হাতে মৃত্যু নয় আমাদের প্রভুদের বিচারে কয়েদ।

পাঁচকড়ি—আর ভয় দেখাসনি সুনীল, ভয়ে ভয়ে তো আধমরা হয়েই আছি। তা বলে এমন একটা কাণ্ড হাত পা গুটিয়ে চোখের ওপর দেখব কেমন করে। আমরা মানুষ না জানোয়ার!…না না অমল, এ আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

সাদেক—আলবৎ, মরতে যদি হয় মরদের মত মরব।

অমল—তা হলে ইষ্ট ইয়ার্ড আর ওয়েষ্ট ইয়ার্ডের ষ্টাফদের খবর দিয়ে এখনি জড় করতে হবে। আর লাঠি, ডাণ্ডা, রড, যা পাওয়া যায় সবই হাতের কাছে মজুদ রাখতে হবে।

সুনীল—(অমলের হাত চেপে ধরে) ভাল করে একটু ভেবে দেখ অমল। একটা মারপিটের মধ্যে যাওয়া কি ঠিক হবে।

পাঁচকড়ি—নাঃ, মারপিট করব কেন, ওদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে ন্যাজ নাড়ব।

অমল—সাদেক, তুমি অনন্তকে ডেকে নিয়ে এসতো।… তাহলে খগেন আর পাঁচকড়ি, তোমরা ইষ্ট আর ওয়েষ্ট ইয়ার্ডে চলে যাও।

সাদেক, খগেন ও পাঁচকড়ির প্রস্থান।

সুনীল—এখনও ভেবে দেখবার সময় আছে অমল। ব্যাপারটা কিন্তু খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

স্বরাজ—আর এ্যামেরিকানরা যে ব্যাপারটা করতে চলেছে, সেটা কি তোমার কাছে খুব মামুলি মনে হচ্ছে সুনীল।

সুনীল—আহা, আমি কি তাই বলছি নাকি। আমি বলছি কি, একটু সাবধান হয়ে নিজেদের সামলিয়ে কাজটা হাসিল করা যায় না।

অনন্ত ও সাদেকের প্রবেশ।

অমল—লাইন ক্লিয়ার দিয়েছ?

অনন্ত—হ্যাঁ, আউট্ রিপোর্টও পেয়েছি।

খগেন, পাঁচকড়ি ও আরও পাঁচ, ছ'জনের লাঠি, রড্ হাতে প্রবেশ।

অমল—দেখ, ওদের শায়েস্তা করার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। ওরা বৃটিশেরও প্রভু, যে বৃটীশের আমরা দাস। ওদের হাতে আছে রাইফেল, রিভলভার, আইন, কানুন। তবুও আমরা বাধা দেব, আমাদের চোখের ওপর আমাদের মা-বোনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেব না—

নেপথ্যে ট্রেণ আসার শব্দ। সকলে কান পেতে শোনে।

অমল—তুমি স্টেশনে যাও অনন্ত। নতুন কিছু খবর থাকলে তখনই জানিয়ে যাবে।

অনন্ত'র প্রস্থান। ট্রেণের শব্দ আরও কাছে আসে। নীরবে ছেলেরা ভাগ হয়ে গিয়ে উইংসের আড়ালে দাঁড়ায়। অমল একা ষ্টেজের ওপর পায়চারী করে। অমল উইংসের পাশে দাঁড়ায়।

পাঁচকড়ি—(নেপথ্যে চাপা গলায়) ঘাবড়াবার কিছুই নেই অমল, আমরা প্রায় কুড়িজন আছি।

অমল সরে আসে। নেপথ্যে মিশ্রিত কোলাহল। চা ও খাবারের ভেণ্ডারের হাঁক। অনন্তর প্রবেশ।

অনন্ত—লাইন ক্লিয়ার পাঠিয়ে দিয়েছি অমল, এখনই গাড়ী ছাড়বে।—ওরা ঠিক করেছে, ট্রেণ স্টার্ট করলেই ড্যান্ ঢুকে পড়বে লেডিজ কম্পার্টমেণ্টে। হ্যারি আর ওয়াকার্ লেভেল্ ক্রসিঙের কাছে একখানা জিপ নিয়ে অপেক্ষা করবে।

অমল—সব ঠিক আছে অনন্ত, তুমি যাও—

অনন্তর প্রস্থান। নেপথ্যে গার্ডের হুইসিল, ইঞ্জিনের ষ্টার্টের শব্দ। টর্চের আলো এসে পড়ে ষ্টেজের ওপর। অমল উইংসের পাশে সরে দাঁড়ায়।

পাঁচকড়ি—(নেপথ্যে) সাদেক।

সাদেক—(নেপথ্যে) ঠিক আছে পাঁচকড়িবাবু।

টর্চ হাতে সবেগে ড্যানের প্রবেশ। অপর উইঙ্গস পর্যন্ত যায়। লোহার রড্ 'অন্ গার্ড' পজিশনে ধরে সাদেক লাফিয়ে প্রবেশ করে প্রচণ্ড চিৎকার করে "হণ্ট—।' চমকে উঠে ড্যান্ কয়েক পা পেছিয়ে ষ্টেজের মাঝ বরাবর দাঁড়ায়। সাদেক রড্‌টাকে একই ভাবে ধরে ড্যানের দিকে এগিয়ে যায়। অন্য ছেলেরা ছুটে এসে ড্যানকে ঘিরে ধরে। ড্যানের হাত থেকে টর্চ পড়ে যায়।

পাঁচকড়ি—দিস্ ইজ্ নট্ ইওর্ স্টেট্‌স্—দিস্ ইজ আওয়ার মাদারল্যাণ্ড ইণ্ডিয়া।

অমল সাদেকের কাঁধে হাত রাখে। অন্য ছেলেরা "মনে করেছ কি", "জান্‌সে মার্ দেগা"; ইত্যাদি বলতে বলতে তেড়ে তেড়ে যায়। সাদেক রড্‌টা আছড়ে ফেলে। সকলে চুপ করে।

সাদেক—(একেবারে ড্যানের মুখোমুখি এগিয়ে গিয়ে) বোলো, ফিন্ কভভি এয়সা করেগা ?

ড্যান—নো জো।

সাদেক—(হুকুমের ভঙ্গিতে হাত তুলে) ঠিক হ্যায়, যাও—

ঘুরে দাঁড়িয়ে ড্যান্ ধীরে ধীরে চলে যায়। হু হু শব্দে ট্রেণ চলার শব্দ। ছেলেরা কাছ ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে ড্যানের দিকে চেয়ে থাকে।

—পর্দা—

চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

ক্যাম্প। নেপথ্যে হুইসিল। চার পাঁচ জনের এদিক ওদিক থেকে হুড়মুড় করে প্রবেশ।

১নং—দেখ মাইরী, পি, টি'র এখনো পাক্কা দশমিনিট বাকী, আর শালা হাবিলদার মেজর কিনা হুইসিল বাজিয়ে দিলে।

২নং—এই, কেউ ফলইন করিস্‌নি।

ল্যাঃ নাঃ দত্ত'র প্রবেশ।

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—যে যে পোষাকে আছ, ওই ভাবেই আভভি ক্যানটীনমে ফল ইন।

সকলে ল্যাঃ নাঃ দত্তকে ঘিরে ধরে।

৩নং—কেন নায়েক সাহেব, ক্যানটীনে আবার এই সকাল বেলায় কি হবে!

ল্যাঃ নাঃ দত্ত—অতশত জানিনা বাপু, সুবেদার সাহেবের হুকুম। মেজর সাহেব এসেছেন—

সবেগে প্রস্থান।

৪নং—ব্যাপারটা কি বলতো! পি, টি'র বদলে ক্যানটীন! আর এই সাত সকালে খোদ মেজর নেলসন উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে!

১নং—চলতো, দেখাই যাক না।

সকলের প্রস্থান। মেজর নেলসন, সুবেদার ও হাবিলদার মেজরের প্রবেশ।

সুবেদার—(হাঃ মেজরকে) আঃ, ফলইন করতে এত দেরী হচ্ছে কেন?

হাঃ মেজর প্রস্থানোদ্যত।

মেঃ নেলসন—টিক্ হ্যায় সুবেদার সাব—লেট দেম্ কাম্।

ধীরে ধীরে দুজন, চারজন করে ছেলের প্রবেশ। সকলেই উৎকণ্ঠিত। এ ওর গা টেপাটেপি করে, অসহায় ভঙ্গি করে।

সুবেদার—কোম্পানি—এ্যাটেনশান—

মেঃ নেলসন—(সুবেদারের কাছে গিয়ে) লেট দেম্ সিট ডাউন্ সুবেদার সাব—

সুবেদার—আচ্ছা, তোমরা বসে পড়।

ছেলেরা সকলে বসে।

মেঃ নেলসন—(ছেলেদের দিকে এগিয়ে) আজ বহৎ ভারী য়েক্ বাৎ

ম্যায় তুম্ লোগোঁকো বোলেগা। ইটস্ অল্ এ্যাবাউট দি ওয়ার্, উই আর এ্যাটাক্‌ড—(থেমে পেছিয়ে সুবেদারকে) সুবেদার সাব ইউ এক্সপ্লেন।

সুবেদার—তোমরা সকলেই জান, গত একমাস ধরে আসাম-বর্মা সীমান্তে যুদ্ধ সুরু হয়েছে। টিড্ডিম্ ফল্ করেছে। কিন্তু যে খবর দেওয়ার জন্যে তোমাদের ডাকা হয়েছে, তা আরও গুরুতর। জাপানীরা আমাদের ফোর্থ কোর্ এলাকা আক্রমণ করেছে। আজ আমাদের ওপর বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। আজ আমাদের ওপর নির্ভর করছে সীমান্তের সৈনিকদের খাওয়া-পরা, যুদ্ধের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, সব কিছুই। আজ আমরা যত বেশী কাজ করতে পারব, জাপানের পরাজয়ের দিন ততই এগিয়ে আসবে, ভারতবর্ষের নিরাপত্তা ততই মজবুত হবে, আর আমাদের ঘরে ফেরার দিন ততই নিকট হবে।

ছেলেদের মধ্যে থেকে মৃদু একটা গুঞ্জণধ্বনি ওঠে। সুবেদার, হাঃ মেজর, মেজর নেলসন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে।

সুবেদার—আজ, এই এখন থেকেই কোম্পানিটাকে তিনভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথম দল থাকবে রেলওয়ে ডিউটীতে, দ্বিতীয় দল রেকী স্কোয়াড, আর তৃতীয় দল রিজার্ভ—

জনৈক—(উঠে দাঁড়িয়ে) আমরা বিড়ি খেতে পারি স্যার?

সুবেদার—হোয়াট (তেড়ে যেতে যায়)

মেঃ নেলসন—(বাধা দিয়ে) ইয়েস্ ইউ ক্যান্ স্মোক্।

অনেকগুলো বিড়ি, সিগারেট জ্বলে ওঠে। ছেলেদের নাড়াচড়া, গলা খাঁকারিতে কলরব সৃষ্টি হয়।

মেঃ নেলসন—সুবেদার সাব, ক্যারি অন্—

সুবেদার—শুনো জওয়ান, যো লোগ ডিউটীওয়ালা, উও লোগ ডিউটিমে

চলা যাও। বাকী সবকোই ক্যাম্প মে রহো, কোই ইধর্ উধর্ মত যাও। ন'বজে ফিন্ ফল্ ইন্।

সুবেদার, মেঃ নেলসন ও হাঃ মেজরের প্রস্থান। প্রায় সকলেই একসঙ্গে কথা বলে। পাঁচকড়ি, অনন্ত ও তিনজন বাদে সকলের প্রস্থান।

পাঁচকড়ি—(অনন্তকে) কিরে, শালারা যে সব হঠাৎ বোষ্টম হয়ে গেল।

অনন্ত—দেখছিস্না, বাছাধনদের গলায় যে পা পড়েছে।

১নং—টিড্ডিম তো গেছে, এইবার শালারাও টিম্‌টিম্ করতে সুরু করেছে। কর শালারা বুট পালিশ আর বিস্তারা ড্রেসিং! জাপানীরা যেন ওই চক্‌চকে বুট দেখে পালিয়ে যাবে।

২নং—জাপানীরা পালাবে না ছাই। এঁরা এইবার বীরত্বের সঙ্গে পশ্চাদপদ হতে সুরু করবেন। আর মরবার জন্যে ভেড়ার পাল তো আমরা আছিই।

৩নং—হ্যাঁঃ, অত সহজে মরব ভেবেছিস। ভাবছিস, এ শালাদের ছেড়ে কথা কইব। এই ক'বছর ধরে যত অত্যাচার করেছে, তার শোধ সুদে-আসলে নিয়ে তবে ছাড়ব।

১নং—নে রে চল, মৌকা তো এবার দেখছি আমাদেরই

১, ২ ও ৩নং-এর প্রস্থান।

অনন্ত—তাহলে সত্যিসত্যিই দিন ঘনিয়ে এল।

পাঁচকড়ি—তা এল বৈকি। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানিস? অস্ত্র যদি হাতে পাই, তাহলে জাপানীদের আগে এই শালাদের কচুকাটা করব।

অমল ও সুনীলের প্রবেশ।

অনন্ত—আচ্ছা অমল, এ শালাদের লড়াইয়ের মাঝখানে আমরা কেন মরতে এলাম বলতো?

সুনীল—তা যদি না আসতে তা হলে অন্ন জুটত কোথা থেকে।

অনন্ত—কিন্তু অন্ন জুটেই বা লাভটা কি হল—মরতে তো এবার হবেই।

সুনীল – দূর, জাপানকে কি আর এরা ঠেকাতে পারবে! তার মানে, আমরা এবার স্বাধীন।

পাঁচকড়ি—না ভাই সুনীল, ও স্বপ্ন ভেঙে গেছে। জাপান বা জার্মানি এসে আমাদের স্বাধীন করে দেবে, একথা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সুনীল—কেন!

পাঁচকড়ি—কেন? সেদিনকার রাতের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলি। ওই এ্যামেরিকানরা, ওরাও তো বলে, আমাদের রক্ষে করার জন্যেই ভারতবর্ষে এসেছে। ভারতবাসীকে ওরাও বন্ধু মনে করে। কিন্তু তার নমুনাতো সেদিন স্বচক্ষে দেখলি।

সুনীল—আহা, এরা যে বৃটীশের দলে—ওরকম তো হবেই।

অমল—কিন্তু এই এ্যামেরিকানরাও বৃটীশদের ঘৃণা করে।

পাঁচকড়ি—দেখ সুনীল, মিলিটারীতে ঢোকার আগে অনেক কথাই শুনেছিলাম, আর কত কি-ই না ভেবেছিলাম। শুনতাম, জার্মানরা নাকি শুধু ভারতকে উদ্ধার করবার জন্যেই বৃটীশের সঙ্গে লড়ছে। জাপান সম্বন্ধেও গালগল্পের অন্ত ছিল না। কিন্তু এখন দেখছি, সব শালাই সমান, সব শালা আছে ফুসলোবার তালে।

অমল—না পাঁচকড়ি, সকলেই সমান নয়। রাশিয়াতো কাকেও আক্রমণ করতে যায়নি। নিজেদের দেশ ছেড়ে আমেরিকার মত পরের দেশে মাতব্বরী করতেও যায়নি। আর দেখ, ষ্টালিনগ্রাডে কি ভাবেই না লড়ছে। এমনভাবে নিজের দেশের জন্যে লড়তে আর কাকেও দেখেছ এই যুদ্ধে?

সুনীল—তাতে আর চিঁড়ে ভিজবে না। ষ্টালিনগ্রাড আর রক্ষে

করতে হচ্ছে না বাছাধনদের! ষ্টালিনগ্রাড খতম মানেই তো ইরাণ, ইরাকের মধ্যে দিয়ে সোজা ভারতবর্ষ।

অনন্ত—অতটা খুশী হয়োনা সুনীল, ব্যাপারটা ঠিক অত সহজ নয়। কই মস্কো, লেনিনগ্রাড তো আজও জার্মানরা দখল করতে পারেনি। একদিন জয়ন্ত বলেছিল, ওই রাশিয়ার মাটীতেই হিটলারকে কবরে যেতে হবে। সমাজতন্ত্রের দেশ, সেখানকার মানুষই আলাদা। জার্মানি, জাপান বা আমাদের মত ভাড়াতে সৈন্য রাশিয়ায় নেই।

অমল—আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, ষ্টালিনগ্রাডের পতন কিছুতেই হতে পারে না।

সুনীল—কি বাবা, সব যে দেখছি রাশিয়ার ভক্ত হয়ে গেলে!

সবেগে স্বরাজের প্রবেশ।

স্বরাজ—কিরে, সব মুখ গোমড়া করে আছিস কেন?

অনন্ত—তা উল্লাস করার মত কোন খবরটা এই ভোর বেলায় পেলে শুনি। জাপান এগিয়ে আসছে বর্মা পার হয়ে আসামের মধ্যে—এটা আর যারই কাছে সুখবর হোক না কেন, আমার কাছে তো নিশ্চয়ই নয়।

স্বরাজ—কিন্তু আমি এমন খবর দিতে পারি, যা শুনলে এখুনি তোরা লাফিয়ে উঠবি।

পাঁচকড়ি—কি খবর শুনি।

স্বরাজ—তাহলে শোন। ষ্টালিনগ্রাডে আড়াই লক্ষ জার্মান সৈন্য ঘেরাও হয়ে গেছে।

অনন্ত—মাইরী বলছিস!

স্বরাজ—মাইরী। খবরের কাগজে আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। বুঝলি, জার্মানি এবার কুপোকাৎ। আমি বলে দিচ্ছি, আর একটা বছর, বড় জোর দেড় বছর, তার মধ্যেই আমরা বাড়ী ফিরছি।

সুনীল—কিন্তু জাপান যে ফোর্থ কোর্ এলাকা আক্রমণ করেছে।

পাঁচকড়ি—তাতে কি হয়েছে, আমরাই শালাদের পেঁদিয়ে পগার পার করে দেব।

অনন্ত—তাহলে এই নরক থেকে আমরাও মুক্তি পাব—

নেপথ্যে হুইসিল। সকলের সবেগে প্রস্থান।

পর্দা

পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

রেলওয়ে ইয়ার্ড। স্বরাজ ও পাঁচকড়ির প্রবেশ—মাথা খালি, চুল অবিন্যস্ত, পোষাক নোঙরা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

পাঁচকড়ি—হ্যাঁরে, আজকের পাস্-ওয়ার্ডটা কিরে?

স্বরাজ—লক্ড়ি।

পাঁচকড়ি—জানিস স্বরাজ, আর কিছুক্ষণ আগেও মনে ছিল। কিন্তু হঠাৎ ভুলে গেলাম।

স্বরাজ—ভুলে গেলে কিন্তু কেলেঙ্কারি। চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে বলতে না পারলে সোজা গুলি চালিয়ে দেবে।

পাঁচকড়ি—তা হালচাল বুঝছিস কেমন।

স্বরাজ—হালচাল আর কি। শুনলাম তো কোহিমা হয়ে গেছে। আর তো মাত্র ছেচল্লিশ মাইল।

পাঁচকড়ি—আজকের রেডিওর খবর শুনেছিস নাকি?

স্বরাজ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ষ্টালিনগ্রাড সাফ হয়ে গেছে—সমস্ত জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে আর লেলিনগ্রাডের অবরোধ ভেঙে রেড আর্মি এগিয়ে চলেছে।

পাঁচকড়ি—এটা তো সুখবর। . কিন্তু, এ শালারা কি জাপানকে আর কটা দিনও রুখতে পারবে না। তারপর রেড আর্মিইতো কাজ হাসিল করবে। কিন্তু অতদিন কি আমরা বাঁচতে পারব।

শিবেনের প্রবেশ—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পোষাক অবিন্যস্ত।

স্বরাজ - আর কেন, এইবার পাততাড়ি গুটোবার বন্দোবস্ত কর।

শিবেন—সে বন্দোবস্ততো আজ সকালেই হয়ে গেছে।

পাঁচকড়ি—কি রকম।

শিবেন—কুড়িখানা বগি দিয়ে একটা স্পেশ্যাল ট্রেণ তৈরী হয়েছে। লোকো শেডে তার ইঞ্জিণ চব্বিশ ঘণ্টাই রেডি।

পাঁচকড়ি—তার মানে পালানোর পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত।

শিবেন—শুধু কি তাই। লরি বোঝাই মালপত্তর ইতিমধ্যেই আসতে সুরু হয়েছে। কামরায় কামরায় নাম লটকান হয়ে গেছে। এরিয়া হেডকোয়ার্টারের মাতব্বররা আর তাঁদের ট্যাকের নার্সগুলো কেবল যেতে পারবে।

স্বরাজ—যা থাকে কপালে, আমিও উঠে পড়ব ব্রেকে।

শিবেন—ওই আনন্দেই থাক। এ গাড়ীর ড্রাইভার, ফায়ারম্যান সব সাদা চামড়া।

পাঁচকড়ি - তার মানে, আমাদের কামানের মুখে রেখে ওঁরা কেটে পড়বেন।

খগেনের সবেগে প্রবেশ।

খগেন—শুনেছিস, বোকাজান থেকে কন্ট্রোল ফোনে বলেছে, জাপানীরা বোকাজানে ঢুকে পড়েছে।

স্বরাজ—(পাঁচকড়ির হাত ধরে চলার ভঙ্গি করে) চল মাইরী, আমরা রওণা হয়ে পড়ি। বোকাজান মানে তো আর দশ মাইল। তবে আর কতক্ষণ।

পাঁচকড়ি—কিন্তু পালাব কোন চুলোয়। রাস্তা ঘাটতো চিনি না। শেষে জঙ্গলে ঢুকে বাঘভাল্লুকের পেটে যাব।

বিমর্ষ মুখে সুনীলের প্রবেশ।

শিবেন—কি রে, কি হয়েছে ?

সুনীল নীরব, সকলে সুনীলকে ঘিরে ধরে।

খগেন—বল না, খবর পেয়েছিস নাকি কিছু।

সুনীল—ধানশিরিতে দু'জন জাপানী ধরা পড়েছে। (হঠাৎ খগেনের হাত চেপে ধরে) আমাদের কি হবে খগেন।

পাঁচকড়ি—কি আর হবে, ডাহা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরতে হবে। ওঃ, এমন ফাঁদেই পড়েছি যে নড়বার ক্ষমতাটী নেই।

শিবেন—(বাইরের দিকে চেয়ে) এই, সুবেদার সাহেব আসছেন।

পাঁচকড়ি—আসছেন তো কি হয়েছে। আর ভয়ডর করি না। সাফ সোজা কথা আমি জিজ্ঞেস করব। দেখি শালা কি বলে। ওই স্পেশ্যাল ট্রেণে ওরও তো জায়গা জুটবে না।

সুবেদারের প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—আমাদের কি হবে স্যার।

সুবেদার—কেন, তোমাদের কি হয়েছে।

স্বরাজ—শুনলাম তো বোকাজান আর ধানশিরি, দু'দিক দিয়েই জাপানীরা ডিমাপুর ঘেরাও করে ফেলেছে। এদিকে বড় কর্তাদের জন্যে স্পেশ্যাল ট্রেণেরও বন্দোবস্ত হয়েছে। আমরা কি স্যার বেঘোরে প্রাণ দেব।

সুবেদার—আমরা যে পরাধীন জাত স্বরাজ, আমাদের প্রাণের মূল্য কে দেবে।......না, না, তোমরা যা শুনেছ, ও সমস্তই গুজব। আজ দুপুর থেকে সেকেণ্ড বৃটীশ ডিভিশন আসছে কোহিমা রক্ষা করতে।

কোহিমা এখনও আমাদের হাতে আছে। যাও, তোমরা যে যার কাজে যাও। এভাবে জটলা করতে দেখলে সাহেবরা সন্দেহ করবে।

সুবেদার বাদে সকলের ধীরে প্রস্থান।

সুবেদার—(কি যেন মনে করে চমকে উঠে) স্বরাজ—স্বরাজ—

স্বরাজের প্রবেশ।

সুবেদার—ওয়েষ্ট ইয়ার্ড ফোরম্যানকে ডেকে দাও তো—

স্বরাজের প্রস্থান। অমলের প্রবেশ।

সুবেদার—ওঃ, তুমি। হ্যাঁ, দেখ, অফিসারদের স্পেশ্যাল ট্রেণটা ট্রুপস্ সাইডিঙে এখনই প্লেস্ করে দাও।

অমল -এখনই !

সুবেদার—হ্যাঁ, মেজর সাহেব আধঘণ্টার মধ্যে ইন্স্পেক্সনে আসবেন। কোন রকম গাফলতি কর না।

প্রস্থান।

অমল—(ভেতর দিকে গিয়ে) সাদেক, ইঞ্জিনটা এক নম্বরে নিয়ে এস।

মবারকের প্রবেশ।

মবারক—কি হয়েছে অমলবাবু ?

অমল—কি আর হবে মবারক। এইবার বোধহয় নিজেদের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার সময় হয়েছে।

নেপথ্যে ইঞ্জিনের ভস্ ভস্ শব্দ।

অমল—(চমকে ছুটে গিয়ে) আস্তে সাদেক, আস্তে—

গাড়ীতে গাড়ীতে ঠোকাঠুকির শব্দ।

অমল—সর্বনাশ

মবারক—কি হবে অমলবাবু।

দৌড়ে সাদেকের প্রবেশ।

সাদেক—কি করে সামলাব অমলবাবু—লাইনটা যে ভীষণ গড়ানে—

অমল—(ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে) সাদেক, তুমি চলে যাও ব্রেকে—জোরসে হ্যাণ্ডব্রেক্ লাগাও।

সাদেক—হ্যাণ্ড-ব্রেকগুলো যে ধরে না।

অমল—(চিৎকার করে) উপায় নেই সাদেক, এ গাড়ীতে কোন এ্যাক্সিডেণ্ট হলে, জাপানী-চর বলে আমাদের গুলি করে মারবে।

সাদেকের সবেগে প্রস্থান।

অমল—এক কাজ কর মবারক্, ইঞ্জিনের সামনে উঠে কাপলিঙটা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর।

মবারকের প্রস্থান।

অমল—(ভেতর দিকে গিয়ে) খুব সাবধান। (ইঞ্জিনের ভসভস্ শব্দ, সিগন্যাল দেয়) ঠিক হ্যায়—আস্তে—আস্তে—(ধীরে ধীরে পেছিয়ে আসে) আর দু'ইঞ্চি। কাপলিঙটা লাগাতে পারলে আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলাম মবারক। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খুব সাবধান—আর যেন বাম্প না লাগে—

ইঞ্জিনের ষ্টীম খোলার শব্দ—ঠোকাঠুকি। নেপথ্যে আর্তনাদ। অমলের প্রস্থান। "ম-বা-র-ক" পেছু হেঁটে অমলের প্রবেশ—জামা কাপড় রক্ত।

অমল—না, না, মবারক—মবারক---না, না—

দৌড়ে সাদেকের প্রবেশ।

সাদেক—এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছি অমলবাবু। (চমকে) অমলবাবু—অমলবাবু - অমলবাবু—

অমল—সাদেক, মবারক একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—

সাদেক—এ্যাঁ!

সবেগে প্রস্থান। নেপথ্যে আর্তনাদ, "মবারক" বেগে প্রবেশ।

সাদেক—টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মবারক একেবারে দু'টুকরো

হয়ে গেছে! মবারক। তোর নামে কিরে করছি মবারক, এ শালাদের আমরা তোরই মত টুকরো টুকরো করে দেব।

অমল প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। সাদেক অমলকে জড়িয়ে ধরে।

সাদেক—এ শালা ডালকুত্তাদের আমরাও টুকরো টুকরো করে দেব অমলবাবু—

—পর্দা—

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্যাম্প। নেপথ্যে রেডিওতে খবর বলা হচ্ছে। ছেলেরা উইঙ্গসের দিকে জড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে শুনছে, পাঁচকড়ি, সুনীল ও খগেন উপস্থিত।

রেডিও—(নেপথ্যে) এ খবর শুনছেন অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। লাল ফৌজ জার্মানদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে রাশিয়ার শেষ সীমান্তে। একই সঙ্গে লাল ফৌজ প্রবেশ করেছে রুমানিয়া আর পোলাণ্ডের মধ্যে। জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যূহ লাল ফৌজের আক্রমণে প্রতি মুহূর্তেই ধ্বসে পড়ছে। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে লাল ফৌজ উল্কার বেগে ছুটে চলেছে বার্লিন অভিমুখে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকানরা কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করেছে। বর্মায় ফিফথ্ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন ফোর্ট হোয়াইট দখল করে এগিয়ে চলেছে মান্দালয়ের দিকে। এখবর শুনলেন অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে। খবর বলা আজকে এইখানেই শেষ হল।

ছেলেরা চিৎকার করে "হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে—" কেউ নাচে, কেউ অপরের গলা জড়িয়ে হাসে। পাঁচকড়ি, খগেন, সুনীল ছাড়া সকলের প্রস্থান।

খগেন—কি রে সুনীল, তোর হিটলার অবতার যে কুপোকাৎ—

সুনীল—তাইতো দেখছি। শালা কোন কম্মেরই নয়, কেবল বচনবাগিশ।

পাঁচকড়ি—আরে গুলি মার শালা হিটলারের কথায়। এবার বাড়ী ফেরা আটকায় কোন শালা। কি রকম টাইট দিচ্ছি, তাই বল্।

সুনীল—তুই আবার কাকে টাইট দিচ্ছিস।

পাঁচকড়ি—কেন। ওদিকে রেড আর্মি টাইট দিচ্ছে জার্মানিকে আর এদিকে আমরা দিচ্ছি জাপানকে।

খগেন—কিন্তু আমরা আর কি করলাম পাঁচকড়ি?

পাঁচকড়ি—আমরা করলাম না তো কি সেকেণ্ড বৃটীশ ডিভিশন করল! তারা তো কচুকাটা হয়ে গেল। জাপানকে ঠেকাল কে? আসাম রাইফেল—এই ব্লাডি ইণ্ডিয়ানরা। আজ মান্দালয়ে পৌচচ্ছে কে? ফিফথ ইণ্ডিয়ান ডিভিশন—এই ব্লাডি ইণ্ডিয়ানরা। মবারকের মত কত হাজার হাজার ব্লাডি ইণ্ডিয়ান ঝুটমুট প্রাণ দিলে। তবুও আমরা কিছুই করিনি।

সুনীল—তাতে আর লাভটা কি হল পাঁচকড়ি। আবার তো সেই প্যারেড আর ফেটীগ, আর কথায় কথায় হুমকি। যাই বল্ খগেন, ওই দুটো মাস কিন্তু কেটেছিল ভাল। রয়াল বেঙ্গল টাইগাররা একেবারে ফেউ ব'নে গিয়েছিল।

পাঁচকড়ি—করিয়ে নিক শালারা। আব কদিন। বড় জোর আর এক বছর এক সপ্তা—

খগেন—একবছর একসপ্তা কেন!

পাঁচকড়ি—এই দেখ না, আর এক সপ্তার মধ্যে বার্লিন ফল্ করছে, তারপর টুয়েল্ভ মান্থস্ দেয়ার-আফটার—

সুনীল—কিন্তু জাপান!

পাঁচকড়ি—আরে ছোঃ, চল্, চল্—

সকলের প্রস্থান। দূর থেকে সৈনিকদের পায়ের শব্দ আর গানের সুর আসে। তিনজনের সারিতে রুট মার্চ প্রবেশ করে।

গান

জিন্দেগী হ্যায় প্যারসে, প্যারসে বিতায়ে যাও।
জিন্দেগী হ্যায় কৌমকি, কৌমসে বিতায়ে যাও।

ষ্টেজের মধ্যে খানিকটা আসার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে হাঁক, "কোম্পা ন—হল্ট।" ছেলেরা থেমে পড়ে।

১নং—শুধু শুধু হল্ট করালে কেন। বেশ তো চলছিলাম, বড় ভাল লাগছিল।

২নং—তোমার ভাল লাগার জন্যে তো আর রুট মার্চ করাতে আনেনি। দেখ, এইবার হয়তো পাঁয়তারা সুরু হবে।

সবেগে হাবিলদার সরকারের প্রবেশ।

হাঃ সরকার—তোমরা গান গেযো না।

১নং - কেন হাবিলদার সাহেব।

হাঃ সরকার—হাবিলদার মেজর বারণ করেছে।

২নং—ইস, বারণ করলেই হল।

নেপথ্যে হুকুম, "কোম্পানি, বাই দি রাইট—কুইক মার্চ।" ছেলেরা চলতে থাকে বেতাল পা ফেলে। হাঃ সরকার পাশে দাঁড়িয়ে হেঁকে চলে, "লেফট্-রাইট্-লেফট্—"স্কোয়াডের মুখ অপর উইঙ্গস পর্যন্ত এগিয়ে যায়। আবার নেপথ্যে হুকুম, "কোম্পানি হল্ট—।" ছেলেরা দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসে, গা টেপাটেপি করে। সবেগে হাঃ মেজরের প্রবেশ।

হাঃ মেজর—তোমরা খুব ভুল করছ। কয়েকটা চ্যাংড়া ছোঁড়ার মতলব শুনে আমার সঙ্গে চালাকি কর না। বিপদে পড়বে তোমরা, যারা নির্দোষ। যতদিন আমার কব্জিতে এই ক্রাউন আছে আর কোম্পানিতে মেজর নেলসন আছে, ততদিন আমি যা হুকুম করব, তাই তোমাদের শুনতে হবে।

জনৈক—(ভিড়ের মধ্যে থেকে) দূর শালা কুত্তা।

হাঃ মেজর বেগে এগিয়ে, থমকে দাঁড়িয়ে আবার পেছিয়ে আসে।

হাঃ মেজর—ওঃ, তোমরা বোধহয় মনে করছ, যুদ্ধ থেমে আসছে, আর মিলিটারী ডিসিপ্লিনও উঠে যাচ্ছে। আচ্ছা (চোখ কুঁচকে) কোম্পানি, বাই দি রাইট কুইক মার্চ।

ছেলেরা বেতালে চলতে থাকে। হাঃ মেজর বাইরের দিকে দেখে নেয়।

হাঃ মেজর—কোম্পানি—লেফট হুইল্—

সবেগে প্রস্থান। রুট্ মার্চের মুখ ষ্টেজ ভেদ করে গেছে—মাঝামাঝি এসে পড়েছে অমল, সাদেক, অনন্ত। ছেলেরা আর এগোচ্ছে না, মার্ক টাইম করছে। নেপথ্যে হাঃ মেজর হেঁকে চলেছে, "লেফট্-রাইট্-লেফট—আগে বাড়ো—লেফট-রাইট-লেফট—"

অনন্ত—(ডিঙ মেরে বাইরে দেখে) ওই পাঁকের মধ্যে নামাবে নাকি।

সাদেক—(অমলের হাত চেপে ধরে) আমরা কেউ ওই পাঁকের মধ্যে নামব না অমলবাবু।

অমল—না সাদেক, কিছুতেই না।

অনন্ত—কিন্তু সামনের ওরা তো আর চলতে পারছে না। ভিজে মাটিতে পা বসে যাচ্ছে। বারবার পেছন দিকে চেয়ে দেখছে অমল। (হঠাৎ আঁতকে উঠে) ওই যাঃ, সামনের ছেলেটা কাদার মধ্যে পড়ে গেল।

সাদেক—(অমলের হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে) অমলবাবু—

অমল—(প্রচণ্ড জোরে) হল্ট।

ছেলেরা দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে ঘুরে দাঁড়ায়। সবেগে হাঃ মেজরের প্রবেশ।

হাঃ মেজর—কে? কে হল্ট বললে?

অমল (লাইনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে) আমি।

হাঃ মেজর -(অমলের হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে) তুমি হল্ট বলবার কে?

সাদেক—(একলাফে অমলের পাশে এসে) খবরদার, হাত ছেড়ে দাও বলছি।

আরও কয়েকজন এসে অমলের পাশে দাঁড়ায়। হতভম্ব হাঃ মেজরের হাত থেকে অমলের হাত খসে পড়ে।

সাদেক—মনে করেছেন কি, আমরা কি বান্দা নাকি!

অনন্ত—আমরা সিপাই হতে পারি, কিন্তু মানুষ হিসেবে আপনার চেয়ে কোন অংশে নিচে নই।

হাঃ মেজর-(ঢোক গিলে) তা-তোমরা কি চাও।

অনন্ত—আমরা চাই মানুষের মত ব্যবহার।

সাদেক—রুট মার্চ করার সময় আমরা খুশীমাফিক গান গাইব।

হাঃ মেজর—বেশ তো, রুট মার্চ করার সময় গান গাওয়ার তো নিয়মই আছে। কিন্তু, আজ আমাদের প্রোগ্রাম ছিল ম্যানুভারিং—তাই গান গাইতে বারণ করেছিলাম।

জনৈক—ওরে আমার ভিজে বেড়ালটীরে। ম্যানুভারিং মানে বুঝি পাঁকে নামা।

হাঃ মেজর—বেশ, তাহলে চল, আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই!

ছেলেরা আবার লাইন দিয়ে দাঁড়ায়।

হাঃ মেজর—কোম্পানি এ্যাবাউট টার্ণ। বাই দি রাইট কুইকু মার্চ—

মার্চ করে ফিরে যায়। গান গেয়ে ওঠে, "জিন্দেগী হ্যায় প্যারসে—" সকলের শেষে হাঃ মেজর। পায়ের তাল ও গানের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যায়। নেপথ্যে কলরব। খালি মাথায় উত্তেজিত ভাবে অনন্ত, পাঁচকড়ি, সুনীল ও সাদেক মগ প্লেট হাতে ও জনকয়েকের প্রবেশ।

অনন্ত—কি করা যায় এখন! অমলকে তো অফিসে ডেকে নিয়ে গেল।

সাদেক—যা মনে হচ্ছে, শাস্তি তো দেবেই।

১ নং—অমলবাবুকে ফিরিয়ে না এনে আমরা কেউ খেতে যাবনা।

সাদেক—ঠিক হ্যায়, তুমি যাও, ব্যারাকে ব্যারাকে খবরটা দিয়ে দাও।

১নং ও তার সঙ্গে দুজনের প্রস্থান। আরও কয়েকজনের প্রবেশ।

সুনীল—কিন্তু এতে কি কোন লাভ হবে। এ তো মিউটিনীর মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সাদেক—তবে কি নেলসনকে বাপ ডেকে তার পা জড়িয়ে ধরব? ওসব চলবে না সুনীলবাবু, কুত্তাপনা করে আর বাঁচা যাবেনা।

পাঁচকড়ি—চল সকলে দপ্তরে, অমলকে কোন শাস্তি দেওয়া চলবে না।

সকলে দু'তিন পা এগিয়ে যায়। মেজর নেলসন্ ও তার দুপাশে সুবেদার ও হাঃ মেজরের প্রবেশ। তিনজনের কোমরে রিভলভার। সুবেদার ও হাঃ মেজরের হাত রিভলভারের ওপর। মেঃ নেলসনের হাতে সিগারেট।

মেঃ নেলসন—তুম্‌লোগ কিধর যাতা?

সাদেক—(এক পা এগিয়ে এ্যাটেনশান হয়ে) হাম্‌লোগ আপকো পাস্ যাতা থা—

মেঃ নেলসন—কেঁ্যা?

সাদেক—হাম্‌লোগ অমলবাবুকা বিচার দেখনে মাঙতা—

মেঃ নেলসন—উয়ো কসুর কিয়া—উসকো জরুর সাজা মিলেগা।

সাদেক—নহি সাব উনকো কোই সাজা হোনা নহি চাহি—উনকো কোই কসুর নহি। হাবিলদার সাব উনকো ঝুটমুট ফাঁসানে মাঙতা। আপ সাজা দেনে মাঙতা তো পূরা কোম্পানিকো সাজা দিজিয়ে। হাম্‌লোগ তৈয়ার হ্যায়।

মেঃ নেলসন—(হাঃ মেজরের দিকে বারেক তাকিয়ে দেখে) আচ্ছা, ঠিক হ্যায়, তুমলোগোঁকো বাত ম্যায় ইয়াদ্ রাখেগা। যাও, সবকোই খানা খা লেও।

সাদেক পেছিয়ে আসে। ভীড়ের মধ্যে থেকে গুঞ্জন, পরে কলরব, 'না, না, না!' মেঃ নেলসন, সুবেদার ও হাঃ মেজরর সবেগে প্রস্থান।

পাঁচকড়ি - কিছুতেই না, কক্ষনো না, ওই বলে আমাদের সরিয়ে দিয়ে অমলকে কোয়ার্টার গার্ডে পুরে দেবে।

সুনীল কিন্তু পাঁচকড়ি, ওরা যেন কেমন ভড়কে গেছে!

সাদেক আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ান সুনীলবাবু, দেখবেন ল্যাজ গুটিয়ে কেটে পড়বে।

১ নং—(বাইরের দিকে চেয়ে) ওই অমলবাবু আসছে।

ভীড়টা জমাট বেঁধে এগিয়ে যায়—সামনে সাদেক আর পাঁচকড়ি। অমলের প্রবেশ, দু'পাশে দুই সেন্ট্রি ও পেছনে গার্ড কমাণ্ডার।

পাঁচকড়ি তোমায ছেড়ে দেয়নি অমল!

অমল - মাত্র চোদ্দ দিনের কয়েদ—আমি নিজেই মেনে নিয়েছি। মেজর সাহেব কথা দিয়েছেন, প্যারেড প্রোগ্রাম কমানো হবে, আর হাবিলদার মেজরকে আজই ছুটি দেবে। আমাদের জয় হয়েছে পাঁচকড়ি।

সাদেক—কিন্তু কয়েদ কেন আপনি মেনে নিলেন অমলবাবু?

অমল - এ ছাড়া আর যে কোন উপায় ছিলনা। একদিকে কোম্পানির সকলের মঙ্গল, আর অন্যদিকে আমার কয়েদ। তোমরা খেতে যাও সাদেক—আমি মেজর সাহেবকে কথা দিয়েছি!

সাদেক কিন্তু অমলবাবু, আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারলেন না। আমরা এতগুলো মানুষ কি কিছুই করতে পারতাম না!

গার্ড কঃ—(কথা শেষ করতে না দিয়ে) এ্যাকিউজড এ্যাণ্ড এস্কর্ট—টু দি গার্ড রুম্ - কুইক্ মার্চ—

অমল, সেন্ট্রি ও গার্ড কমাণ্ডারের প্রস্থান। ছেলেরা অপলক দৃষ্টিতে সেই দিকে চেয়ে থাকে।

—পর্দা—

পঞ্চম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

ক্যাম্পের রাস্তা। পাঁচকড়ি, সাদেক, স্বরাজ ও শিবেন।

পাঁচকড়ি—হ্যাঁরে স্বরাজ, ঠিক জানিস তো, ওরা আজ আসছে।

স্বরাজ—তাই তো শুনে এলাম।

সাদেক—ওঃ, শালারা কি চালটাই না চেলেছে।

শিবেন—তখনই আমার মনে হয়েছিল, কোহিমায় রেষ্টের জন্যে পাঠান, ওসব স্রেফ ভাঁওতা। আসলে আমাদের দল ভেঙ্গে দিয়ে দু' ভাগ করে ফেলা—তারপর জুলুম চালানো।

নেপথ্যে মোটর ট্রাকের শব্দ।

স্বরাজ—ওই ওরা এসে পড়েছে।

স্বরাজ ও শিবেনের প্রস্থান।

পাঁচকড়ি সাদেক!

সাদেক—আর কি, ওই তো ওরা এসে পড়েছে।

বিছানা কাঁধে অমল, খগেন ও অনন্তর প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—তোমরা ফিরে এসেছ অমল, আমি যেন বাঁচলাম। সত্যিই আর পারছিনা ভাই।

সকলে বোঁচকা নামিয়ে রাখে।

অমল সব কথা খুলে বল পাঁচকড়ি

ছ'জন কয়েদী, পিঠে প্যাক্, ডবল্ মাচ করতে করতে প্রবেশ করে বেরিয়ে যায়। সুবেদার ও নায়েক রামজীবনের প্রবেশ।

সুবেদার—(থমকে দাঁড়িয়ে) উধর্ কোঁ্যা লে গয়া? এই সড়ক্ পর-পিঠ্ঠু প্যারেড্ লেও, ইসি লোগোঁকো আখোঁ পর্, সমঝা?

সুবেদার ও নায়েক রামজীবনের প্রস্থান।

খগেন – ব্যাপারটা কি পাঁচকড়ি?

সাদেক—ব্যাপার তো দেখলেন নিজের চোখেই। এই-ই হচ্ছে কোম্পানির হাল। মেজর নেলসন অর্ডার দিয়েছে, যে যে এন-সি-ও সপ্তাহে অন্তত তিনজনকে পেশ করতে না পারবে, এক মাসের মধ্যে তাদের র‍্যাঙ্ক চলে যাবে।

খগেন—তাই এন-সি-ও'রা বুঝি জান প্রাণ দিয়ে র‍্যাঙ্ক বজায় করছে ?

পাঁচকড়ি তা করেছ বটে, কিন্তু সকলে নয়। ল্যান্স নায়েক দত্তর র‍্যাঙ্ক চলে গেছে, সিক্ এন-সি-ও হাবিলদার ব্যানার্জির ওই একই হাল। এদের জায়গায় বি-ও-আর'দের এন-সি-ও করা হচ্ছে।

অনন্ত - চালটা নতুন দেখছি।

পাঁচকড়ি তা নতুন বটে। কিন্তু তারই জন্যে ক্যাম্পের সমস্ত ব্যবস্থাই নতুন হয়ে উঠেছে। ঠিক ছটার মধ্যে মশারী না ফেললে সাতদিন কয়েদ। মশারীতে একটা ফুটো থাকলে তিনদিন। প্যারেডে ফলইন করতে দেরী করলে মিনিট প্রতি তিনদিন। দাড়ি ঠিক কামানো না হলে তিনদিন। তোমার খাওয়া শোওয়া, চলা ফেরা, প্রতিটী জিনিষের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে—আর পান থেকে চুণ খসলেই কয়েদ।

খগেন—(চোখ কুঁচকে) এটা কি শেষ মহড়া নাকি !

সাদেক—বোধহয় তাই। জায়গায় জায়গায় কিন্তু এসব জুলুমের জবাব দিচ্ছে অমলবাবু—

অমল কি রকম ?

পাঁচকড়ি—(জবাব দিতে উদ্যত সাদেককে বাধা দিয়ে) আঃ সাদেক, পরে হবেখন - এখনি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? হ্যাঁ, অন্য খবরও আছে অমল। রিলিজ রোল তৈরীর হুকুম এসে গেছে। আমাদের কোম্পানি এখন ষ্ট্যাণ্ড-বাই, যে কোনদিন মুভ্ করতে পারে।

অনন্ত—এটা তাহলে একটা সুখবর বল !

সাদেক—সব খবরই চাপা পড়ে গেছে অনন্তবাবু এদের জুলুমের চোটে। আজকে মনে হচ্ছে, কোম্পানির এ অবস্থাকে যদি বদলাতে না পারি, তাহলে বোধহয় রিলিজও হতে পারব না।

কয়েদীরা হাত উচু করে দৌড়তে দৌড়তে প্রবেশ ও প্রস্থান।

পাঁচকড়ি চল অমল, ব্যারাকে যাওয়া যাক।

বিছানা নিয়ে সকলের প্রস্থান। স্বরাজ, শিবেন ও স্থনীলের প্রবেশ।

স্থনীল—রেলের কাজ কি একেবারে শেষ হয়ে গেছে!

শিবেন যুদ্ধই থেমে গেল, আর রেলের কাজ! সুখের দিন শেষ স্থনীল। যে প্যারেড সুরু হয়েছে, শেষ পর্যন্ত প্রাণটা বাঁচলে হয়।

স্বরাজ—একটা নতুন জিনিষ দেখিসনি তো! কোম্পানিতে হাসপাতাল হয়েছে। সেখানে যত কটা হাত-ভাঙা, পা-মচকান, মাথায়-চোট-লাগা রুগীরা আছে। মেজর নেলসন আর সুবেদার মতলব করেছে, প্যারেডের মাঠে যে সব এ্যাকসিডেণ্ট হবে, তাদের পুরে রাখবে ওই হাসপাতালে।

স্থনীল—কি এমন প্যারেড বাবা, যে এত এ্যাকসিডেণ্ট!

স্বরাজ—সে কালই দেখতে পাবি। বেশ তো মজা লুটে এলি একটি মাস কোহিমায়। কি রকম নাগা মেয়ে দেখলি বল?

স্থনীল—আরে গুলি মার্ মেয়েদের কথায়। এখন বলতো দেখি, এদের মতলবটা কি! কেন এরা এমন করছে?

শিবেন—দেখ, এবার হয়তো রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই বাঁধাতে চায়।

স্বরাজ—যা বলেছিস্ শিবে, এদের ভাবগতিক দেখে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। প্যারেড, ফিল্ড ক্রাফট, নাইট পেট্রোলের বহর দেখে তো মনে হয়, যেন আমরা নতুন মিলিটারীতে ঢুকেছি।

নেপথ্যে হুইসিল।

স্বরাজ—কি বাবা, এখন আবার হুইসিল কিসের!

নেপথ্যে—'কোহিমাওয়ালা কলইন।'

স্বরাজ নাও, হুমকি হজম কর। হাবিলদার মেজর মুখুজ্যেটাকে তাড়ানোর পর এই সুবেদার শালা যেন একাই একশো হয়ে উঠেছে। চলরে শিবে, আমরা কেটে পড়ি।

স্বরাজ ও শিবেনের প্রস্থান। অনেকের প্রবেশ—তাদের মধ্যে আছে অমল, খগেন, অনন্ত। সকলে ইন্ থ্রি জ দাঁড়ায়। সুবেদারের প্রবেশ।

সুবেদার—স্কোয়াড, এ্যাটেনসান্। ··কোহিমাতে তোমরা ভালভাবে ছিলে শুনে আমি খুসি হয়েছি। তোমরা শুনেছ বোধহয়, রিলিজ রোল তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সেই আনন্দে কোম্পানিটাকে বাড়ী বানিয়ে তুলো না। আমি চাইনা কাকেও আটকে রাখতে। মেজর সাহেব বলেছেন, কোম্পানিতে কোনরকম বেয়াদপী বরদাস্ত করবেন না। যদি সত্যিই তোমরা বাড়ী ফিরতে চাও তাহলে মুখটি বুজে কোম্পানির ডিসিপ্লিন মেনে চল—এই আমার শেষ কথা। স্কোয়াড, ডিস্-মিস্—

সবেগে সুবেদারের প্রস্থান। মৃদু কলরব—ছেলেদের প্রস্থান। অমল পায়চারা করে। অনন্ত বেরিয়ে গিয়েও ফিরে আসে।

অনন্ত—(অমলের কাঁধে হাত রেখে) কি হল অমল ?

অমল—সেই কথাই ভাবছি অনন্ত। যুদ্ধ তো শেষ হল। এইবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। মিলিটারিতে আর না অনন্ত—আর পারছিনা—বাঁচার রাস্তা এটা নয়। কিন্তু বাড়ী ফেরার আনন্দে তো উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারছিনা। কি যেন মনে হচ্ছে! সন্দেহ জাগছে, ফিরে যাওয়া হবে কি! ··কোম্পানিটা যেন পরিষ্কার দুটো ভাগ হয়ে গেছে! অনেক বারুদ জমে উঠেছে—যে কোন মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। কিন্তু······দুনিয়ার সমস্ত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন আমরা কি করতে পারি · আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে

দেশের মানুষ জেনেছে, আমরা দেশের শত্রু। দুর্ভিক্ষের সময়ে মনে করেছে, আমাদের ফুর্তির জন্যে লাখে লাখে মানুষ না খেতে পেয়ে মরেছে। কিন্তু·· আমাদের কথা তো কাকেও জানাতে পারলাম না অনন্ত—সেন্সরসীপের কাঁচিতে আমাদের মনের প্রতিটি কথা কাটা পড়েছে। দুনিয়ার কেউ আমাদের কথা জানল না –

অনন্ত—কেন তুমি এত উতলা হচ্ছ অমল ?

অমল—কি জানি অনন্ত, কেমন যেন মনে হচ্ছে। বারবার বাড়ীর কথা মনে পড়ছে। ছোট বোন দুটোকে দেখার জন্যে বড় মন কেমন করছে। জান অনন্ত, আমার মিলিটারীতে ঢোকার খবর শুনে ওরা খুব কেঁদেছিল—

অনন্ত—চল অমল, ব্যারাকে গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে চল।

অমল—তুমি যাও। আমি এখনই আসছি—

অনিচ্ছুকভাবে অনন্তর প্রস্থান। অমল পায়চারী করে। পা টিপে টিপে পাঁচকড়ি ও সাদেকের প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—তোমায় খুঁজছিলাম অমল।

অমল—কেন পাঁচকড়ি।

সাদেক—৩:৩ কোম্পানির খবর শুনেছেন ?

অমল—কই, না তো। কি খবর ?

সাদেক—ওই কোম্পানির অফিসার থেকে ভি-সি-ও সব ক'টাকে এক রাতে সাবাড় করে দিয়েছে।···মাত্র একটী ষ্টেনগান অমলবাবু আর দশটা রাউণ্ড—

অমল—(ঝট করে সাদেকের হাত চেপে ধরে) সাদেক !

সাদেক—কি অমলবাবু, ডর্ লাগছে ?

অমল—হাঁ সাদেক, আমার খুব ডর্ লাগছে। আমি ভেবে ঠিক করতে পারছিনা, কি করলে এ অবস্থার শেষ হয়।

পাঁচকড়ি—তা হলে!

অমল—সেই কথাই বারবার ভাবছি। আজ বারবার জয়ন্তর কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে, সে থাকলে বোধহয় একটা রাস্তা বাতলাতে পারত।

সাদেক—তাহলে কি আমরা এমনি করে তিলে তিলে মরে যাব।

অমল—নিশ্চয়ই না, কক্ষনো না সাদেক। এ অবস্থাকে আমরা বদলাবই। কিন্তু একা একা আমরা কেউ কিছু করব না সাদেক। একটা নেলসন গেলে আরও দশটা নেলসন আসবে। আমিও একদিন ভেবেছিলাম, কয়েদ মেনে নিয়ে হাবিলদার মেজরকে তাড়ালাম—এইবার কোম্পানিতে সুবিচার আসবে। তার বদলে অত্যাচার আজ দশগুণ হয়েছে। সেদিন তুমিই আমার চোখ খুলে দিয়েছিলে সাদেক। কোম্পানির সমস্ত ছেলেকে নিয়ে একসঙ্গে লড়তে হবে। এই ব্যবস্থাটাকেই বদলে দিতে হবে—তবেই আমাদের সত্যিকার জয় হবে।

সাদেক—তার মানে আমাদের লড়াই বৃটীশের বিরুদ্ধে?

অমল—এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম সাদেক। চল, এবার ব্যারাকে যাই—

সকলের প্রস্থান।

পর্দা

পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

ক্যাম্প প্রাঙ্গণ। বেলচা, গাঁইতি কোদাল কাঁধে ১০।১২ জন সৈনিক দাঁড়িয়ে, তাদের মধ্যে আছে পাঁচকড়ি, সাদেক, খগেন, অনন্ত, রহমান। সুবেদার, হাবিলদার সংকার মাপজোখ শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। হাঃ সরকার ফিতে গুটাতে থাকে।

সুবেদার—শুনো জওয়ান, মেজর সাহেব খুসী হয়ে তোমাদের জন্যে একটা সুইমিং পুল মঞ্জুর করেছেন। সেই সুইমিং পুল-এর কাজ এখন থেকে সুরু হল। মেজর সাহেবকে আমি কথা দিয়েছি, এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে। এই এক সপ্তাহ তোমাদের প্যারেড মাপ। নাও, মন দিয়ে কাজ সুরু করে দাও।

সুবেদার ও হাঃ সরকারের প্রস্থান।

১নং—প্যারেড তো মাপ! এদিকে কোদাল চালাতে চালাতে যে বাঁধন ছিঁড়ে যাবে। আসলে শালারা আমাদের শাস্তি দিচ্ছে।

২নং—সুইমিং পুল আমাদের জন্যে হচ্ছে না আরও কিছু! ওখানে তো মেজর সাহেব নার্সদের নিয়ে জলকেলি করবেন আর আমরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকব।

খগেন—(২নংকে চাপা গলায়) কোদাল কেবল মাটিতে ঠুকবি, কিন্তু মাটি কাটবি না।

খগেন ঘুরে ঘুরে সকলের কানে কানে কথা বলে। কোদাল হাতে ঠেকিয়ে ছেলেরা গল্প করে।

রহমান—(সাদেকের কাছে গিয়ে) আমি তো আর দাঁড়াতে পারছিনা সাদেক মিয়াঁ—আমার বড় মাথা ঘুরছে। বোধহয় আবার জ্বর এল।

সাদেক—(রহমানের কপালে হাত রেখে) নে নে তুই বসে পড়। শালা ডাক্তারগুলো চলে এদের হুকুমে। জ্বর দেখেও রেষ্ট দেয় না।

রহমন একপাশে উবু হয়ে বসে মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে। সুবেদার ও হাঃ সরকারের প্রবেশ। ছেলেরা কাজ করার ভান করে।

সুবেদার—এ ভাবে কাজ করলে সাত দিন ছেড়ে সাত মাসেও শেষ হবে না। নাঃ, এ ভাবে দেখছি তোমাদের সঙ্গে চলবে না। আমি বলে দিচ্ছি, আজ পূরো এক হাত গর্ত করা চাই-ই। তার জন্যে সমস্ত দিনরাত কাজ করতে হলেও করতে হবে। হাবিলদার সরকার—

হাঃ সরকার—(সামনে এসে) ইয়েস্ স্যার্—

সুবেদার—তুমি এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবে। (ঘুরে দাঁড়িয়ে রহমানকে দেখে তার দিকে দৌড়ে গিয়ে) এই তুই যে দিব্যি মজাসে বসে আছিস ?

রহমান—(উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে) শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, তাই একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম স্যার্—

সুবেদার—জিরিয়ে নিচ্ছিলে স্যার! কে তোকে জিরোবার হুকুম দিয়েছে ?

রহমান—একটু জিরিয়ে আবার কাম্ করব স্যার্।

সুবেদার—কাম্ করবে! নিজের মর্জিমাফিক কাম্ করবে নাকি!

সুবেদার রহমানের ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়! রহমান প্রায় পড়ে যায়, জনৈক সৈনিক ধরে ফেলে। রহমান সুবেদারের দিকে কটমট করে তাকায়।

সুবেদার—(দৌড়ে গিয়ে রহমানের ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দিয়ে) ও সব চোখ রাঙানি আমাকে দেখাসনি, বুঝলি। তোদের চোখ রাঙানিকে আমি বুটের তলায় রাখি।

রহমান—(ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) ও বুট আমারও পায়ে আছে।

সুবেদার—(ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে) কি, কি বললি ?

সাদেক, পাঁচকড়ি ও কয়েকজন ছুটে এসে রহমানকে ঘিরে ধরে।

পাঁচকড়ি—সরকার আমাদের সকলেরই পায়ে বুট দিয়েছে স্যার্—

সুবেদার—(পাঁচকড়ির সামনে ঘুষি নেড়ে) মুখ সামলে কথা বল।

সাদেক—আপনি ঘুষি নামিয়ে নিন।

সুবেদার থতমত খেয়ে যায়। অন্যছেলেরা আড়াল থেকে কথা বলে।

১ নং- দে না শালাকে বুটটা দেখিয়ে।

২ নং হাত তুলে দেখুক তো একবার, শালার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

৩ নং—দে না শালার খুলিটা ফাটিয়ে সুইমিং পুল্ বানিয়ে।

৪ নং—নেলসনের কুত্তার সঙ্গে অত কথার দরকার কি! দাও ৩৩ কোম্পানি বানিয়ে।

সুবেদার কয়েক পা পেছু হেঁটে সবেগে প্রস্থান, পেছনে পেছনে হাঃ সরকারের প্রস্থান।

জনৈক—দূর শালা কুত্তার দল।

সাদেক, খগেন, পাঁচকড়ি ও জন দুই একপাশে উত্তেজিতভাবে কথা বলার ভঙ্গি করে। অন্যছেলেরা কোদাল ফেলে বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরাকরে।

১ নং—দেখলি তো, শালারা ভয় পেয়ে গেছে। বুঝলি না, যেমন কুকুর—তেমনি মুগুর।

হাঃ সরকারের প্রবেশ।

হাঃ সরকার—যাও, তোমাদের এখন ছুটি, যে যার ব্যারাকে চলে যাও।

১ নং—কেন হাবিলদার সাহেব, সুইমিং পুল হবে না!

হাঃ সরকারের সবেগে প্রস্থান। ছেলেরা কলরব করতে করতে প্রস্থান। নেপথ্যে গুঞ্জণ চলতে থাকে। একটী দুটী ছেলে ব্যস্তভাবে গম্ভীর মুখে ষ্টেজের ওপর দিয়ে চলে যায়: অমল, খগেন ও সাদেকের প্রবেশ।

খগেন—রহমানকে অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অমল—এখন নাকি কোয়ার্টার গার্ডে!

অমল—অফিসের অর্ডারলি সোহরাবের কাছে একজনকে পাঠিয়ে দাও—কি কি কথা হয়েছে, সমস্ত খবর আমাদের চাই।

সেন্ট্রির প্রবেশ।

সাদেক—এই তো, রহমান কেমন আছে রে?

একজন, দুজন করে পরপর ছেলেরা মগ প্লেট হাতে এসে জমতে থাকে।

সেন্টি—রহমান বেশ শক্তই আছে। আজ বেলা একটার সময় ওর ফিল্ড পানিশমেণ্ট। ওকে মিথ্যে কথা বলে অফিসে নিয়ে গিয়ে-

ছিল। অনেক কথাই ওকে জিজ্ঞেস করেছে। ও কিন্তু একটা কথাও ফাঁস করেনি। তাইতে রেগে গিয়ে মেজর সাহেব আর সুবেদার সাহেব দু'জনে মিলে ওকে মেরেছে। এমন মেরেছে যে ওর মুখ দিয়ে রক্ত ছুটেছে, দাঁতগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে।

সবেগে পাঁচকড়ির প্রবেশ।

পাঁচকড়ি—জান অমল, রহমানকে নাকি এমন শাস্তি দেবে, যা দেখে কোম্পানির সমস্ত ছেলে শায়েস্তা হয়ে যাবে।

অমল—বেশ তো! (সেন্ট্রিকে) রহমানের খাওয়া হয়েছে ?

সেন্ট্রি—না অমলবাবু, ভাতের থালা মুখের সামনে নিয়ে রহমান ঝরঝর্ করে কেঁদে ফেলেছে।

১ নং—রহমান যখন খেতে পারেনি, তখন আমরাও খাব না। আগে এর একটা বিহিত করব, তবে ভাত মুখে দেব।

২ নং—চল শালাদের দপ্তরে।

সবেগে কয়েকজন বেরিয়ে যেতে চায়।

অমল—(বাধা দিয়ে) আর একটু অপেক্ষা কর ভাই। দেখাই যাক্ না রহমানকে কি শাস্তি দেয়।

সাদেক—এখনও দেখব অমলবাবু!

পাঁচকড়ি—আমারও ওই একই কথা অমল।

অমল—দেখতে তো আমাদের হবেই। আমরা ছাড়া রহমানকে আর কে দেখবে! (সেন্ট্রিকে) তোমরাও রহমানকে দেখ। চল আমরা ব্যারাকে ব্যারাকে চলে যাই—

সেন্ট্রির একদিকে ও অন্যদের অপরদিকে প্রস্থান। ফাঁকা ষ্টেজ। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকে গুমরাণির একটা সুর বেজে চলে। মেজর নেলসন সুবেদার ও হাঃ সরকারের প্রবেশ।

সুবেদার—নায়েক রামজীবনকে বল, কয়েদীকে নিয়ে আসতে।

হাঃ সরকারের প্রস্থান।

মেঃ নেলসন—সুবেদার সাব, আই ওয়াণ্ট টু টিচ্ দি কোম্পানি এ লেস্‌ন্—

সুবেদার—ইয়েস্ স্যার্ –

হাঃ সরকার, নায়েক রামজীবন ও রহমানের প্রবেশ। রহমানের মুখ-চোখ ফোলা, কাল্‌সিটের দাগ মুখে, চোখের তলায়, কপালে। অতি কষ্টে রহমান ধীরে ধীরে হাঁটে। ষ্টেজের মাঝামাঝি এসে রহমান দর্শকদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

মেঃ নেলসন—টেক্ হিম্ টু দি গোল পোষ্ট।

সুবেদার ওকে নিয়ে গিয়ে গোল পোষ্টের সঙ্গে বাঁধো।

হাঃ সরকার, নাঃ রামজীবন ও রহমান ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। মেঃ নেলসন ও সুবেদার সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।

মেঃ নেলসন—(মুখ থেকে সিগারেট আছড়ে ফেলে) ওইসা নহি হাবিলদার সরকার।

সবেগে রহমানের দিকে প্রস্থান। নেপথে—"খুলো—হাঁ ঠিক হ্যায়—এইসা—আঃভ্‌ভি উপরসে ফেকো—" একটা দড়ির ডগা ষ্টেজের মধ্যে এসে পড়ে। নেপথ্যে—"উধর চলো—।" মেঃ নেলসন, হাঃ সরকার ও নাঃ রামজীবনের প্রবেশ।

মেঃ নেলসন—(পা দিয়ে দড়িটা ঠেলে দিয়ে) পুল্ নন্দী—

সুবেদার দড়িটা তুলে নিয়ে টানবার উদ্যোগ করে।

মেঃ নেলসন—(হাঃ সরকার ও নাঃ রামজীবনকে) ক্যা, মজা দেখতা ?

দুজনে গিয়ে দড়িটা ধরে।

মেঃ নেলসন—উসকো জমিনসে উঠাও।

তিনজনে দড়ি ধরে টানে। রহমানের গোঙানি ভেসে আসে। গুম্ গুম্ করে গুমরাণির ব্যাকগ্রাউণ্ডের মিউজিকের তাল দ্রুত হয়।

মেঃ নেলসন—(উইঙ্গসের সামনে গিয়ে) জাম্প—কুদো। (পেছন ফিরে) নন্দী, জোরসে খিঁচো। (সামনের দিকে চেয়ে) আই

সে জাম্প। ব্লাডি তুম্ জলদি কুদো। (পেছনে দেখে নিয়ে) ব্লাডি তুম্ নহি কুদেগা তো ম্যায় তুমকো ডাণ্ডা লাগায়গা—

মেঃ নেলসনের সবেগে প্রস্থান। নেপথ্যে রহমানের আর্তনাদ, "ওঃ মাঃ।" ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিক আরও দ্রুত এবং তীব্র হয়। মেজর নেলসনের প্রবেশ।

মেঃ নেলসন—(পৈশাচিক হেসে) সুবেদার সাব, নাউ ফল্ ইন্ দি হোল কোম্পানি।

সুবেদার দড়ি থেকে বাঁহাত সরিয়ে পকেট থেকে হুইসিল নিয়ে বাজায়। মেঃ নেলসন সিগারেট ধরানোর জন্য দেশালাই জ্বালে। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে বহু কণ্ঠে স্লোগান, "বৃটীশ-ভারত ছাড়ো" দুপ্‌দাপ্ পায়ের শব্দ এগিয়ে আসে। মেঃ নেলসনের ঠোঁট ও হাত থেকে সিগারেট ও দেশলাই পড়ে যায়। সুবেদার, নায়ক রামজীবন ও হাঃ সরকারের হাত থেকে দড়ি খসে পড়ে। রহমানের প্রচণ্ড আর্তনাদ, "মা-গো"। আবার স্লোগান আরও কাছে থাকে, "বৃটীশ—ভারত ছাড়ো," মেঃ নেলসন সুবেদারের কাছ ঘেঁষে যায়, কোমরে রিভলভার খোঁজে।

মেঃ নেলসন – সুবেদার সাব—হোয়াট্‌স্ অল্ দিস্!

ষ্টেজের মধ্যে প্রবেশ করে সবার আগে সাদেক আর পাঁচকড়ি। পেছনে স্লোগান, "বৃটীশ ভারত ছাড়ো।" সাদেক, পাঁচকড়ি প্রভৃতি মেঃ নেলসন প্রভৃতির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ছুটে যায় রহমানের দিকে। মেঃ নেলসন ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে ফুট-লাইটের সামনে ছুটে আসে।

মেঃ নেলসন—(অসহায়ভাবে আর্তনাদ) ওহ্ গড্! ইট্‌স্ মিউটিনি!

মেজর নেলসন এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে। সুবেদার, হাঃ সরকার, নাঃ রামজীবন আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন, দুজন করে ছেলেরা প্রবেশ করে রহমানের দিকে দৌড়ে যেতে থাকে। নেপথ্যে মিশ্রিত কলরব।

মেঃ নেলসন—(সুবেদারের হাত ধরে টানতে টানতে বাঁয়ের ব্যাক্‌-উইঙ্গসের দিকে দেখিয়ে) সুবেদার সাব, কোয়ার্টার গার্ড চলো—রিভলভার—

কাষ্ঠবৎ সুবেদারকে টানাটানি করে। একদল সৈনিক রহমানের সজ্ঞাহীন দেহ হাতের ওপর তুলে নিয়ে ধীরভাবে প্রবেশ করে। মেঃ নেলসন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ক্ষণেক তা করে সুবেদারকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে যায় বাঁয়ের ব্যাকউইঙ্গসের দিকে। সবেগে সেন্ট্রির প্রবেশ।

সেন্ট্রি—(লাফিয়ে অন্ গার্ড পজিসন নিয়ে) মেজর সাব—হল্ট—

যবনিকা